পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 121 Thursday, 2 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২১ সংখ্যা ❋ ১৮ চৈত্র ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ফর্ম ৬ নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি তুলকালাম!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ সিইও দফতরের বাইরে অশান্তির ঘটনায় এবার মামলা রুজু হল। হেয়ারস্ট্রিট থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অজ্ঞাত পরিচয়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু। পুলিশ সূত্রে খবর, রাস্তার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ঘটনার সময় কাদের কাদের উপস্থিতি ছিল, তাঁদের কী ভূমিকা ছিল, সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার দুপুর এবং রাতের ঘটনার পর নতুন করে সিইও দফতরের বাইরে ১৬৩ এর এলাকা বাড়ানো হয়েছে বলেই লালবাজার সূত্রে খবর। নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ১৬৩ ধারা (পুরনো ১৪৪ ধারা) জারি। এবার সিইও দফতরের পশ্চিম দিকে রাস্তা ১৬৩ - র আওতায় আনা হয়েছে বলেই লালবাজার সূত্রে খবর। ফলে সিইও দফতরের পশ্চিম দিকেও জমায়েত করার ক্ষেত্রে ১৬৩ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা থাকবে। কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে রাজ্য সিইও দফতরের বাইরে চরম উত্তেজনা ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা বিপুল পরিমাণে ফর্ম ৬ সিইও দফতরে জমা দিয়েছেন। তৃণমূলের দাবি, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে 'বহিরাগত'দের বাংলার ভোটার তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এক দিনেই প্রায় ৩০,০০০ ফর্ম জমা পড়েছে। তৃণমূল সমর্থিত বিএলও এবং কর্মীরা সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। সেই সময় বিজেপি কর্মীরাও সেখানে পৌঁছলে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জও করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনাকে 'ভোটার হাইজ্যাকিং'-এর চেষ্টা বলে অভিহিত করে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেছেন। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পাল্টা অভিযোগ করেছেন যে, তৃণমূল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উস্কানি দিচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন যে, যে কেউ আবেদনপত্র জমা দিতেই পারেন, তবে ৩০ মার্চের পর জমা পড়া ফর্মগুলো এই আসন্ন ভোটের তালিকায় কার্যকর হবে না।

কলকাতায় মিলল নগদ টাকার পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ কলকাতায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযানে ফের উদ্ধার হল নগদ টাকা। এক সংস্থার কর্তার বেহালার বাড়ি থেকে নগদ এক কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার ব্যবসায়ী বিশ্বজি পোদ্দারের বাড়ি থেকেও। বুধবার সকাল থেকেই সোনা পাপ্পুর সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রে খবর, কসবা, বালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করেন সোনা পাপ্পু। সেই সূত্র ধরেই অভিযান শুরু করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সূত্র মারফত ইডি আধিকারিকেরা জানতে পারেন, তিনি নাকি বিভিন্ন নির্মাণসংস্থার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলতেন এবং তাঁর মাধ্যমেই সেই টাকা বিভিন্ন প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছে যেত, এমন অভিযোগও পেয়েছে ইডি। সূত্রের দাবি, এই সংক্রান্ত অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতেই বুধবার সোনা পাপ্পুর বাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সোনা পাপ্পুর বাড়ির পাশাপাশি দক্ষিণ কলকাতার আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় ইডি হানা দিয়েছিল। অভিযান চলে বালিগঞ্জের এক ঠিকাদার সংস্থার অফিসেও। জানা যাচ্ছে, ওই সংস্থার কর্তা জয় কামদারের বেহালার বাড়ি থেকেই এই টাকা পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে একটি অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। অনেকে দাবি করেন, সোনা পাপ্পু দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সভাপতি তথা রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস কুমারের ঘনিষ্ঠ। ঘটনাচক্রে সেই দেবাশিসকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার ডেকেছিল ইডি। তার দু'দিন পরেই সোনা পাপ্পুর বাড়িতে এই অভিযান।

'অনুমানের ভিত্তিতে বলবেন না!'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যে ফর্ম-৬ ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠছে। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতেও এই বিতর্ক সরাসরি সামনে আসে। শুনানির সময় রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে লোক এনে ফর্ম-৬ পূরণ করে জমা দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। তাঁর বক্তব্য, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরেও যখন বিবেচনাধীন নামগুলির নিষ্পত্তির কাজ চলছে, তখন হঠাৎ বিপুল সংখ্যক নতুন ফর্ম জমা পড়া প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। যদিও তিনি সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের নাম নেননি, তবুও এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট বার্তা দেন। তিনি বলেন, ''শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে আদালতে কোনও বক্তব্য রাখা উচিত নয়।'' নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ থাকলে তা তুলে ধরার পরামর্শ দেন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও দাবি করেন, এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রায় ৩০ হাজার ফর্ম-৬ জমা পড়েছে, যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে। এই মন্তব্যের জবাবে প্রধান বিচারপতি জানান, এই ধরনের অভিযোগ নতুন নয়, প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের আগে এমন দাবি ওঠে। তিনি বলেন, ''কেউ ফর্ম-৬ জমা দিলেই যে তিনি ভোট দিতে পারবেন, এমনটা নয়-প্রতিটি

আবেদন যাচাইয়ের মধ্য দিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'' অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আদালতে স্পষ্ট করা হয়, আইন অনুযায়ী মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত ফর্ম-৬ জমা দেওয়ার সুযোগ থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং যে কোনও নাগরিক এই আবেদন করতে পারেন। কমিশনের আইনজীবী জানান, আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে তাঁর ভোটার তালিকায় নাম তোলার অধিকার রয়েছে এবং সেই অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা যায় না। সমস্ত আবেদন খতিয়ে দেখেই কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় বলেও আদালতকে জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, ''কোনও ব্যক্তি যদি এই নির্বাচনে ভোট দিতে না পারেন, তার অর্থ এই নয় যে তাঁর ভোটাধিকার স্থায়ীভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে, বর্তমানে তালিকায় থাকা কোনও নাম পরবর্তীতে বাদ পড়লেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।'' এদিকে শুনানির সময় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানান, প্রাক্তন বিচারপতিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বুধবারই সেই প্রশিক্ষণ শুরু হবে এবং পরদিন থেকেই ট্রাইব্যুনালের কাজ চালু হবে বলে তিনি আদালতে জানান। তবে এই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়েই আপত্তি তোলে রাজ্য। রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, কমিশন কীভাবে একতরফাভাবে প্রাক্তন বিচারপতিদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। তাঁর বক্তব্য, ''এই প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।'' তবে এই আপত্তি খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি। তিনি স্পষ্ট বলেন, ''প্রশিক্ষণ নেওয়ায় সমস্যা কোথায়, তা পরিষ্কার নয়।'' একই সঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করেন, প্রাক্তন বিচারপতিরা স্বাধীনভাবেই সিদ্ধান্ত নেবেন। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও এই প্রসঙ্গে বলেন, ''নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।'' তাঁর বক্তব্য, বিচারকদের নিরপেক্ষতা নিয়ে আদালতের কোনও সংশয় নেই, যদিও এই ধরনের কাজ তাঁদের কাছে নতুন।

বাইরের নাম জমা করছিল, সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে হবে না। মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভুম, ১ এপ্রিলঃ এসআইআর-এ 'বিচারাধীন' প্রার্থীদের নিষ্পত্তির কাজ প্রায় শেষের পথে। এর পরেও যাঁদের নাম বাদ যাবে, তাঁদের নথি-সহ জেলার ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আবেদন করতে হবে। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রার্থীদের ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার জন্য খরচ-খরচা দেওয়া হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বীরভূম জেলার নানুরের জনসভা থেকে মমতা বলেন, ''আমি এসআইআর নিয়ে কেস করেছিলাম। এক কোটি ২০ লক্ষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। ২২ লক্ষ লোকের নাম তোলা গিয়েছে। ১৮ লক্ষ নাম বাদ হয়েছে। সবাইকে ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে। খরচ-খরচা আমরা দেব।'' অন্য দিকে, গত দু'দিনে রাজ্যের সিইও অফিসে ফর্ম ৬ জমা দেওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে এ দিন মমতা বলেন, ''এরা বাইরের নাম জমা করছিল। ভিন রাজ্যের লোকের নাম ঢোকাচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে, এই সব হবে না।'' বুধবারই সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বুধবারেই মধ্যেই ট্রাইব্যুনালের জন্য প্রাক্তন বিচারপতিদের ট্রেনিং দিতে হবে। বৃহস্পতিবার থেকে ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এ দিন বীরভূমের নানুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝির সমর্থনে আল-আমীন মডেল স্কুল পাপুড়ি মাঠে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর-এর গোটা পর্বে সাধারণ মানুষের পাশে তৃণমূল কর্মীরা বিশেষত বিএলএ-১ এবং বিএলএ-২ কর্মীরা ছিলেন বলে দাবি করেন মমতা। এ দিনের সভা থেকে মমতা বলেন, ''যখন সব মানুষ লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন আমাদের বিএলএ-১ এবং বিএলএ-২ কর্মীরা সাহায্য করেছেন। কালকেও ডায়মন্ড হারবারে একজন ইআরও মারা গিয়েছেন। কতজন বিএলও মারা গিয়েছেন। এসআইআর-এর জন্য ২২৫ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।'' উল্লেখ্য, নানুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন বিধানচন্দ্র মাঝি। সেই বার

বিজেপির প্রার্থী ছিলেন তারকেশ্বর সাহা ও বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী ছিলেন শ্যামলী প্রধান। প্রায় সাত হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। এ বার বিজেপির প্রার্থী খোকন দাস ও সিপিএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান। এদিন তিনি দাবি করেন, বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের সুবিধা ৯০ শতাংশ মানুষ পাচ্ছেন, অথচ এর কৃতিত্ব নিচ্ছে বিজেপি। দেশের বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ বেড়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তবে বাংলায় তা কমানো হয়েছে বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রসীমার উপরে তোলা হয়েছে। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাংলায় সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে থাকেন।'' রাম নবমীর মিছিলের সময় সিউড়িতে অস্ত্র নিয়ে ঘোরার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, তাঁর আমলে কখনও দাঙ্গা হতে দেননি। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি এবং অভিযোগ করেন, অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে বাংলার শ্রমিকরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''অনুপ্রবেশের দায় সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রেরই।'' একইসঙ্গে বিজেপিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার ডাক দেন তিনি। তাঁর কথায়, ''এই সরকার সংবিধান ও গণতন্ত্র বিক্রি করে দিয়েছে এবং ২০২৬ থেকেই এর পতন শুরু হবে।'' সভা থেকে ভোটারদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''ভোট গণনার সময় নজর রাখতে হবে, যাতে লোডশেডিং বা ইভিএম খারাপের অজুহাতে কোনও কারচুপি না হয়।'' তাঁর নিজের ভবানীপুর কেন্দ্রেও বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ করেন মমতা। শেষে 'খেলা হবে' স্লোগান তুলে তিনি জানান, এবারকার লড়াই হবে দুরন্ত এবং আগামী লক্ষ্য দিল্লি। প্রসঙ্গত, এদিন নানুরের পাপুরিতে জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বীরভূম জেলা তথা বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রার্থীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। হাসনের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা, নানুরের বিধানচন্দ্র মাজি, দুবরাজপুরে নরেশ বাউরী, লাভপুরের অভিজিৎ সিংহ, রামপুরহাটের আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ কেতু গ্রামের শাহনাওয়াজ হোসেন। তবে এদিনে জনসভার সফল আয়োজন হলেও জেলা তৃণমূলের কনভেনার অনুব্রত মণ্ডলকে দেখা যায়নি মঞ্চে। যা নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে বিজেপিকে করা ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ এপ্রিলঃ বিধান সভা নির্বাচনের প্রথম দিন মুর্শিদাবাদ এর বরোয়া ও নবগ্রামে দলীয় প্রার্থীদের প্রচারে এসে করা ভাষায় বিজেপির সমালোচনা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি নবগ্রামের ভোলাডাঙ্গা আদিবাসী ফুটবল ময়দানের সভা থেকে এস আই আর নিয়ে বলেন, ''যাদের নাম কেটে বাদ দিয়েছে বিজেপি এবং তাদের নির্বাচন কমিশন তাদের নাম ফেরানোর জন্য আমি নিজে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম। বাংলার কারো নাম বাদ দিতে তারা পারবে না। বাংলা রক্ষায় আমি নিজে পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আপনাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না। এই অপদার্থ বিজেপি সরকার রান্নার গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে, তেলের দাম বাড়াচ্ছে। বাংলার মানুষকে বিভিন্ন ভাবে ভয় দেখাচ্ছে। যাতে কেউ ভোট দিতে না যাই। কিন্তু বাংলার মানুষ জানে তৃণমূল তাদের পাশে আছে। তাদের কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে হবে না।'' এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ''এই জেলা থেকে প্রথম আমাকে এক জন বিধায়ক উপহার দিয়েছিলেন। তার পর এই জেলার মানুষ আমাকে বার বার বিধায়ক সহ জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্তটাই উপহার হিসেবে দিয়েছেন। তাই মুর্শিদাবাদ এর মাটি আমি কোনো দিন ভুলে যায়না। আজকে এতো দুর্যোগের মধ্যে যেভাবে আপনারা দলের সৈনিক হিসেবে আমার পাশে আছেন, আমিও সেই দুর্যোগ কাটিয়ে আপনাদের কাছে আসতে পেরেছি। বিজেপি যেভাবে চক্রান্ত কেউ আমাদের বাংলার মানুষের নাম বাদ দিয়ে বিহার, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেন এ করে তাদের লোক নিয়ে এসে ভোটে তাদের নাম ঢুকিয়ে ভোট দেবার চেষ্টা করছে। আমরা তা হতে দেব না কোনোদিন। আপনাদের যাদের নাম ডিলিট করেছে এস আই আর এর নামে আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদের পাশে আছি। নাম তোলার জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম ফিলাপ করে অনলাইন জমা দিন। আমাদের আইনজীবীরা আপনাদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা করবেন।'' এদিন তিনি আরও বলেন, ''আমাদের সরকার যেভাবে আপনাদের পাশে থেকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী লক্ষীর ভান্ডার সহ বিভিন্ন প্রকল্প দিয়ে আসছে। এই অপদার্থ বিজেপি চাইছে বাংলার মানুষকে ভুল বুজিয়ে ক্ষমতায় এসে সেগুলো থেকে আপনাদের বঞ্চিত করতে। তারা জানেনা বাংলার মানুষের পাশে যারা থাকে না বাংলা তাদের পাশে থাকে না। তারা ভোটের জন্য প্রচার করছে, তাদের লজ্জা করে না মানুষের কাছে ভোট চাইতে। যখন সাধারণ মানুষের নাম কেটে বাদ দিচ্ছিলো তাদের নির্বাচন কমিশন তখন তো কই তাদের কাউকে পাশে দেখতে পাওয়া যায়নি। আজকে যখন নির্বাচন এসেছে তখন তাদের মনে হচ্ছে বিভিন্ন কায়দা করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে বাংলা দখল নেবার। তাদের এই স্বপ্ন পূরণ হবে না। বাংলার মানুষ তার ঠিক জবাব দেবে। তোমরা যদি বাংলার দিকে তাকাও তাহলে নির্বাচনের পরে আমরাও দিল্লির দখল নেবো এটা জেনে রেখো।'' এদিনের সভায় সমস্ত দলীয় প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান সহ জঙ্গিপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি সাংসদ খলিলুর রহমান সহ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা সহ অনেকে। বৃহস্পতি নির্বাচনী প্রচারে মুর্শিদাবাদ এর সাগরদীঘি এবং সুতিতে প্রচারে আসবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

নন্দীগ্রামে শুভেন্দুকে 'জয় বাংলা' স্লোগান
'এসব করে লাভ নেই', পাল্টা বিরোধী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১ এপ্রিলঃ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সেই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের স্মৃতি কি ফের উসকে দিচ্ছে নন্দীগ্রাম? বুধবার বিকেলের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল অধিকারীদের খাসতালুক। এলাকায় এক মুসলিম

পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগানের মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে মেজাজ হারিয়ে বিক্ষোভকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিতে শোনা যায় তাঁকে। এদিন নঃদীগ্রাম বিধানসভা এলাকার একটি সংখ্যালঘু পরিবারে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু তিনি পৌঁছতেই স্থানীয় কিছু মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন। আচমকা এই বিরোধিতায় মেজাজ হারান শুভেন্দু। গাড়ি থেকে নেমে সটান বিক্ষোভকারীদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ''২০২১ সালের নির্বাচনের মতো পরিস্থিতি আর নেই। দিনকাল বদলে গিয়েছে। এই রকম করবেন না।'' যদিও পরোক্ষনেই সুর নরম করে বিক্ষোভের মুখেও নিজের অবস্থানে অন। থাকেন বিরোধী দলনেতা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''সবার কাছে যাওয়ার অধিকার আমার আছে। আমাকে দেখে এমন করবেন না। আমি সব মুসলিম বাড়িতে যাব। আমার এমএলএ অফিস থেকে সবাই সাহায্য পেয়েছে।'' যদিও শুভেন্দুর এই জনসংযোগের চেষ্টাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, শুভেন্দু বুঝে গিয়েছেন যে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে। হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে না পেরেই এখন সংখ্যালঘু এলাকায় গিয়ে 'মিথ্যে' প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে উপস্থিত পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি বড়সড় আকার নেয়নি। শুভেন্দু এলাকা ছাড়ার পর নতুন করে কোনও অশান্তির খবর মেলেনি। সোমবার দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুরে শোভাযাত্রা করে নন্দীগ্রাম, মহিষাদল এবং হলদিয়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে যান হলদিয়ায়। শোভাযাত্রায় প্রার্থীদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র থেকে দিলীপ। তার আগে সকালে নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় পুজো দেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী। হলদিয়ার কদমতলায় বিজয় সংকল্প সভা করে মনোনয়ন জমা দিয়ে শুভেন্দু জানান, এ বার নন্দীগ্রামের ভোট-লড়াই তাঁর কাছে আরও সহজ। তিনি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তোপ দাগেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি এ-ও জানান, নন্দীগ্রামে তাঁর জয় সহজ এবং ভবানীপুর আসলে বিজেপিরই।

'সদ্য বাবাহারা মেয়েকে কোর্টে নিয়ে গিয়েছে'
স্বপ্না বর্মনকে পাশে নিয়ে বিজেপিকে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ, ১ এপ্রিলঃ বুধবার রাজগঞ্জের সভা থেকে বিজেপিকে সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনকে পাশে নিয়ে তাঁর দাবি, বিজেপি আদিবাসী মানুষকে হয়রান করছে। আসলে বাংলার মানুষকে বাদ দিয়ে বাইরে

থেকে লোক এনে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে তারা। তাদের দাবি, মানুষকে প্রচুর স্বপ্ন দেখানেও আজ অবধি একজন মানুষকেও তারা চাকরি দেয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বিজেপির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব দু'নম্বরি। তিনি বলেন, ''চোর-চিটিংবাজরা বিজেপি করে। এরা সকাল থেকে রাত অবধি মিথ্যা কথা বলে।'' তাঁর অভিযোগ, মানুষকে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখিয়েও, কোনও প্রত্যাশা পুরনে ব্যর্থ বিজেপি সরকার। অভিষেক বলেন, ''শুরুতে পনেরো লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলে তারা। যদিও, কেউ এক টাকাও পায়নি কেউ।'' এছাড়াও, যুবদের চাকরি দেওয়ার কথা বলে বিজেপি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আজ অবধি দশজনকেও চাকরি দিতে পারেনি তারা।'' এরপরেই, আদিবাসী মানুষকে হয়রান করার অভিযোগ করেছেন বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ''ভারতের জন্য সোনা জিতেছেন যিনি, তার নমিনেশন আটকানোর চেষ্টা করেছে বিজেপি।'' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের সরকার এত নিচে নেমেছে যে এক রাজবংশি মেয়ে, যে সদ্য বাবাকে হারিয়েছে, তাঁকে কোর্টে নিয়ে গিয়েছে এনওসি দেওয়ার জন্য।'' তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, বিজেপিকে কড়ায় গণ্ডায় উচিত শিক্ষা দিতে হবে। বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''অসম, বিহার, ত্রিপুরার মত বহু রাজ্যে বিজেপি সরকার থাকলেও কোথাও তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত করে লক্ষীর ভাণ্ডার করতে পারেনি।'' তিনি আশ্বাস দেন, স্বপ্না বর্ম নির্বাচনে জেতার এক মাসের মধ্যে রাজগঞ্জে কোল্ড স্টোরেজ এবং ফায়ার স্টেশনের কাজ শুরু হবে। ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অভিষেক। রেলের চাকরি থেকে ইস্তফা না দিয়েই গত ২৭ ফেব্রুয়ারি স্বপ্না বর্মন তৃণমূলে যোগ দেন বলে অভিযোগ। এর জেরেই তাঁর প্রার্থী পদ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রেলের তরফে অভিযোগ, চাকরি বজায় রেখেই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় শৃঙ্খলাভঙ্গ হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৯ মার্চ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। এরপর ১৬ মার্চ স্বপ্না বর্মন ইস্তফা দিলেও, চলতি ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারির কারণে তা গ্রহণ করা হয়নি বলে জানায় রেল কর্তৃপক্ষ। তৃণমূলের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ভাবে স্বপ্নার ব্যাপারে জটিলতা বাড়ায় রেল। তাদের দাবি, উত্তরবঙ্গের মেয়ের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করারও জবাব পাবে বিজেপি।

'আমরা এপ্রিল ফুল হয়ে গেলাম', প্রাথমিকে আপাতত ইন্টারভিউ হচ্ছে না, জানাল পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ পয়লা এপ্রিলই 'এপ্রিল ফুল' হয়ে গেলেন চাকরিপ্রার্থীরা? বড় ধাক্কা চাকরি প্রার্থীদের। আপাতত, স্থগিত হয়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া। ৬ থেকে শুরু হয়ে সাক্ষাৎকার পর্ব চলবে মে মাস পর্যন্ত। তেমনটাই বলা হয়েছিল। তবে তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে বলে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে। পর্ষদের তরফে যদিও এখনও এই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার কোনও জানানো হয়নি। অনিবার্য কারণবশত এই আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে প্রক্রিয়া। ফলত, ১৩ হাজার ৪২১ জনের চাকরি কবে হবে তাতে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তবে, জানা যাচ্ছে আপাতত নির্বাচনের পরে হতে পারে ফের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, ''প্রাথমিক শিক্ষক পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল সেই সময় ঘোষণা করেছিলেন এবার থেকে নূন্যতম বছরে দুবার নিয়োগ হবে। টেট পাশ কেউ বসে থাকবে না। কিন্তু প্রায় তিন বছর পর ২০২৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর নিয়োগ নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হল। ইন্টারভিউ শিডিউল দেওয়া হল। এখনকার নোটিফিকেশন দেখে মনে হল এপ্রিল ফুল হয়ে গেলাম। এমন নোটিফিকেশন আসবে আসবে ভাবিনি।'' এখানে উল্লেখ্য, ২০২২ সালে শেষবারের জন্য প্রাথমিক নিয়োগ হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন ২০১৪ ও ২০১৭-এর টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। তবে এর মধ্যে ২০২২ ও ২০২৩-এর টেট উত্তীর্ণ এবং ডিএলএড প্রশিক্ষিত প্রার্থীরা নিয়োগে সুবিধা পায়নি।

PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND DRAFT LETTER OF OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

LCC INFOTECH LIMITED ("LCCINFOTEC" / "TARGET COMPANY")

Corporate Identification Number (CIN): L72200WB1985PLC073196
Registered Office: P- 16, C.I.T. Road, P S Entally, Kolkata, West Bengal-700014, India;
Tel No: +91-33-23570048; **E-mail ID:** corporate@lccinfotech.co.in; **Website:** www.lccinfotech.in

THIS PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND DRAFT LETTER OF OFFER IS ISSUED BY GROW HOUSE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED, THE MANAGER TO THE OFFER, ON BEHALF OF MR. KUNJIT MAHESHBHAI PATEL (ACQUIRER), FOR ACQUISITION OF UP TO 4,38,34,271 OFFER SHARES, REPRESENTING 26.00% OF THE EMERGING VOTING SHARE CAPITAL OF LCC INFOTECH LIMITED ("LCCINFOTEC"), AT AN OFFER PRICE OF ₹ 4.55/- PER OFFER SHARE, PAYABLE IN CASH, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATION 18 (7) OF SEBI (SAST) REGULATIONS ('PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND DRAFT LETTER OF OFFER').

This Pre-offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer is to be read in conjunction with the:

a) Public Announcement dated Saturday, January 03, 2026 ('Public Announcement'),
b) Detailed Public Statement dated Thursday, January 08, 2026, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Friday, January 09, 2026, in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition) ('Newspapers'), Duranta Barta (Regional Bengali Daily - Bengali Edition ('Detailed Public Statement'),
c) Draft Letter of Offer dated Friday, January 16, 2026 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'),
d) Corrigendum to PA, DPS, DLOF dated Monday February 09, 2026 in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Tuesday, February 10, 2026, in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition) ('Newspapers'), Duranta Barta (Regional Bengali Daily - Bengali Edition (Corrigendum to PA, DPS, DLOF).
e) Letter of Offer dated Tuesday, March 24, 2026, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('Letter of Offer'),
f) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Saturday, March 28, 2026, and published in the Newspapers on Monday, March 30, 2026 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company')

Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

Capitalised terms used but not defined in this Pre-offer Advertisement cum Corrigendum shall have the meaning assigned to such terms in the PA, DPS, DLOF and/or LOF.

A. Offer Price

The Offer is being made at a price of ₹ 4.55/- per Offer, payable in cash.

here has been revision in the Offer price from ₹ 3.55/- to ₹ 4.55/- per offer.

B. Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC')

A Committee of Independent Directors of the Target Company comprising of:

Sr No	Name of Committee Members	DIN	Position
1	Ramesh Kumar Pandey	10701968	Chairperson
2	Priti Lakhotia	07914837	Member
3	Chanchal Kedia	03473849	Member

Above members of IDC approved their recommendation on the Offer on Saturday, March 28, 2026, and published in the Newspapers on Monday, March 30, 2026. The IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.

C. Other details with respect to Offer:

1. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
2. The Letter of Offer has been dispatched on Wednesday, March 25, 2026, to the Public Shareholders of the Target Company whose names appeared on the register of members as on the Identified Date, i.e., Tuesday, March 17, 2026. The dispatch has been carried out through post to those Public Shareholders who are holding shares in physical mode as well as all other Public Shareholders who had not registered their e-mail addresses with the Depositories and/or the Target Company, and through electronic mode (e-mail) to those Public Shareholders whose e-mail addresses were registered with the Depositories and/or the Target Company.
3. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer ("DLOF") was submitted to SEBI on Friday, January 16, 2026. SEBI issued its observations on the DLOF vide its letter bearing reference no. 'SEBI/HO/49/12/11(7)2026-CFD-RAC-DCR1/ I/6979/2026' dated March 13, 2026. SEBI's observations have been incorporated in the LOF. This Pre-offer Advertisement cum Corrigendum also serves as a corrigendum to the DPS and DLOF, and as required in terms of the SEBI Letter.
4. **Key Changes/Updates made in LOF:**

Public Shareholders are requested to note the following material updates to the DLOF as included in the LOF in relation to the Open Offer:

4.1 Deletion of the word "Draft" or "DLOF" at all the applicable places in the LOF.

4.2 Following point has been added in covering letter of LOF on page no 2 at point 9:

(9) The shares issued under preferential allotment to the acquirer during the open offer period which are under lock-in, are not permitted to be tendered in the open offer and if tendered, shall not be accepted in the open offer.

4.3 Revised schedule of activities has been inserted next to original schedule of activities on page No. 3 of the LOF and suitable changes pertaining to the dates of the activities have been carried out at the appropriate places in the LOF.

4.4 The page numbers of the table of contents have been suitably updated wherever required in the LOF.

4.5 Following statements are inserted below the table containing 'Tentative Schedule of Major Activities of The Open Offer' on page no. 3 of the LOF:

1. Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the last dates
2. There is no competing offer to this Offer.
3. Actual date of receipt of SEBI observations on the DLOF.

4.6 Following definitions have been updated under 'Key Definitions' on page no. 12 of the LOF:

i. Escrow Amount- The amount aggregating to ₹ 4,98,61,500/- maintained by the Acquirer with the Escrow Banker, in accordance with the Escrow Agreement.
ii. Identified Date- The date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of Tendering Period, for the purposes of determining eligible shareholders to whom the Letter of Offer will be sent i.e. Tuesday, March 17, 2026.
iii. LOO / LoF- This Letter of Offer dated Wednesday, March 24, 2025, which shall be dispatched to the Public Shareholders of the Target Company
iv. Maximum Consideration- The total funding requirement for this Offer, assuming full acceptance of this Offer being ₹ 19,94,45,933/-, that will be offered to the Public Shareholders who validly tender their Equity Shares in the Offer.
v. Offer/Open Offer- Open Offer for acquisition of up to 4,38,34,271 (Four Crore Thirty-Eight Lakhs Thirty-Four Thousand Two Hundred Seventy-One) Equity Shares of the face value of ₹ 2/- each, representing 26% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company at a price of ₹ 4.55/- (Rupees Four Point Fifty-Five Paisa only) per fully paid-up Equity Share payable in cash.
vi. Offer Price- ₹ 4.55/- (Rupees Four Point Fifty-Five Only) per share for each fully paid-up Equity Shares payable in cash.
vii. Offer Period- Period between the date of entering into an agreement, formal or informal, to acquire shares, voting rights in, or control over a target company requiring a public announcement, or the date of the public announcement, as the case may be, and the date on which the payment of consideration to shareholders who have accepted the open offer is made i.e. April 06, 2026 (Monday) to April 20, 2026 (Monday) or the date on which open offer is withdrawn, as the case may be.
viii. Preferential Issue of Equity Shares" /"Proposed Preferential Issue Equity Shares- refers to the proposed preferential issue as approved by the Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, which is subject to approval of the members and other regulatory approvals of 4,20,00,000 Equity Shares at a preferential issue price of ₹ 4.55/- per Equity Share of the Target Company to the acquirer.

The Company has received the in-principle approval for the said preferential issue from NSE and BSE on February 26, 2026.

ix. Preferential Issue of Convertible Warrants" / "Proposed Preferential Issue Convertible Warrants- refers to the proposed preferential issue as approved by the Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, subject to approval of the members and other regulatory approvals of 22,56,05,633 Warrants for cash at a price of ₹ 4.55/- per Convertible Warrant. Each Warrant is convertible into equal number of Equity Shares of the Target Company.

The Company has received the in-principle approval for the said convertible warrants from NSE and BSE on February 26, 2026. The company has allotted 20,60,79,171 convertible warrant to non promoter public shareholder.

x. Stock Exchanges- BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE").
xi. Tendering Period- Period within which Shareholders of the Target Company may tender their Equity Shares in acceptance to the Offer i.e. the period between and including Monday, April 06, 2026 to Monday, April 20, 2026.
xii. Underlying Transaction- The acquisition of Sale Shares under the Share Purchase Agreement and Preferential Allotment of Equity Shares.

4.7 Under Para 3.1 'Background of the Offer' following paragraph has been shifted and updated from 3.1.2.9 to 3.1.2:

3.1.2 The Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, has authorized a allotment of Equity Shares on preferential Basis of 4,20,00,000 (Four Crore Twenty Lakh) fully paid up equity shares of face value of Rs 2/- (Rupees Two only) for cash at a price of ₹ 4.55/- per equity share each representing 24.91% (Twenty Four Point Ninety One) of Emerging Voting Share Capital of the Target Company for aggregate consideration of ₹ 19,11,00,000/- to the acquirer in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereto ("SEBI ICDR Regulations, 2018"). The consent of the members of the Target Company for the proposed preferential allotment was accorded on Extra Ordinary General Meeting held on Monday, February 02, 2026. NSE and BSE has granted its "In-principle" approval under Regulation 28(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on February 26, 2026. Upon receipt of the in-principle approval the Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Friday March 06, 2026 has completed allotment of shares to Acquirer as on the date of this LOF, however the same is pending to be credit to demat account as listing approval is pending. The Company has filed the listing application with NSE and BSE on March 13, 2026 and following the receipt of the listing approval, the Company shall apply for the trading approval not later than 7 working days..

3.1.2.1 That the Acquirer, have received and carefully read and are familiar with the consent letter and all other documents in connection therewith, and they confirm that all documents pertaining to the investment in the Target Company have been made available to them.

3.1.2.2 The Equity Shares issued in pursuance of Preferential Issue ('Subscription Shares') shall rank pari passu in all respects with the existing Shares of the Company with reference to all the rights and benefits including voting rights, rights to dividends, stock splits, bonus issuance and rights issuance.

3.1.2.3 The Target Company represents that the Equity Shares allotted on preferential basis, will be duly authorized and validly issued under applicable Laws including in particular in accordance the SEBI Approval, and shall be free and clear of any and all encumbrances.

3.1.2.4 Objects of Preferential Issue:

- Issue of shares for Cash Consideration:

The funds received from the cash allotment will be utilized for the following objects:

- Working Capital Requirement
- General Corporate Purpose

4.8 Under Para 3.1 'Background of the Offer' following point have been updated at para 3.1.4:

3.1.4 The Board of Directors of the Target Company, also at their meeting held on has Saturday, January 03, 2026 proposed preferential issue subject to approval of the members and other regulatory approvals of 22,56,05,633 Warrants for cash at a price of ₹ 4.55/- per Convertible Warrant. Each Warrant is convertible into equal number of Equity Shares of the Target Company for an aggregate consideration of ₹ 1,02,65,05,631/- payable through banking channels. The terms of issuance of the warrants have been approved by the Board of Directors and are subject to the approval of the shareholders at the ensuing general meeting. Accordingly, these convertible warrants have not been considered for computing the Emerging Voting Share Capital as of the tenth working day from the closure of the tendering period, in compliance with the SEBI (SAST) Regulations. The post-conversion shareholding of each allottee will remain below the thresholds for open offer obligation prescribed under the SEBI (SAST) Regulations, 2011 . Accordingly open offer obligation for convertible warrants will not be triggered upon conversion under the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. The consent of the members of the Target Company for the proposed convertible warrant was accorded on Extra Ordinary General Meeting held on Monday, February 02, 2026. NSE and BSE has granted its "In-principle" approval under Regulation 28(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on February 26, 2026. Upon receipt of the in-principle approval the Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Friday March 06, 2026 has completed allotment of warrants to non promoter public shareholders as on the date of this LOF, however the same is pending to be credit to demat account as corporate action is under process.

4.9 Under Para 3.2 'details of the Proposed Offer ' following paragraph has been updated:

3.2.3 The Acquirer hereby make this Offer to the existing shareholders (other than the parties to the SPA) to acquire up to 4,38,34,271 (Four Crore Thirty Eight Lakhs Thirty Four Thousand Two Hundred Seventy One) Equity Shares of face value of ?2/- (Rupees Two Only) constituting 26% of the Emerging Voting Share capital of the Target Company on the 10th (Tenth) working day from the closure of the Tendering Period ("Offer Size") at a price of ₹ 4.544.55/- (Rupees Four point Fifty Four Five Paisa Only) per Equity Share payable in cash, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement, the Detailed Public Statement, and the Letter of Offer, that will be sent to the shareholders of the Target Company.

3.2.8 This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of shares of the Target Company in terms of Regulation 5 (1) of the SEBI (SAST) Regulations. The Acquirer have deposited an amount of ?4,98,61,500/- i.e., equal to 25.00% of the total consideration payable in the Offer, assuming full acceptance in the Escrow Account pursuance of this Offer. The amount deposited in the escrow account is in compliance with the requirement of deposit of escrow amount as per Regulation 17 of SEBI (SAST) Regulation, 2011, i.e. 25% of the offer consideration payable to the Public under this open offer. The cash deposit has been confirmed by the Escrow Agent vide its letter dated January 06, 2026 for amount of Rs 3,90,00,000 and for additional deposit on account of revision in offer size amounting to Rs 1,08,00,000 has been confirmed vide letter dated February 02, 2026. Further, Acquirer has deposited additional amount in escrow account of Rs 61,500 on February 13, 2026.

3.2.12 The Acquirer have not acquired any shares of Target Company after the date of P.A. i.e. January 03, 2026 and up to the date of this Letter of Offer i.e., March 24, 2026 except for (1) 4,20,00,000 Equity Shares on preferential basis to be allotted to Acquirer, constituting 24.91% of Emerging Voting Share Capital of the Target Company approved by board meeting held on January 03, 2026 and stock Exchange Approval as on February 26, 2026 as disclosed under clause 3.1.2 and sub clause 3.1.2.1 on page no 14. The Acquirer has disclose during the Offer Period any acquisitions made by the Acquirer of any Equity Shares of the Target Company in the prescribed form, to each of the Stock Exchange and to the Target Company at its registered office within 24 (twenty- four) hours of such acquisition, in accordance with Regulation 18(6) of the SEBI SAST Regulations, 2011. As per Regulation 22(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the acquirer shall not complete the acquisition of shares or voting rights in, or control over, the target company, whether by way of subscription to shares or a purchase of shares attracting the obligation to make an open offer for acquiring shares, until the expiry of the offer period. As per regulation 22(2A) of SEBI (SAST) Regulations, 2011:

Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), an acquirer may acquire shares of the target company through preferential issue or through the stock exchange settlement process, subject to-

(i) such shares being kept in an escrow account,
(ii) the acquirer not exercising any voting rights over such shares kept in the escrow account. Provided that such shares may be transferred to the account of the acquirer, subject to the acquirer complying with requirements specified in sub-regulation (2).

4.10 Under Para 5. 'BACKGROUND OF THE TARGET COMPANY (LCC INFOTECH LIMITED)' following point have been updated :

5.18 Pre and Post Offer Shareholding Pattern of the Target Company:

Shareholder s' Category	Shareholding/voting rights }prior to the acquisition and offer			Equity Shares and Voting Share Capital proposed to be acquired through Share Purchase Agreement		Equity Shares and Voting Share Capital allotted through Preferential Issue of Equity Shares		Equity Shares/voting rights to be acquired in Offer (assuming full acceptances)		Shareholding /voting rights after acquisition as stipulated under the Transactions and this Offer (A+B+C+D)	
	No. of Equity Shares	% of Pre Issue Voting Share Capital	% of Emerging Voting Share Capital	No. of Equity Shares	% of Emerging Voting Share Capital	No. of Equity Shares	% of Emerging Voting Share Capital	No. of Equity Shares	% of Emerging Voting Share Capital	No. of Equity Shares	% of Emerging Voting Share Capital
1) Existing Promoter & Promoter Group											
a) Parties to the agreement											
Shreeram Bagla	2,90, 25,566	22.93	17.22	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachna Suman Shaw	2,90,16,791	22.92	17.21	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (A)	**5,80, 42,357**	**45.85**	**34.43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2) Acquirer											
Mr. Kunjit Maheshbhai Patel	-	-	-	5,80,42,357	34.43	4,20,00,000	24.91	4,38,34,271	26.00	14,38,76,628	85.34
SUB TOTAL (B)	**-**	**-**	**-**	**5,80,42,357**	**34.43**	**4,20,00,000**	**24.91**	**4,38,34,271**	**26.00**	**14,38,76,628**	**85.34**
3) Public Shareholders (other than parties to the agreement, acquirer)											
(a) FIs/ MFs/ FPIs/ FIIs/ Banks, SFIs, Insurance Companies/ AIFs/ NBFCs	59,800	0.05	0.04	-	-	-	-	-	-	59,800	0.04
b) Others	6,84,91,193	54.10	40.63	-	-	-	-	-	-	2,46,56,922	14.62
SUB TOTAL (C)	**6,85,50,993**	**54.15**	**40.67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,47,16,722**	**14.66**
TOTAL (A+B+C)	**12,65,93,350**	**100%**	**75.09%**	**5,80,42,357**	**34.43%**	**4,20,00,000**	**24.91%**	**-**	**0.00%**	**16,85,93,350**	**100%**

Notes:

1. Shareholding Pattern is based on Quarter ended December 30, 2025.
2. **The Emerging Voting Share Capital does not include equity shares arising from issue of convertible warrants approved by the board of directors on their meeting held on 03rd January, 2026, as such warrants shall not be converted into equity shares until ten working days from the closure of the tendering period of the open offer, in accordance with the terms of their issuance. An undertaking to this effect has been obtained from the proposed allottees. The terms of issuance of the warrants have been approved by the Board of Directors and are subject to the approval of the shareholders at the ensuing general meeting. Accordingly, these convertible warrants have not been considered for computing the Emerging Voting Share Capital as of the tenth working day from the closure of the tendering period, in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.**

5.22 The number of Shareholders in LCC Infotech Limited in public category is 42,213 as on March 13, 2026. (Calculated as per the latest Benpos data available with the company).

4.11 Under Para 6.1 'JUSTIFICATION OF OFFER PRICE' following point have been updated:

6.1.4 Based on the information available on the website of BSE and NSE, the equity shares of the Target Company are frequently traded on the NSE and BSE (within the meaning of explanation provided in 2(j) of the SEBI (SAST) Regulations). Hence, the Offer Price of ₹ 4.55/- (Rupees Four Point Fifty- Five Paisa Only) per fully paid-up Equity Share has been determined as per the parameters as set out in terms of Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations:

(a1)	The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer	₹ 3.55/-	₹ 4.55/-
(a2)	Issue price of Preferential Issue of Equity Shares of the Target Company to Acquirer	₹ 4.55/-	
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, whether by the acquirer, during the fifty-two weeks immediately preceding the date of the public announcement		NA(1)
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the acquirer, during the twenty-six weeks immediately preceding the date of the public announcement		NA(1)
(d)	In case of frequently traded shares, the volume-weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the date of PA on BSE		₹ 4.54/-
(e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the acquirer and the manager to the open offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies		NA(2)
(f)	The per Equity Share value computed under Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) Regulations, if applicable		Not Applicable, since this is not an indirect acquisition of Equity Shares

In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of Acquirer, and Manger to the offer, the Offer Price of ₹ 4.55/- (Rupees Four Point Fifty- Five Paisa only) per Offer Share being the highest of the prices mentioned above is justified in terms of Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations and is payable in cash.

Note for revision in offer price:

Company has issued corrigendum to the EGM notice in which the issue price of equity shares proposed under the preferential issue and the exercise price of the convertible warrants have been revised from ?3.55/- to ?4.55/- per equity share / warrant.

In order to maintain consistency with the revised preferential issue pricing and in compliance with the pricing provisions of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the Acquirer has accordingly revised the Offer Price under the Open Offer. In this regard, an addendum to the valuation report has been issued by the independent registered valuer, in continuation of the original valuation report earlier mentioned in the Letter of Offer, to reflect the revised pricing.

4.12 Under Para 6.1 'JUSTIFICATION OF OFFER PRICE' following point have been inserted

The Price and volume data of the Equity Share on BSE, being the stock exchange where the maximum volume of trading in the equity shares of the Target Company are recorded during the period of 60 trading days immediately preceding the date of the PA i.e. January 03, 2026 as per Regulation 8(2) of SEBI (SAST) Regulation, 2011 in set forth below:

Sr No	DATE	Number of Shares	Total Turnover (Rs.)
1	01-Jan-26	58110	2,55,353.60
2	31-Dec-25	22825	1,05,222.50
3	30-Dec-25	191837	9,34,808.92
4	29-Dec-25	21001	99,082.92
5	26-Dec-25	153179	6,61,056.26
6	24-Dec-25	17437	74,283.21
7	23-Dec-25	49353	2,03,725.42
8	22-Dec-25	15601	64,812.35
9	19-Dec-25	28417	1,20,004.37
10	18-Dec-25	44485	1,78,371.45
11	17-Dec-25	404412	16,09,524.23
12	16-Dec-25	127496	5,17,094.91
13	15-Dec-25	38237	1,58,615.60
14	12-Dec-25	14047	60,218.60
15	11-Dec-25	32917	1,41,292.08
16	10-Dec-25	11701	49,130.04
17	09-Dec-25	89623	3,69,804.46
18	08-Dec-25	36556	1,50,595.60
19	05-Dec-25	130002	5,63,490.22
20	04-Dec-25	2333	10,568.49
21	03-Dec-25	1132	5,399.64
22	02-Dec-25	15	75.45
23	01-Dec-25	2605	13,806.50
24	28-Nov-25	244147	13,59,686.46
25	27-Nov-25	306693	16,34,455.66
26	26-Nov-25	218612	11,19,265.89
27	25-Nov-25	358905	17,21,282.25
28	24-Nov-25	348525	16,42,967.00
29	21-Nov-25	353309	15,87,467.94
30	20-Nov-25	831737	40,50,299.05
31	19-Nov-25	28338	1,39,989.72
32	18-Nov-25	65124	3,06,734.04
33	17-Nov-25	56473	2,53,563.77
34	14-Nov-25	127233	5,40,023.99
35	13-Nov-25	84618	3,44,189.37
36	12-Nov-25	78077	3,16,392.20
37	11-Nov-25	22084	90,311.61
38	10-Nov-25	78237	3,20,471.57
39	07-Nov-25	72472	2,89,922.65
40	06-Nov-25	54429	2,23,008.45
41	04-Nov-25	57576	2,41,508.21
42	03-Nov-25	83190	3,57,217.36
43	31-Oct-25	39491	1,65,045.83
44	30-Oct-25	48206	2,05,809.74
45	29-Oct-25	107259	4,59,411.40
46	28-Oct-25	45062	1,86,954.86
47	27-Oct-25	89059	3,83,339.84
48	24-Oct-25	524759	23,31,203.37
49	23-Oct-25	163825	7,35,675.13
50	21-Oct-25	46750	2,04,232.21
51	20-Oct-25	83260	3,58,626.85
52	17-Oct-25	316688	13,45,534.06
53	16-Oct-25	144476	6,43,927.12
54	15-Oct-25	247975	11,21,621.01
55	14-Oct-25	64512	2,84,355.50
56	13-Oct-25	86538	3,75,803.26
57	10-Oct-25	43766	1,92,206.53
58	09-Oct-25	95353	4,23,318.07
59	08-Oct-25	36471	1,60,964.33
60	07-Oct-25	289983	12,68,978.05
	TOTAL	74,36,533.00	3,37,32,101.17
		Price per share as per SAST Regulation 8(d)	**4.54**

4.13 Under Para 6.2 'FINANCIAL ARRANGEMENT' following point have been updated:

6.2.1 The total funding requirement for the Offer (assuming full acceptances) i.e. for the acquisition of 4,38,34,271 Equity Shares of ₹ 2/- each from the public shareholders of the Target Company at Offer Price of ₹ 4.55/- (Rupees Four point Fifty Five Paisa only) per Equity Share is ₹ 19,94,45,934/- (Rupees Nineteen Crore Ninety Four Lakhs Forty Five Thousand Nine Hundred and Thirty Four only) (the "Offer Consideration").

6.2.5 In accordance with Regulation 17(1) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the Acquirer has opened an escrow cash account bearing Account No. 000405165316 ("Escrow Cash Account") with ICICI Bank Limited, a banking company duly incorporated under the Companies Act, 1956 and registered as a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 and having its registered office at ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara - 390007, Gujarat, and acting through its branch situated at ICICI Bank Limited, Capital Markets Division, 5th Floor, HT Parekh Marg, Churchgate, Mumbai - 400020. Pursuant thereto, the Acquirer initially made a cash deposit of ₹ 3,90,00,000/- (Rupees Three Crore Ninety Lakh only) in the Escrow Cash Account, which was confirmed by the Escrow Agent vide its letter dated January 06, 2026.

Subsequently, in view of the revision in the Offer Price and the resultant increase in the total offer consideration, the Acquirer made an additional cash deposit of ₹ 1,08,61,500/- (Rupees One Crore Eight Lakh Sixty-One Thousand Five Hundred only) on January 31, 20252026 and on February 13, 2026, thereby increasing the aggregate amount deposited in the Escrow Cash Account to ₹ 4,98,61,500/-.

4.14 Under Para 10 'DOCUMENTS FOR INSPECTION' following point has been added in documents for inspection:

- Copy of Addendum to Valuation Report dated January 29, 2026 issued by Registered Valuer Manish Santosh Buchasia (IBBI Registration No.: IBBI/RV/03/2019/12235).
- Observation letter bearing reference number SEBI/HO/49/12/11(7)2026-CFD-RAC-DCR1/ I/6979/2026 dated March 13, 2026 received from SEBI in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

5. Please note that a copy of the Letter of Offer is also available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.lccinfotech.in, the Registrar to the Offer at www.skylinerta.com, the Manager to the Offer at www.growhousewealth.com, BSE Limited at www.bseindia.com, and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com from which the Public Shareholders can download/print the same.

D. Instructions for Public Shareholders:

a. In Case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:

The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic/dematerialized form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer would shall approach their respective selling broker indicating to their selling broker the details of Equity Shares that such public shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the tendering period. For Further information, kindly refer to paragraph 8.22 titled as 'Procedure for tendering the Equity Shares held in Dematerialized Form' on page 60 of the Letter of Offer.

b. In the case of Equity Shares held in physical form:

As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated 3 December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated 31 July 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Target Company) and duly witnessed at the appropriate place, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (iv) Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by sole/joint Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.23 titled as 'Procedure for tendering Equity Shares held in Physical Form' on page 61 of the Letter of Offer.

c. Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer:

Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the records of Depositories on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.24 titled as 'Procedure for tendering Equity Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer' on page 62 of the Letter of Offer.

E. Status of Statutory and Other Approvals:

As on the date of this Letter of Offer, there are no statutory or other approvals required for implementing the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 7.4 titled as *'Statutory Approvals and conditions of the Offer'* at page 41 of Letter of Offer.

F. Procedure for Acceptance and Settlement of Offer:

The Open Offer will be implemented by the Acquirer through Stock Exchange mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window ('**Acquisition Window**') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13 April 2015, as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 issued by SEBI. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified under the Paragraph 8 titled as *'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer'* on page 42 of the Letter of Offer.

G. Revised Schedule of Activities:

Major Activities	Original Schedule (1)	Revised Schedule
Public Announcement	Saturday, January 03, 2026	**Saturday, January 03, 2026**
Publication of Detailed Public Statement	Friday, January 09, 2026	**Friday, January 09, 2026**
Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, January 16, 2026	**Friday, January 16, 2026**
Last Date for a public announcement for competing offer(s)	Friday, February 02, 2026	**Friday, February 02, 2026**
Last date for receipt of Comments from SEBI on Draft Letter of Offer	Monday, February 09, 2026	**Friday, March 13, 2026 (2)**
Identified Date (2)	Wednesday, February 11, 2026	**Tuesday, March 17, 2026**
Date by which Letter of Offer will be dispatched	Wednesday, February 18, 2026	**Wednesday, March 25, 2026**
to the Shareholder		
Last date by which a Committee of Independent Directors constituted by the BODs of the Target Company shall give its recommendations	Monday, February 23, 2026	**Monday, March 30, 2026**
Last Day of Revision of Offer Price / Share	Wednesday, February 25, 2026	**Thursday, April 02, 2026**
Issue of advertisement announcing the schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers	Wednesday, February 25, 2026	**Thursday, April 02, 2026**
Date of commencement of tendering period	Thursday, February 26, 2026	**Monday, April 06, 2026**
Date of Closing of tendering period	Thursday, March 12, 2026	**Monday, April 20, 2026**
Date of communicating the rejection / acceptance and payment of consideration for the acquired share	Monday, March 30, 2026	**Tuesday, May 05, 2026**
Post Offer Advertisement	Wednesday, April 08, 2026	**Tuesday, May 12, 2026**
Post Offer Report	Wednesday, April 08, 2026	**Tuesday, May 12, 2026**

(1) *The original schedule of activities was indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and was subject to receipt of statutory/ regulatory approvals. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.*

(2) *Actual date of receipt of SEBI Observations on the DLOF.*

(3) *There is no competing offer to this offer.*

(4) *Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owner (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer and the Sellers of the Target Company) are eligible to participate in the offer any time before the closure of the Offer.*

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the last dates.

H. Documents for Inspection:

The copies of the documents listed under Paragraph 10 titled as 'Documents for Inspection' on page 52 of the Letter of Offer will be available for inspection at the principal place of business of the Manager to the Offer, Grow House Wealth Management Private Limited, located at 6th Floor, A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway Ahmedabad-380054 on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Monday, January 06, 2026 to Monday, January 20, 2026. Further, in light of SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 dated July 27, 2020, read with SEBI Circular SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020, copies of the following documents will be available for inspection to the Public Shareholders electronically during the Tendering Period. The Public Shareholders interested to inspect any of the following documents can send an email from their registered email-ids (including shareholding details and authority letter in the event the Public Shareholder is a corporate body) with a subject line ["Documents for Inspection - LCC INFOTECH LIMITED Open Offer"], to the Manager to the Open Offer at takeover@growhousewealth.com; and upon receipt and processing of the received request, access can be provided to the respective Public Shareholders for electronic inspection of documents.

I. The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company) and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer. The Acquirer will be severally and jointly responsible for ensuring compliance with the SEBI (SAST) Regulations. The persons signing this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer on behalf of the Acquirer have been duly and legally authorized to sign this Letter of Offer.

J. This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer will also be accessible on the websites of SEBI's website accessible at www.sebi.gov.in, BSE's website accessible atwww.bseindia.com, NSE's Website accessible at www.nseindia.com, Manager's website accessible at www.growhousewealth.com, and Registrar's website accessible at www.skylinerta.com.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

Grow House Wealth Management Private Limited
(CIN: U67100GJ2022PTC133630)
A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054, Gujarat, India
Tel: +91 79353 33132 / +91-79-35333682
E-mail: takeover@growhousewealth.com
Website: www.growhousewealth.com
Contact Person: Mr. Hill Shah
SEBI Reg. No: INM00013262
Validity: Permanent

Place: Ahmedabad
Date: April 01, 2025

For and on behalf of the Acquirer:
Sd/-
Kunjit Maheshbhai Patel
Acquirer

গরমের মুখে কলকাতার সুইমিং পুল বন্ধের আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ গরমের শুরুতেই কলকাতার বাসিঃদাদের জন্য এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হযেছে। শহরের একাধিক সুইমিং পুল বন্ধ হওযার মুখে, আর তার কারণ জলশূন্যতা নয-বরং জল পরিশোধনের জন্য প্রযোজনীয় রাসায়নিকের অভাব। বিশেষ করে ক্লোরিনের ঘাটতি পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে চলতে থাকা ইরানকে ঘিরে সংঘাতের জেরে রাসায়নিক সরবরাহে বড় ধাক্কা লেগেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে কলকাতার সুইমিং পুলগুলিতে। সাধারণত গ্রীষ্মকাল এলেই শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও পাড়ার সুইমিং পুলগুলিতে ভিড় বাড়তে শুরু করে। বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার বহু ক্লাব তাদের সদস্যদের জন্য পুল খুলে দেয. এই সমযে। কিন্তু এবছর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। ক্লোরিনের সরবরাহ কমে যাওয়ায় জলকে নিরাপদভাবে ব্যবহারযোগ্য রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক পুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হচ্ছেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে। ক্লোরিন সুইমিং পুলের জলের পরিশোধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এটি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড তৈরি করে, যা জীবাণু ধ্বংস করতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, ক্লোরিন ছাড়া পুলের জল নিরাপদ রাখা কার্যত অসম্ভব। এই কারণে ক্লোরিনের অভাব দেখা দিলে পুল চালু রাখা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু দক্ষিণ কলকাতা নয়, উত্তর কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি ক্লাব ইতিমধ্যেই নোটিশ জারি করে জানিয়েছে যে, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক না থাকায় আপাতত পুল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ক্লাবের এক সদস্য জানান, বিকল্প রাসায়নিক ব্যবহার করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কাঙ্ক্ষিত ফল মেলেনি। এদিকে, সাধারণ সাঁতারুদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। বালিগঞ্জের এক নিয়মিত সাঁতারু জানান, তিনি পুল ব্যবহার করতে গিয়ে জানতে পারেন যে ' সালফেট' নামের একটি উপাদানের অভাবে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে এই উপাদান সম্পর্কে অধিকাংশ সাধারণ মানুষেরই স্পষ্ট ধারণা নেই, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

ভোটার তালিকা ঘিরে বিতর্ক, সিইও দপ্তরের সামনে এসউসিআই-র বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্কের জেরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতার কেঃদ্রীয় প্রশাসনিক এলাকা। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া এবং ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ তুলে বুধবার এসইসিআই এর ডাকা বিক্ষোভে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সিইও দপ্তরের সামনে এলাকা। এদিন সকাল থেকেই স্ট্র্যান্ড রোড ও হেয়ার স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়। সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কায় আগেভাগেই ব্যারিকেড বসানো হয়েছিল। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এসইসিআই এর মিছিল ওই এলাকায় পৌঁছতেই উত্তেজনা চরমে ওঠে। বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় তুমুল বচসা ও ধস্তাধস্তি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কড়া অবস্থান নেয় এবং এলাকায় জারি করা হয় ১৬৩ ধারা। এর জেরে স্ট্র্যান্ড রোডের একাংশ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। হাওড়াগামী একাধিক বাস দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে থাকে, চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। এসইসিআই নেতৃত্বের অভিযোগ, বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ছে, আবার ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই অনিয়মের প্রতিবাদেই তাঁদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত দু'দিন ধরেই নির্বাচন কমিশন-এর সিইও দপ্তর চত্বর রাজনৈতিক উত্তেজনার কেঃদ্রবিঃদু হয়ে উঠেছে। আগের দিন বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই সঙ্গে তৃণমূলপন্থী বিএলও-দের বিক্ষোভও রাতভর চলে। তখন ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল।এরই মধ্যে নতুন করে বিতর্ক উসকে দেয় একটি অভিযোগ। এক ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ ' সিক্স' নিয়ে সিইও দপ্তরে ঢোকার চেষ্টা করেন বলে দাবি ওঠে। তৃণমূলপন্থী কর্মীরা তাঁকে আটক করেন। যদিও কমিশনের তরফে জানানো হয়, যে কোনও নাগরিক তাঁর দাবি বা আবেদন নিয়ে দপ্তরে আসতেই পারেন। তবুও ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়। পরে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়। বুধবার এসইসিআই এর বিক্ষোভ সেই উত্তেজনাকেই আরও উসকে দেয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেও বেশ কিছু সময় এলাকা অশান্ত থাকে।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ, হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জ রোড অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাসনাবাদ, ১ এপ্রিল ঃ হাসনাবাদ ব্লকের ৩০ নম্বর বুথ এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে ১৪২ জনের নাম বাদ পড়ায় চরম ক্ষোভ ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জ রোডের ইটভাটা মোড় এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তারা একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর, BLO, ERO এবং বিডিও অফিসে যোগাযোগ করেও কোনও সদুত্তর পাননি। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ভোটাররা শেষপর্যন্ত রাস্তায় নেমে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় এলাকায় সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর ঘটনাস্থলে আসে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলার পর অবরোধ উঠে যায়।

ভোটের মুখে তারকা প্রাথীর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসকদলের এক তারকা প্রার্থীকে ঘিরে নতুন বিতর্ক সামনে এল। সোহম চক্রবর্তী-র বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন এক ব্যক্তি। আগামী সপ্তাহে কলকাতা হাই কোর্ট-এর বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। মামলাকারী শাহিদ ইমামের অভিযোগ, একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালে সোহমের সঙ্গে তাঁর আর্থিক চুক্তি হয়েছিল। সেই অনুযায়ী প্রায় এক কোটি টাকার চুক্তির অংশ হিসেবে অভিনেতাকে ৬৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ছবিটি আর তৈরি হয়নি এবং সেই অর্থও সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁর। বহুবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও টাকা ফেরত না পেয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। শাহিদ ইমাম জানিয়েছেন, তিনি অতীতে তৃণমূলের যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০২২ সালে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে কিছুদিন কারাবাসও করেন তিনি। জামিনে মুক্তির পর ফের সোহমের কাছে টাকা দাবি করেন। অভিযোগ, সেই দাবি মেটানো হয়নি, বরং তাঁকে হুমকির মুখেও প।তে হয়েছে। এর আগে এই বিষয়টি আদালতের নির্দেশে আরবিট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কোনও সমাধান না হওয়ায় পুনরায় আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন মামলাকারী। বর্তমানে আর্থিক প্রতারণা-সহ একাধিক ধারায় নতুন করে মামলা দায়ের হয়েছে। উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে এ বার নদিয়ার করিমপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বঃদ্বিতা করছেন সোহম চক্রবর্তী। এর আগে তিনি চণ্ডীপুরের বিধায়ক ছিলেন। ভোটের ঠিক আগে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিরোধী শিবির ইতিমধ্যেই আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে। করিমপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সমরে ঃদ্রনাথ ঘোষ ক।া ভাষায় বলেন, ' দলের কর্মী ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে মিলে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি করতে পারেন, করিমপুর থেকে তিনি বিধাযক নির্বাচিত হলে এখানকার মানুষের কী দুর্দশা হবে, সেটা প্রত্যেকে অনুমান করতে পারছেন। আমার বিশ্বাস, আর্থিক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির দাযে .অভিযুক্ত একজনকে এখানকার মানুষ একটি ভোটও দেবেন না।'' অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে করিমপুর ২ ব্লক সভাপতি সৌমেন বিশ্বাস বলেন, ' সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ষ।যন্ত্র। ভোটের আগে প্রার্থীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই পুরনো ঘটনা খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে।''

রাজ্যের দুর্নীতি পরায়ন সরকারকে পরাস্ত করার অনুরোধ কংগ্রেসের প্রার্থীর

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ১ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণার পরপরই ১৭৬ নং উলুবেড়িয়া পূর্বকেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী আলম দেহয়ান এর সমর্থনে উলুবেড়িয়া লকগেট বাজার থেকে শহর পরিক্রমা করে কংগ্রেসের প্রচার অভিযান ও নাগরিকদের কাছে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে রাজ্যের দুর্নীতি পরায়ন সরকারকে পরাস্ত করার অনুরোধ করেন উলুবেড়িয়া পূর্বের জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী আলম দাইয়ান।

প্রার্থী তালিকা ঘিরে কংগ্রেসে বিস্ফোরণ, বিধান ভবনে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই অশান্তির আগুন জ্বলছিল, বুধবার তা কার্যত বিস্ফোরণের রূপ নিল। জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রদেশ দপ্তর ও বিধান ভবন চত্বর পরিণত হল উত্তপ্ত সংঘর্ষের মঞ্চে। প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ কর্মীদের বিক্ষোভ ক্রমে হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি এমনকি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয. এদিন। বিক্ষোভের কেন্দ্রবিনন্দুতে ছিল ' প্রার্থী' ইস্যু। ক্ষুব্ধ কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, দলীয় নেতৃত্ব স্থানীয় কর্মীদের উপেক্ষা করে বাইরে থেকে প্রার্থী চাপিযে দিয়েছে। এর প্রতিবাদেই বিধান ভবনের সামনে শুরু হয় বিক্ষোভ, যা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হন এক কর্মী, যাঁর মাথা ফেটে যায় রডের আঘাতে। পাশাপাশি মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগও ওঠে, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। ধস্তাধস্তির জেরে এক মহিলা কর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়েন বলেও জানা গেছে। এই অশান্তির জন্য যুব কংগ্রেস নেতা কাশিফ রেজা-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষুব্ধদের একাংশ। অভিযোগ, তাঁর মদতেই বহিরাগতদের এনে হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, বালিগঞ্জ কেন্দ্রের টিকিট প্রত্যাশী জাহিদ হোসেন প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন। উল্লেখ্য, ওই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে সোমেন মিত্রের ছেলে রোহন মিত্র-কে, যা নিয়ে অসন্তোষ আরও তীব্র হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় বসে পড়ে স্লোগান দিতে থাকেন এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান। ' হামলা চালিয়েছে, তাঁদের গ্রেফতার করুন', এই দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। এন্টালি থানার পুলিশের ভূমিকাতেও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। এদিনের ঘটনাই প্রমাণ করে, প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল চরমে পৌঁছেছে। রবিবার দীর্ঘ টালবাহানার পর রাজ্যের ২৮৪টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে কংগ্রেস। আর সোমবার থেকেই বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে চলে আসে দলের গোষ্ঠীকোন্দল। আমতা, বাগনান, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, উলুবেড়িয়া পূর্ব সহ একাধিক আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের চারবারের বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস রাজনীতিবিদ অসিত মিত্রও এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও মন্তেশ্বর, বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর ও খণ্ডঘোষ আসনে প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষের কারণে পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি মূল গেটের তালা ভেঙে নতুন তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে একই ইস্যুতে ফালাকাটায় বিক্ষোভ-সব মিলিয়ে রাজ্য জুড়ে কংগ্রেসের অন্দরে অশান্তির আগুন এখন স্পষ্ট। নির্বাচনের মুখে এই পরিস্থিতি দলীয় সংগঠনের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

শ্রী সৌমিত্র মজুমদার দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন

কলকাতা, ১লা এপ্রিলঃ শ্রী সৌমিত্র মজুমদার ১লা এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে, শ্রী মজুমদার এই রেলেরই অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শ্রী সৌমিত্র মজুমদার ১৯৮৯ সালের ব্যাচের 'ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ট্রাফিক সার্ভিস'-এর একজন আধিকারিক।তিনি রেলওয়ের বিভিন্ন পদে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেছেন যেমন-পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার ও চিফ ট্রাফিক প্ল্যানিং ম্যানেজার। এছাড়াও, তিনি পূর্ব রেল এবং দক্ষিণ পূর্ব রেল-উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময় ধরে 'চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার' (মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। নিয়মিতভাবে কোনো আধিকারিক এই পদে নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মহাব্যবস্থাপকের এই পদের দায়িত্ব সামলাবেন।রেল পরিচালনার কাজকর্ম ও বাণিজ্যিক বিষয়াবলি, পাশাপাশি রেলওয়ের জনসংযোগ ও গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শ্রী মজুমদারের রয়েছে গভীর জ্ঞান এবং সুদীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতা। খেলাধুলা, সঙ্গীত, ভ্রমণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ রয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর অদম্য উসাহ ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি 'পূর্ব রেল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন' -এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

উত্তরপাড়ায় নির্বাচনী হিংসা,জখম সিপিএমের দুই কর্মী,থানার সামনে বিক্ষোভ

্যউত্তরপাড়া, ১ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী প্রচারের আবহে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তরপাড়া। সিপিএম প্রার্থীর কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে দুই দলীয় কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ ঘিরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরপাড়ার শাস্ত্রীনগর এলাকায় দলের প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-এর নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচি ছিল। অভিযোগ, সেই কর্মসূচি শেষে বাড়ি ফেরার সময় সঞ্জীব দাস ও তাঁর পুত্র সুশীল দাসকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। আক্রান্তরা কোনওরকমে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় নিলেও সেখানেও রেহাই মেলেনি বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে লোহার রড, বাঁশ ও লোহার চেইন দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এমনকি বন্দুকের বাট দিয়ে সুশীল দাসের মাথায় আঘাত করা হয় বলেও দাবি। ঘটনায় দুজনই গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান, পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছন প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার রাতেই কানাইপুর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, ঘটনা কী সেটা পুলিশ বলবে। আমাদের দুই কর্মী আক্রান্ত হয়েছে। কর্মীর মায়ের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন চলছে। পুলিশ নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করছে। এতক্ষণ সময় লাগছে গ্রেপ্তার করতে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে নির্বাচন ঘিরে ক্রমবর্ধমান হিংসার আবহে এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে এলাকায়।

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন শতাধিক কর্মী সমর্থক

১ এপ্রিল ঃ কিছুদিন আগেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ছিলেন শতাধিক যুব কর্মী। এবার হাওড়ার বালিতে ভাঙন কংগ্রেসে। 'হাত' ছেড়ে 'ঘাসফুল' শিবিরে যোগ দিলেন প্রায় শতাধিক কর্মী। কার্যত এবার কংগ্রেস শিবিরে থাবা বসাল তৃণমূল। দলের জেলা সদরের চেয়ারম্যান অরূপ রায় এদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন। দলের সদর যুব সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগেই কংগ্রেস ছো বুধবার তৃণমূলে যোগ দেন শতাধিক ওই কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক। এদিন বালির বাদামতলায় দলের নির্বাচনী কার্য্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই যোগদান পর্ব সম্পন্ন হয়। কংগ্রেস ছেড়ে আসা তৃণমূলে যোগদানকারী কর্মীদের স্পষ্ট দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। অরূপ রায়ের বক্তব্য, মানুষ বুঝতে পারছেন একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই মানুষের পাশে থেকে কাজ করে। তাই উন্নয়নের শরিক হতে দলে দলে মানুষ এগিয়ে আসছেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাও।া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি ও বালির দলীয় প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র, বালি কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল নেতা ভাস্কর গোপাল চট্টোপাধ্যায়, বালির যুব তৃণমূলের সভাপতি সুরজি চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, এদিনই বাদামতলায় বালি কেন্দ্র তৃণমূলের নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন অরূপ রায়। সেখানেই কংগ্রেস থেকে আসা নেতা-কর্মীদের তৃণমূলে যোগদান করানো হয়।

ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে জোর, ত্রিস্তরীয় প্রচার কৌশলে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের মুখে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আরও মজবুত করতে রাজ্যজুড়ে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করল রাজ্যের শাসক দল অর্থাৎ তৃণমূল-কংগ্রেস। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে তিন দফায় বাড়ি বাড়ি পৌঁছে জনসংযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে শাসকদল। সম্প্রতি ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত এক কর্মিসভা থেকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে এই বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট করে জানান,একবার নয়-প্রতিটি ভোটারের কাছে অন্তত তিনবার পৌঁছতে হবে। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তরীয় জনসংযোগ কর্মসূচি সাজানো হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় প্রায় ১০০ জন সদস্য নিয়ে গড়ে তোলা হবে বিশেষ টিম। ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে ধাপে ধাপে ভোটারদের বাড়িতে যাবেন। প্রথমে ছাত্র সংগঠন, পরে যুব এবং সবশেষে মহিলা কর্মীরা জনসংযোগে নামবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন বিধানসভাভিত্তিক পর্যবেক্ষকরাও। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র প্রচার নয়, বরং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প-যেমন কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী ও কর্মশ্রীর সুবিধা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছেছে কি না, তা খতিয়ে দেখবেন কর্মীরা। পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে কোনও সমস্যা বা অসন্তোষ থাকলে তা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হবে। গুরুতর বিষয়গুলি রাজ্য নেতৃত্বের নজরে আনা হবে বলেও জানা গিয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ব্লকভিত্তিক এবং শহরে ওয়ার্ডভিত্তিক এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় এই জনসংযোগ অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে, শীঘ্রই কলকাতাতেও তা পূর্ণমাত্রায় চালু হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করা এবং ভোটারদের সঙ্গে নিবি। সম্পর্ক বজায় রাখতেই এই কৌশল নিয়েছে দল। এখন দেখার, এই ত্রিস্তরীয় প্রচার পরিকল্পনা ভোটের ময়দানে কতটা প্রভাব ফেলে।

ভোট প্রচারে টাকিতে বাবুল সুপ্রিয়,তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত

সৌরভ দাশ,টাকী, ১ এপ্রিলল ঃ আপনারা নিশ্চয়ই চান না গুজরাট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ চালিত হোক।পশ্চিমবঙ্গে কোনো মুখ নেই বিজেপির বললেন বাবুল।১২ বছর কেন্দ্রে কোনো বাঙালী ক্যাবিনেট মিনিস্টার করেনি তারই প্রতিবাদ করেছিলাম বলেন বাবুল।তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত কে বিকশিত ভারত হিসাবে দেখতে চান গনতান্ত্রিক দেশে আগামী কুড়ি বছর পরের কথা কিভাবে বলেন সে নিয়েও কটাক্ষ করেন বাবুল। বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সুরজি মিত্র এর সমর্থনে বুধবার টাকি পৌর সাংস্কৃতিক মঞ্চে এক নির্বাচনী প্রচার সভায় উপস্থিত হন বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল সুপ্রিয় ও সুরজি মিত্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিনের বিদয়ী বিধায়ক ডা সুপ্তর্ষি ব্যানার্জী ও প্রাক্তন বিধায়ক ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। এদিনের সভা থেকে বৈধ ভোটার দের নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে সুর চ।ান বাবুল। যাদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে তারা যদি ভোট না দিতে পারে তাহলে তাদের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। যদিও আমরা চাইনা কোথাও অশান্তি হোক তারপরেও বলছি যারা প্রকৃত ভোটার তারা যদি ভোট না দিতে পারে তাহলে তাদের রাগ হবে এবং দাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাটাই স্বাভাবিক। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে বাবুল বলেন-পিকচার রেডি হযে.গেছে , কিন্তু পিকচার আভি থোরাসা বাকি হে মেরে দোস্ত, ২৩ ও ২৯ তারিখে পিকচার রিলিজ হয়ে যাবে । চতুর্থ বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায.আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন । সুরজি মিত্রর জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত বাবুল তাকে মিস্টি ও ফুলে অভিনন্দিত করেন। কর্মী সমর্থকদের আবদার না ফেরাতে পেরে তার গানের মধ্য দিয়েই সভা সমাপ্ত করে বাবুল সুপ্রীয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ চৈত্র, ১৪৩২

শিবপুরের শিবচন্দ্র

ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে ১৮৫১সালের নভেম্বর মাস,ভারত তথা বাংলার প্রথম টেলিগ্রাফ লাইনের উদ্বোধন হবে। ডায়মন্ডহারবারে অপেক্ষা করছেন বঙ্গসন্তান শিবচন্দ্র, আর এক প্রান্তে শহর কলকাতার গভর্ণমেন্ট হাউসে উদগ্রীব বড়লাট লর্ড ডালহৌসি সঙ্গে উইলিয়াম সাউগন্যাসি। ডায়মন্ডহারবার থেকে প্রথম সঙ্কেত পাঠালেন শিবচন্দ্র নন্দী,সেই শুরু টেলিগ্রাফের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। তবে শিব চন্দ্র নন্দীকে এতবড় মাপের কাজ করতে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। টেলিগ্রাফের তার পাতার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্টিমার কোম্পানিগুলোকে বলা হয়,কিন্তু তারা অসম্মত হয় চড়া দর হাঁকে। তাতে কী যায় আসে। টেলিগ্রাফ জায়েন্ট শিবচন্দ্রের। জেলেদের মাছ ধরা ডিঙি নৌকা দিয়ে জলের নিচে সাত মাইল লম্বা তার তৈরি করে ফেললেন। বাঙালির যন্ত্রচর্চা,সাহসিকতা ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এক নাম শিবচন্দ্র নন্দী। শিবপুরের মধ্যবিত্ত বাঙালি শিবচন্দ্র, কেবল ডায়মন্ড হারবার-কলকাতা নয় বরাকর থেকে এলাহাবাদ,কাশী,এমন কি কলকাতা থেকে ঢাকাতে টেলিগ্রাফ লাইন বসিয়েছিলেন। বাঙালির সাহসিকতা ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে খুব বড় একটি নাম শিবচন্দ্র নন্দী। নিতান্ত গরিব ঘরের সন্তান,বাইশ বছর বয়সে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার টাঁকশালে। কারিগরী বিদ্যার দিকে প্রথম থেকে ঝোঁক, তাকে সহকারি করে নিয়েছিলেন ডক্টর সাউগন্যাসি সাহেবেব মনের মত শিষ্য পেয়ে গুরু-শিষ্য মিন্টের ল্যাবরেটরিতে বসে টেলিগ্রাফ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। সাহেব শিষ্যকে বানিয়ে দিলেন টেলিগ্রাফম্যান,আদপে তিনি ছিলেন মিন্টম্যান। নিঃশব্দে তাঁর জীবন থেকে মুছে গেল টাঁকশালের অধ্যায়। লন্ডন থেকে টেলিগ্রাফ লাইনের অ্যাপ্রুভাল এসেছিল। লর্ড ডালহৌসি ডেকে পাঠালেন টেলিগ্রাফ পাগল সাউগন্যাসিকে। তিনি আবার তাঁর সহকারি টেলিগ্রাফ এক্সপার্ট বাঙালি ছোকরাকে নিয়ে হাজির হলেন। ঠিক হল প্রথমে তৈরি হবে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার টেলিগ্রাফ লাইন তৈরি হবে। সাউগন্যাসি সহকারি শিবচন্দ্রকে নিয়ে ১৮৫০সালের ৫নভেম্বর মনের স্ফূর্তিতে কাজ শুরু করলেন। ডায়মন্ডহারবারের রাস্তার দু'পাশ তখন ঘন বন। তবে ওসব দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই,লোকজন নিয়ে শিবু একটার পর একটা পোস্ট বসান। অবশ্য স্থানীয় লোকজন খুব ভাল চোখে ব্যাপারটা দেখল না। স্থানীয় লোকের বক্তব্য এত বড় খুঁটি পুঁতবে ধানের ক্ষেত গর্ত করে। মেনে নেওয়া যায় না। অতএব পরের দিন শিবু কাজে গিয়ে দেখলেন অনেক খুঁটি রাতের আঁধারে উপড়ে নিয়ে গিয়েছে লোকে। কখনও তালগাছের গুঁড়ি অথবা সেগুন কাঠের পোস্ট বেপাত্তা হয়। শিবু আবার নতুন খুঁটি বসায়। এভাবেই নিজের লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। ডায়মন্ডহারবার থেকে শিবচন্দ্র প্রথম সঙ্কেত পাঠালেন। ভারতে টেলিগ্রাফের ইতিহাসে অমর হয়ে গেলেন শিবচন্দ্র নন্দী। তাঁর প্রতি কলকাতার একমাত্র শ্রদ্ধার্ঘ্য; বড়বাজারের কাছে ছোট্ট একটি গলি যার নাম 'শিব নন্দীর লেন'। বড় কম মনে হয় আমাদের!

রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন

শিশুসাহিত্যিক। বাংলার এক অমূল্য সম্পদ হলো রূপকথা ,এবং এই রূপকথাকেই নিজস্ব ভাষার দক্ষতায় যিনি ভাষা কারুকার্যে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন যে মানুষটি সেই মানুষটির আর একটি বিশেষ দিক হল যে তিনি দারুশিল্প অর্থাৎ কাঠের কাজেও অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন ,নিজেও অসাধারণ আঁকতেন এবং যেকারণে তার লেখা প্রতিটি বইয়ের ছবি এবং প্রচ্ছদগুলি তিনি নিজেই অঙ্কন করতেন। আজ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল অবিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার উলাইল এলাকার কর্ণপাড়া গ্রামে অভিজাত মিত্র মজুমদার পরিবারে। তার বাবার নাম ছিল রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং মা ছিলেন কুসুমময়ী দেবী। প্রথমে মা কুসুমময়ী এবং পরে পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর কাছে রূপকথার আনন্দের জগতের সন্ধান পান, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার জগন্নাথ কলেজিয়েট স্কুলে এবং এরপর তিনি সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং এইসময়েই তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয় ,এরপর ২১ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে দক্ষিণারঞ্জন তার বাবার সঙ্গে পাঁচ বছর মুর্শিদাবাদে অতিবাহিত করেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর হাইস্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং কৃষ্ণনাথ কলেজে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন , ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তার বাবা রমদারঞ্জনের মৃত্যুর ফলে দক্ষিণারঞ্জন টাঙ্গাইলে তার পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর কাছে চলে যান। মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে দক্ষিণারঞ্জন সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা,প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকাতে তার প্রবন্ধাবলি প্রকাশ করেন এবং পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে ময়মনসিংহে বসবাসের সময় তিনি গ্রাম্য প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে রূপকথার প্রায় হারিয়ে যাওয়া সম্পদকে নতুন করে আবিস্কার করেন, গীতিকথা, ব্রতকথা, রূপকথা ও রসকথার এই চার ভাগে তিনি কাহিনী গুলিকে বিন্যস্ত করেন,১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং স্বদেশী যুগে পিসিমার অর্থ সাহায্যে তিনি একটি প্রেস খোলেন। এছাড়াও তিনি প্রদীপ, প্রকৃতি ,ভারতী, সারথি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি পত্রিকায় লেখালিখি করেছেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ভট্টাচার্য এন্ড সন্স থেকে ঠাকুরমার ঝুলি প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা তার কথা শুনে ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা রচনা করেন। শিশু ও কিশোরদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে তিনি অজস্র কবিতা ও গল্প রচনা করেছিলেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত তোষণী পত্রিকায় চারু ও হারু নামক কিশোর উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

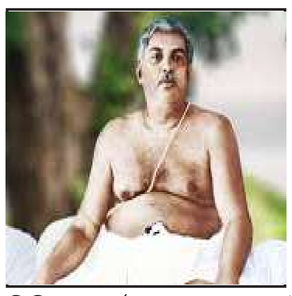

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে। বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি সংগ্রহ করতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

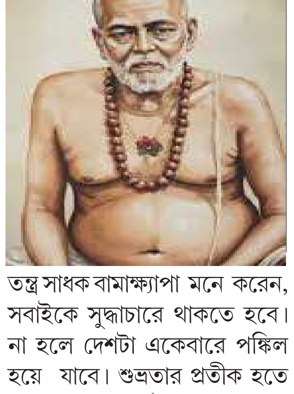

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞান শক্তি হিসাবে কাজ করে। তন্ত্র সাধনাও শক্তি হিসাবে অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে গান্ধি- দর্শনের সঙ্গে বিপ্লবী দর্শনের সংঘাত তীব্রতর হতে থাকে

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং অহিংসা আন্দোলন যেমন প্রসার লাভ করেছিল ঠিক তেমনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকালে দেখতে পাওয়া যায় গুপ্ত সমিতির বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। বিপ্লবী আন্দোলন তেমনভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গুপ্ত সমিতির বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সজাগ ছিল না। তার ফলে বারবার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হতে থাকে। বিপ্লবী অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শুরু করে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর বিপ্লবী সংগ্রামে সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেনি। এমনকী চট্টগ্রামে মাস্টারদা সুর্য সেনের সেনা অভিযানেও সাধারণ মানুষ অংশ নেয়নি। তার ফলে এই সব বিপ্লবী সংগ্রাম ব্যর্থ হতে দেখা যায়। এই সময়ে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সকলের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলন শুরু করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে সঙ্গে আপোষ রেখে ভারত স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গান্ধিজির এই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়াকে বিপ্লবী সদস্যরা মনে প্রাণে গ্রহণ করে করেনি। তার ফলে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন বিশ্বাসী রাসবিহারী বোস জাপানে গিয়ে ইণ্ডিয়ান আর্মি লিগ গঠন করে এবং পরে সুভাষ চন্দ্র বোস অংশ গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ বাহিনী নামকরণ করে জাপানের সহযোগিতা নিয়ে ভারত আক্রমণ করে। গান্ধিজির দর্শনের সঙ্গে বিপ্লবী দর্শনের সংঘাত শুরু থেকে লেগে ছিল। তা কোনও দিনই মিলমিশ হয়নি।)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যখন জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গান্ধিজির নেতৃত্বে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। তিনি তখন কংগ্রেসকে তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে সেখান থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার জন্য তিনি তৎকালীন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, গুজরাতের বল্লভভাই প্যাটেল, লালা রাজপত রায় থেকে শুরু করে বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। এবং এই সব নেতাদেরকে কংগ্রেস দলের নিয়ে এসে সেখান থেকে তাঁর অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়ে ছিলেন গান্ধিজি। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলন বা সশস্ত্র সংগ্রাম করে কোনও সময়ে স্বাধীনতা আনা একেবারে অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আসবে। সেই কারণে তিনি কংগ্রেসের সদস্যদের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে আবেদন করেন। শহিদ গোপীনাথ সাহা এবং শহিদ ভগৎ সিংয়ের ব্যাপারে গান্ধিজি একেবারে উগ্র মেজাজ দেখিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে যাঁরা হিংসার মধ্যে দিয়ে স্বদেশি আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা লাভেদ দিনক্ষণকে ক্রমশ পিছিয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছেন। ইংরেজ শাসকেরা বলশালী। তাদের কাছে শক্তি প্রয়োগ করলে তারাও পাল্টা শক্তি প্রয়োগ হতে থাকবে।

তার ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে লড়াই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করা একেবারে অসম্ভব হবে। গান্ধিজি যখন কংগ্রেস দলের অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখন তিনি দুইজন বলিষ্ঠ কংগ্রেসী নেতারকে পেয়েছিলন। একজন হচ্ছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহগু এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন সুভাষ চন্দ্র বোস। প্রথম জন পুরোপুরি গান্ধিজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরু এবং জওহরলালের মা স্বরূপরানি গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছন। জওহরলালের স্ত্রী কমলা নেহরু খদ্দর পরতে শুরু করেছেন এবং নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে থাকেন। যার ফলে মতিলালের পরিবারের সদস্যরা বলতে গেলে সেই সময়ে গান্ধিজির পথ ধরে জীবন ধারন করা শুরু করেছিল। কিন্তু বিপরীত দিকে দেখতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সুভাষ চন্দ্র বোস গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চললেও তিনি কিন্তু একেবারে পুরোপুরি অহিংসা বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপরে বিশ্বাস অর্জন করতে পারছেন না। তিনি গোপীনাথ সাহা থেকে শুরু করে সেই সময়ে যেসব বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে নৈতিক সমর্থন দিতে শুরু করেন। এর ফলে গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। জওহরলালের দর্শনের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্র বোস কোনও সময়ে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেননি। এমনকী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও তাঁর মত পার্থক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গান্ধিজি,জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস এই তিন অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জটিল রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই রচিত হয়েছে সেই বইটির নাম হচ্ছে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষ চন্দ্র এবং জওহরলাল'। লেখক গিরিশ চন্দ্র মাইতি। প্রকাশক শিরোপা। এই বিষয়ে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই ইংরজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই বইটির লেখক ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বইটির নাম হচ্ছে 'রাইভালরি দ্যাট কস্ট অব ইণ্ডিয়া' (জওহরলাল নেহরু, সুভাষ বোস এবং কংগ্রেস পলিটিকস ১৯২১-১৯৪১) । প্রকাশক ঃ এইচপি হ্যামিলটন লিমিটেড, ইংল্যাণ্ড। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে খুবই বিতর্কিত বিষয় ইটি। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই তিন নেতা সম্পর্কে আরও বেশি করে বিতর্কিত আলোচনা ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। লেখক গিরিশচন্দ্র মাইতি প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই লিখেছেন,'' গান্ধির নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হলেও তিনি গান্ধির মোহে আচ্ছন্ন হননি। পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে অহিংসার অপরিহার্যতা বিষয়ে গান্ধিরি বিশ্বাস এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারনা সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই নিঃসশয়ে মেনে নিতে পারেননি।'' এই কয়েকটি কথা বলার মধ্যে দিয়ে লেখক প্রায় সব সত্যই প্রকাশ করে দিলেন। গান্ধিজির আন্দোলন সম্পর্কে একটি দোদুল্যমান মানসিকতা বহণ করে চলছিলেন সুভাষ সেটা পরিস্কার হয়ে যায়। সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে ১৯২১ সালের ১৬ জুলাই গান্ধিজির সঙ্গে মুম্বইতে গিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র। সেই সময়ে গান্ধিজির সঙ্গে কথা বলে সুভাষ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে গান্ধিজি স্বয়ং নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে। তবে গান্ধিজির আন্দোলন যে জাতীয় গণজাগরণ নিয়ে এসেছিল সেটাকে সুভাষ চন্দ্র কোনও সময়ে অস্বীকার করেননি। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে সুভাষ তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি গান্ধিজির সম্পর্কে উল্লেখ করে লিকেছিলেন, '' গান্ধি ইজ এ ম্যান অব টাইম'। এই সময়ে গান্ধিজিকে খুবই প্রয়োজন। কেম্ব্রিজ থেকে শরৎ বোসকে সুভাষ লিখছেন, '' একটি সরকারের পতন ঘটানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল তা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। টলস্টয়ের মতবাদ বা গান্ধির উপদেশ বল আমি একথা বলছি না, বলছি এই কারণে যে এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে বলে।'' সুভাষ চন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরে কংগ্রেসের প্রবেশ করে অসহযাগ আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধিজির সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্রের মোহ কাটতে শুরু করে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার পরই গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তখন সুভাষ চন্দ্রের মনে হয়েছিল যে ''জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পৌছতে চলেছে ঠিক তখনই পশ্চাদপররণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় থেকে কম কিছু নয়।'' ঠিক এই সময় থেকেই গান্ধির ওপরে সন্দিহান হতে শুরু করে দিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। উল্টো দিকে জওহরলাল নেহরু গান্ধিজির পরম ভক্ত ছিলেন।

'এত ভোট বঙ্গে তবু রঙ্গে ভরা' বঙ্গ সফরে বাংলার চালচিত্র

অশোক মজুমদার

ইস্টদেবতাকে স্মরণ করে বাসুদেব চিত্রকর কাগজের ভাঁজ খুলে তার চিত্রকলা কপালে ঠেকিয়ে পাঁচালির মত করে পড়তে শুরু করলেন।ভোট রঙ্গের যাত্রাপথে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সফরে ২৬ শে মার্চ বাঁকুড়া পৌঁছেছি। ২৭শে মার্চ কোনো মিটিং না থাকায় ভাবলাম ভরতপুর ঘুরে আসি। গ্রামটার কথা আমি বহুজনের কাছে শুনেছি। আজ কাছে সময় সুযোগ দুটোই রয়েছে। পৌঁছে দেখলাম শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ছাতনা ব্লকের এই গ্রামটায় ঘর মাত্র কুড়িটা। তাতে সত্তরজন আদিবাসীর বাস। তাদের সবার নামের সঙ্গে একটাই পদবী চিত্রকর। এ গ্রামে সবাই এরা শিল্পী। কাগজ ও কাপড়ের উপর তুলি দিয়ে ন্যাচারাল রঙে পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনী ফুটিয়ে তোলাই এদের একমাত্র কাজ।

চারপাশে সবুজ প্রকৃতি থেকে পাওয়া বিভিন্ন ফলের বীজ, পাতা, ফুলের পাপড়ি বেটে তারসঙ্গে বাবলা, শিরীষ আঠা মিশিয়ে ওরা রং বানায়। সেই রঙে ফুটে ওঠে যমের শাস্তি, কৃষ্ণলীলা, মারাংবুরুর জন্মবৃত্তান্ত, আদিবাসীদের নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি নানা ধরনের ছবির পরপর সিরিজ। এটাও কাহিনী আঁকা। কিন্তু পটচিত্রের সঙ্গে মিল নেই। এই কাজ কবে কতবছর আগে শুরু হয়েছিল এরা কেউ জানে না। কিন্তু অনিল, গোলাপী, সুমিতা, অষ্টমী, সন্ধ্যারা চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও তারা তাদের শিল্পকলাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ওদের চিত্রকলার নানা কাহিনীর গান গেয়ে ভিক্ষে করে এরা। জীবিকা বলতে মূলত এটাই। জমিজমা একেবারেই নেই। কখনও সখনও রাজমিস্ত্রির কাজ করলেও তা সংসারের হাল ফেরানোর জন্য যথেষ্ট নয়। লক্ষ্মীর ভান্ডার, রেশনের চাল আটাই ভরসা। আর শুশুনিয়া পাহাড় ঘুরতে আসা পর্যটকেরা কেউ কেউ এদিকে এলে কিছু বিক্রিবাটা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই কুড়িটা পরিবারের জন্যই পাহাড়ের কোলে বাড়ি করে দিয়েছেন। সেই মনোরম পরিবেশে বাসও করতে শুরু করেছিল এরা কিন্তু সেখানে প্রবল জলের কষ্ট আর পাহাড়ের হাওয়ায় ছাদের টালি উড়ে গেছে বলে আবার তারা তাদের আগের নিচু নিচু মাটির ঘরেই ফিরে এসেছে। এখন মাত্র দুটো পরিবারই ওখানে থাকে। দেখলাম অর্ধেক বাড়ির চালে টালি নেই। ফাঁক দিয়ে আলো পথ তৈরি করেছে মেঝেতে। এমনি দিন আনি দিন খাই অবস্থা যে ঘরগুলো মেরামতি করবে সেটুকুও সামর্থ্য নেই। জলের জন্য পঞ্চায়েত জেলা পরিষদে বারবার আবেদন করেও কোনো প্রতিকার হয়নি।

ছেলেমেয়েরা সবাই পড়াশোনা করে, স্কুলে যায়। কিন্তু ছবি আঁকাতেও নিয়ম করে হাত পাকায়। সব বাচ্চারাই দেখলাম রং তৈরিতে ও তুলি বোলাতে পটু। বংশ পরম্পরায় তাদের শিল্প পরিচয়টুকু হারাতে দিতে না চাওয়ার অধ্যবসায় আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই গর্বের সঙ্গে তো আজকাল কামার, কুমোর, চাষি, তাঁতী কারোরই ছেলেমেয়েরা জুড়তে চায়না। তাদের পারিবারিক পেশায় আগ্রহ নেই। কিন্ত এরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে লেখা পড়ার পাশাপাশি তাদের পূর্ব পুরুষদের উত্তরাধিকার বহন করতে শেখাচ্ছে। হতদরিদ্রদের কাছে তাদের ইতিহাসকে ধরে রাখার চেষ্টা দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। এদের একটাই আক্ষেপ কেউ যদি ওদের মেলায় বসতে দেয় তাহলে এই ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ভালো খাবারদাবার দিতে পারবে। শিক্ষা দিতে পারবে।

গ্রামে দুটি পুজো হয়, রক্ষাকালী ও মা মনসা। এটাই ওদের বাৎসরিক আনন্দ। ওখানকার বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ বাসুদেব চিত্রকর ও তার স্ত্রী কাজল চিত্রকর তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে পাথর ঘষে ঘষে রং তৈরি করছিলেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ওরা এটার ভিতরেই বেঁচে থাকতে চায়। শুধু একটাই আক্ষেপ, কেউ যদি একটু ওদের একটু মেলায় বসতে দেয় তাহলে আমার পরিচয় শুনে হাতদুটো ধরে বারবার বললেন, বাবা জলকষ্ট খুব। মুখ্যমন্ত্রী যদি একবার জানতে পারেন তাহলে তিনি ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন। একবার শুনেই তিনি যে আমাদের বাড়ি করে দিয়েছেন। ....মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাদের অগাধ আস্থা ভরসা!

কথা দিয়েছি, তাদের সব অসুবিধা ও ইচ্ছা যথাস্থানে পৌঁছে দেবো। খুব ইচ্ছে ছিল কয়েকটা ছবি কেনার, কিন্তু আমার এই ব্যস্ত সিডিউলে কবে বাড়ি ফিরবো তারই নেই ঠিক। এদিক ওদিক যাতায়াতে ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে পরেছে। এবার উঠতে হবে। আমাকে তখন প্রায় গোটা গ্রাম ঘিরে আছে। একটা আইসক্রিমওয়ালা ঘুরছিল। সবাইকে আইসক্রিম দিতে বল লাম। বরফের টুকরোর উপর স্যাকারিন দিয়ে তৈরি। দাম তিন টাকা। মোট বিয়াল্লিশ জনকে আইসক্রিম খাওয়াতে পারলাম। ফেরার পথে বুকের ভিতরে কি যেন একটা বিঁধে আছে মনে হচ্ছিল। কথা দিয়েছি ওদের আবার আসব। সৃষ্টি ও স্রষ্টার এমন বাঁধনকে আরও মজবুত করতে যা করার দরকার সেটা চেষ্টা করবো।

মনের মধ্যে উথালপাতাল ভাবনাদের কাটাকুটি করতে করতে হোটেলে ফিরলাম। ভরতপুর যাবার সময় রাস্তায় রামনবমীর মিছিলে প্রায় একঘণ্টা আটকে ছিলাম। মাইক, বাজনা নিয়ে সে যেন কি একটা হল্লা। বাংলায় এ এক নতুন উৎপাত। সত্যিই রামটা বড্ড জ্বালাচ্ছে। ঢাল করে কিছু হুজুগের দল মানুষকে বিরক্ত করছে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য বাংলার অমর সাহিত্য

কৌশিক দাস

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পরিচয়। যে সকল অসাধারণ প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিকদের হাত ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ এত উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'ভারতচন্দ্র রায়' নামটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। ভারতচন্দ্র রায় তাঁর অসাধারণ লেখনী ও কাব্যপ্রতিভাগুণে হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি এমনই মহান এক কবি, যাঁকে হারিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধ্যাত্বের সূচনা হয়। কিন্তু আমাদের অনেকেই এই নামটি হয়তো আগে কখনোই শুনিনি। কিংবা যারা শুনেছেন, তারাও তার পরিচয় বা লেখনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মালুম নন। আজকের লেখায় বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগের অষ্টাদশ শতকের যুগশ্রেষ্ঠ এই কবির জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে খানিকটা আলোকপাত করা হবে। রামচন্দ্র মুন্সির বাড়িতে থাকাকালীন ১৭৩৭ সনে দেবতা সত্যনারায়ণের পূজা আয়োজন করা হয়। সে উপলক্ষে ভারতচন্দ্র লিখে ফেলেন একটি পাঁচালি। এ পাঁচালি শুনে তো সবাই বেজায় খুশি। হীরা রাম রায় নামে এক ভক্ত তাঁকে খুব করে ধরলেন, সত্যনারায়ণপূজা উপলক্ষ্যে কেবল পাঁচালি লিখলেই হবে না, বরং স্বয়ং সত্যনারায়ণ দেবতাকে নিয়েই একটি সম্পূর্ণ পাঁচালি লিখতে হবে! তাই ভারত চন্দ্র লিখে ফেললেন আরো একটি পাঁচালি। ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষেরা বিত্তবান এবং ক্ষমতাশালী হওয়ায় সমাজে তাঁরা রায় পরিবার নামে সম্মানিত ছিলেন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের রাজা হিসেবে ডাকতেন। তাঁদের রাজপ্রাসাদ চারদিকে জলপূর্ণ গভীর ও প্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে, নরেন্দ্রনারায়ণের কোনো এক আচরণে বর্ধমানের মহারানী (মৃত স্বামীর পদবি/সম্পদ-সংক্রান্ত ব্যাপারে) মনে আঘাত পান। ফলে মহারানী নরেন্দ্রনারায়ণের পেড্রোর রাজপ্রাসাদ বলপূর্বক দখল করেন এবং তাঁকে আর্থিক সংকটে ফেলে দেন। নরেন্দ্রনারায়ণের চার পুত্রের মধ্যে ভারতচন্দ্র কনিষ্ঠ ছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের

জন্ম সাল ১৭১২ বলে মনে করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের এ জন্ম সালটি স্বীকৃত। বর্ধমান রাজাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলাকালে ভারতচন্দ্র পালিয়ে তাজপুরে মামার বাড়িতে চলে যান। এখানেই তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন শুরু করেন এবং সারদা গ্রামের কেশরকুনি আচার্য বংশের এক কন্যাকে বিয়ে করেন। সেসময় সরকারি চাকরিতে উচ্চপদ লাভের জন্য ফারসি ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। এটা লক্ষ করে ভারতচন্দ্র ফারসি শিক্ষার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং হুগলি জেলার পশ্চিম দেবান্দপুর গ্রামের বিখ্যাত ফারসি পন্ডিত কায়স্থ বংশীয় রামচন্দ্র মুন্সির নিকট গমন করেন। সেসময়ের প্রচলিত প্রথা অনুসারে গুরু মহাশয়কে ছাত্রের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে হতো। রামচন্দ্র মুন্সি এতে সম্মত হলে ভারতচন্দ্র অত্যন্ত কঠিন শ্রমে তাঁর কাছে ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ভারতচন্দ্রের প্রথম কাব্য ছিল বিমিশ্র দেবতা সত্যনারায়ণের সম্মানে রচিত একটি পাঁচালি। সত্যনারায়ণকে মনে করা হতো ফকির রূপী বিষ্ণুর অবতার। মুন্সি পরিবার কর্তৃক আয়োজিত সত্যনারায়ণের উৎসব উপলক্ষে এ পাঁচালি রচিত। জনৈক হীরারাম রায়ের অনুরোধে তিনি এ দেবতার ওপর আরও একটি সংক্ষিপ্ত পাঁচালি রচনা করেন। তরুণ বয়সে রচিত এ দুটি রচনার মধ্যে তাঁর কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের তরুণ বয়সের এ রচনার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যন্ত নিখুঁত ও স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষায় ফারসি ও উর্দু শব্দের ব্যবহার। তাঁর পরবর্তী রচনাবলিতে এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দেয়। তিনি সবার কাছে একজন ফারসি পন্ডিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ খ্যাতি নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন।

বর্ধমান মহারাজার নিকট থেকে ভারচন্দ্রের পিতা কিছু জমি ইজারা নিয়েছিলেন। ভারচন্দ্রকে এগুলি দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা এসব জমির রাজস্ব সময়মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে মহারাজা জমি ফেরত নিয়ে যান এবং বর্ধমান কোর্টের ষড়যন্ত্রে ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হন। কারারক্ষীর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় কারারক্ষী তাঁকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে। ভারতচন্দ্র পালিয়ে উড়িষ্যায় যান। উড়িষ্যা সেসময় মহারাষ্ট্রের অধীন ছিল। ভারতচন্দ্র উড়িষ্যার পুরীতে আশ্রয় চেয়ে স্থানীয় শাসকের কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয় এবং তিনি কিছুদিনের জন্য পুরীতে থাকার অনুমতি পান। এমনকি স্থানীয় সরকার তাঁর থাকা-খাওয়ারও ব্যবস্থা করেন। পুরীতে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবদের সঙ্গ লাভ করে কিছুকাল সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করেন।

বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের নিকট খানাকুল গ্রামে কিছুদিন অবস্থান নেন। এ গ্রামে তাঁর ভগ্নিপতি বাস করতেন। তাঁরা তাঁকে সন্ন্যাস জীবন ছেড়ে পারিবারিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। পরে তিনি চন্দননগরে ফরাসি জায়গিরে গমন করেন। এখানে তিনি ফরাসি কোম্পানির দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বন্ধুত্ব লাভ করেন। ইন্দ্রনারায়ণ ভারতচন্দ্রকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনি কিছুদিন ডাচ কোম্পানির দেওয়ান রামেশ্বর মুখার্জির সঙ্গে গোনডাল পাড়ায় বসবাস করেন। ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। মহারাজা কবির পান্ডিত্য ও ব্যবহারে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে ৪০ টাকা মাসোহারা দিয়ে আমত্য বা রাজসভাসদ পদে নিয়োগ দেন। মহারাজা তাঁকে 'গুণাকর' অর্থাৎ 'সকল গুণের আধার' উপাধিতে সম্মানিত করেন। কবি প্রায়ই তাঁকে কবিতা শুনিয়ে আনন্দ দিতেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন, যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কাব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র খুই খুশি হন।

কাঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে বর্তমান রাজ্যপাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

''উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটিতে অবস্থিত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পবিত্র জন্মস্থান পরিদর্শন করেছি;যেখানে মা দুর্গার প্রেরণায় তিনি আমাদের জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্' রচনা করেছিলেন। ঋষির চরণে প্রণতি জানিয়ে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছি। 'বন্দে মাতরম্'-এর অন্তর্নিহিত শক্তি

আমাদের সকলকে উদ্দীপ্ত করুক, যাতে আমরা তাঁর স্বপ্নের বাংলা গঠনে আত্মনিয়োগ করতে পারি।''

'' Visited the holy place the birthplace of Rishi Bankim Chandra Chatto padhyay and the place where Maa Durga inspired him to compose our National Song Vande Mataram at Naihati– North 24 Parganas. Touched the feet of the Rishi and paid heartfelt tribute to him. Let the energy inherent in Vande Matram energise us to build the Bengal of his dream."

বাংলার নবজাগণ সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছিল সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল। তিনি সেই কারণে এখন বাংলা ঐতিহ্যবাহী সদনগুলি পরিদর্শন করে চলেছেন। বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নন, তিনি একধারে সাহিত্য সম্রাট এবং স্বদেশি প্রেমিক। তিনি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত রচনা করে সারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে তাকে মন্ত্র করে দেন। কংগ্রেস থেকে শুরু করে সেই সময়ে গুপ্ত সমিতির সদস্যরাই 'বন্দেমাতরম'কে স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার করে নেয়। মুখে 'বন্দেমাতরম' এববং হাতে অস্ত্র ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম। সেই কারণে এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার বন্দেমাতরম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে। ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

মোদী-মমতা আপন ভাই-বোন , মুর্শিদাবাদের জনসভায় তীব্র আক্রমণ মিম প্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ এপ্রিল ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভা এলাকার ডুবতলা মাঠে একটি নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করলেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে আসাদউদ্দিনের বক্তব্য শোনার জন্য আজ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ ডুবতলা মাঠে জড়ো হয়েছিলেন।

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি', মিমের সঙ্গে জোট করে রাজ্যে প্রায় ১৮৯ টি আসনে লড়াই করছে। বুধবার রাজনৈতিক জনসভা শুরু হওয়ার আগে মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে পাগড়ি পরিয়ে সম্মান জানান হুমায়ুন কবীর। অন্যদিকে হুমায়ুন কবীরের মাথাতেও আজ পাগড়ি পড়িয়ে দেন আসাদুদ্দিন। মিম প্রধান এবং হুমায়ুন কবীর, দু'জনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনের আগে প্রায় কুড়িটি যৌথ জনসভা করবেন বলে জানা গেছে। বুধবার মুর্শিদাবাদের নওদার মাঠে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিম প্রধান প্রথম থেকেই বিজেপি এবং তৃণমূল দলকে পাশাপাশি বসিয়ে আক্রমণ করেন। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিজের আপন ভাই মনে করেন বলে আজ দাবি করেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলেন, ভারতের রাজনীতির বিশেষত্ব হলো যে ধর্মের এবং সমাজের কাছে নেতা রয়েছে তাদেরই উন্নতি হয়। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা কখনও কংগ্রেস, কখনও বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে। এই রাজ্যে গত ১৫ বছর ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে চলেছে। কিন্তু আমি সকলের কাছে জানতে চাই -কংগ্রেস- বামফ্রন্ট- তৃণমূলকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ভোট দিয়ে কি আমাদের কোনও উন্নয়ন হয়েছে এখানে ? কী কাজ পেয়েছে মানুষ ? এই জেলা থেকে কি তাঁদের চলে যাওয়া আটকানো সম্ভব হয়েছে? কতজন সরকারি চাকরি পেয়েছে? গত ১৫ বছর ধরে আমরা এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে চলেছি কিন্তু তার ফলে কি এই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়েছে? মিম প্রধান বলেন, গত ৫০ বছর ধরে আমাদেরকে কেবলমাত্র ভোট দেওয়ার মেশিনে পরিণত করা হয়েছে। নিজের নেতা পাওয়ার জন্য সকলকে এবার হুমায়ুন কবীরকে ভোট দিতে হবে। হুমায়ুন কবীর জিতলে যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত তাঁদের জয় হবে। আসাদউদ্দিন ওয়াইসি দাবি করেন- মমতা এবং মোদী চান না গরীব সম্প্রদায়ের কেউ নেতা হয়ে উঠুক। তারা দু'জন নিজেরা আপন ভাই বোন। এদেরকে কোনওভাবেই ভরসা করা যায় না। যদি কাউকে ভরসা করতে হয় তাহলে হুমায়ুন কবীর এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে ভরসা করুন। আজকের সভামঞ্চ থেকে ওয়াইসি প্রশ্ন তোলেন, পশ্চিমবঙ্গে এক সময় বিজেপির চারজন বিধায়ক ছিল কীভাবে তৃণমূলের আমলে সেই সংখ্যা ৭৭ হয়ে গেল। মুর্শিদাবাদ জেলায় আমাদের লড়াই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নেতা তৈরি করার জন্য। এখানে আমাদের লড়াই হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা নিজেদের 'হিস্সা' (ভাগ) বুঝে নিতে চাই। আমরা নিজেদের অধিকার পাওয়ার জন্য লড়াই করছি, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাইনা। সভায় উপস্থিত 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' এবং মিম সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসাদউদ্দিন আরও বলেন, আপনারা এত জোর 'সিটি' বাজান (হুমায়ুন কবীরের দলের প্রতীক বাঁশি) যাতে দিল্লিতে মোদী এবং কলকাতায় মমতা ব্যানার্জি এর আওয়াজ শুনতে পান। আসাদউদ্দিন আজ অভিযোগ করেন, তৃণমূলের ১৫ বছরের রাজত্বে এখানে মুসলিম সমাজের জন্য কোনও উন্নয়ন হয়নি। কী কারনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওবিসি সার্টিফিকেট কোর্ট বাতিল করে দিল মমতা ব্যানার্জি এর উত্তর দিন। তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ আমরা ভোট কাটি আর মোদীজি বলেন আমরা অনুপ্রবেশকারী। ঈদের দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নামাজ পড়েন যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ভোট তিনি পান। আসলে ভেতরে ভেতরে মোদী এবং মমতা এক হয়ে রয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নয়নের প্রশ্নে আজ বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে ওয়াইসি বলেন - এখানকার মানুষ গত ৫০ বছরেও আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়নি। বিড়ি শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়, কোল্ড স্টোরেজ হয়নি, সরকারি চাকরিতে ৭ শতাংশের কম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। আজকের জনসভা থেকে মিম প্রধান ফের একবার জানিয়ে দেন হুমায়ুনের দলের সঙ্গে তাঁর এই জোট কেবলমাত্র বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নয়, এই জোট আগামী লোকসভা নির্বাচনেও থাকবে। 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' এবং মিমের জোটের পক্ষে বক্তব্য রেখে আসাদউদ্দিন বলেন, মমতা বা মোদী কেউই আমাদের নেতা নয়, আমরা গরিব বাড়ির ছেলে মেয়েদেরকে নেতা করবো। সাধারণ মানুষের কাছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, আমাদের দু'ই ভাইয়ের জন্য 'দুয়া' করুন, যাতে আমাদের জোড়ি থাকে। আপনারা মোদী এবং মমতা, দু'ই দলের প্রার্থীকেই হারান। আমরা যেমন মসজিদ বানিয়েছি, মানুষের জন্য ঘর বানিয়েছি, তেমনই আমরা নেতাও বানাবো।

হুটখোলা জিপে করে নমিনেশন জমা দিতে গেলেন তুফানগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী মালতি রাভা রায়

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১ এপ্রিল ঃ হুটখোলা জিপে করে ঢাকঢোল নিয়ে তুফানগঞ্জের মহকুমাশাসক দপ্তরে নমিনেশন জমা দিতে গেলেন

তুফানগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী মালতি রাভা রায়। বুধবার সকাল থেকেই তুফানগঞ্জের বিজেপি কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন কর্মী সমর্থকরা। এরপর বেলুন ঢাকঢোল নিয়ে প্রায় হাজারদিনেক কর্মী সমর্থকদের সাথে তুফানগঞ্জ মহকুমাশাসক দপ্তরে। নমিনেশন জমা দিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন - ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে নমিনেশন জমা দিতেই হবে সেই কারণেই আমি নমিনেশন জমা দিলাম। তৃণমূল প্রসঙ্গে তিনি বলেন - বিগত পাঁচ বছরে কি করেছি তা খতিয়ান আমাদের তৈরি রয়েছে তবে তৃণমূল কংগ্রেস ১৫ বছরে কি করেছে তুফানগঞ্জে তার খতিয়ান দিক। ১৫ বছরের পশ্চিমবঙ্গকে রক্তাক্ত করেছে আইনের শাসন নেই নারীদের নিরাপত্তা নেই। চারিদিকে শুধু দুর্নীতি চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি নেই তারা তাদের খতিয়ান তৈরি করতে পারেনি তো। যারা আমার খতিয়ান চাইছে তারা এবার বিদায় নিচ্ছে বাংলা থেকে। এবার তুফানগঞ্জ ভোটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলধোয়া সেতু। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন - বামেদের ৩৪ বছর এবং তৃণমূলের ১৫ বছরেও তৈরি হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এর আগে সেই সেতুর কাছে এসে সভা করে বলে গিয়েছিলেন আজ যদি সেতু না হয় তার জন্য দায়ী এই রাজ্যের সরকার। তিনি আরো বলেন, বিধানসভায় এই বিষয়ে আমি বক্তব্য রেখেছিলাম আমাকে বলা হয়েছিল টাকা নেই কেন্দ্র থেকে আনো এরপর আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করির সাথে দেখা করি। পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্র থেকে জানানো হয় রাজ্য তার সমস্ত প্ল্যানিং করে দেবে এবং রাজ্যের বিধানসভায় পাস হবে তারপর তা কেন্দ্রে যাবে তারপর কেন্দ্র সেই টাকা দেবে আমি এই বক্তব্য রাজ্যের বিধানসভায় রেখেছিলাম আমাকে বলা হয়েছিল সব তৈরি আছে। কিন্তু আজ অব্দি তার কোন প্ল্যানিং পাওয়া গেল না। রাজ্যে বিজেপি সরকার এলে আমি কথা দিচ্ছি এই সেতু তৈরি হবে। তৃণমূল তারকা প্রার্থী প্রসঙ্গে তিনি বলেন - তারকা প্রার্থীকে আমার শুভেচ্ছা। একুশে নির্বাচনে যখন আমি বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলাম তখন এই তারকা প্রার্থী সব প্রণোদিতভাবে আমাকে ফোন করেছিল তিনি মনে প্রানে বিজেপি। আমি তার কাছেও ভোট প্রার্থনা করছি। ভালো ছেলে তৃণমূল ভালো ছেলেটাকেও নষ্ট করে দিলো। উল্লেখ্য কিছুদিন আগে তৃণমূল প্রার্থী ওই এলাকায় গেলে সেতুর নাম বলতে গিয়ে তিনি ইতস্তত বোধ করছিলেন। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত এই তুফানগঞ্জ। গত বিধানসভা ও লোকসভা দুক্ষেত্রেই এই অঞ্চল থেকে এগিয়েছিল বিজেপি ফলে ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করেন প্রাক্তন রঞ্জি খেলোয়াড় শিব শংকর পালকে। তবে শিব শংকর পাল খেলা সংক্রান্ত বিষয়ে বেশিরভাগ সময়ই জেলার বাইরে থাকেন। এমত অবস্থায় বিগত পাঁচ বছর ধরে তুফানগঞ্জে রীতিমতো জনসংযোগ থেকে শুরু করে যাতায়াত রেখেছিলেন বিজেপি প্রার্থী। আর সেই কারণেই ২৬ এর নির্বাচনে কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছে মালতি রাভা রায় বলে মত ওয়াকিবহল মহলের।

দিনহাটায় প্রচারে যাওয়ার আগে গো ব্যাক স্লোগান এবং কালো পতাকা দেখানো হলো সুকান্ত মজুমদারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১ এপ্রিল ঃ বুধবার দিনহাটায় বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের সমর্থনে র‍্যালি এবং বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করলেন। বুধবার সকালে কোচবিহার থেকে দিনহাটার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর দিনহাটা ঢোকার আগে প্রান্তিক বাজার সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কালো পতাকা দেখান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে পাশাপাশি দিতে থাকেন গো ব্যাক স্লোগান। যদিও সেই বিক্ষোভকারীদের সামনে দাঁড়িয়েছিল পুলিশ। পরবর্তীতে সুকান্ত মজুমদার দিনহাটায় পৌঁছে মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিয়ে দিনহাটার মূল রাস্তায় জনসংযোগ সারেন প্রার্থী অজয় রায়কে সাথে নিয়ে। বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করলেও তার পিছনে ছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরাট ভিড়। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন - সন্ত্রাসমুক্ত এবং দুর্নীতি মুক্ত দিনহাটা গড়তে একমাত্র ভরসা পদ্মফুল। তিনি বলেন ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে আসা তৃণমূল প্রার্থী এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছেন আর তা থেকে একমাত্র মুক্তি দিতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি। কালো পতাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন - তৃণমূলের কালো পতাকা দেখাতে হয় না তারা সামনে দাঁড়ালেই তাদের সবার মুখ কালো। কেউ গরু পাচার করেছে কেউ কয়লা চুরি করেছে কেউ বালি চুরি করেছে। না হলে অন্তত এক দুটো খুন একটা দুটো রেপ। এই কারণেই ওদের মুখ কালো আর কালো পতাকার দরকার হয় না। উদয়ন গুহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন - উদয়ন গুহ বলেছিলেন উনি এখানে ঢুকুক ওমুক করে দেবো তমুক করে দেবো। আমি তো ঢুকলাম এবং দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম তো কার কত দম। পুলিশ সরে গেলে এদের গায়ে ইঁদুরও পেচ্ছাপ করবে না এদের এত বাজে অবস্থা। যদিও এই প্রসঙ্গে পাল্টা উদয়ন গুহ বলেন - একজন অধ্যাপক তিনি যে ভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন একজন ভদ্রলোক সর্বসমক্ষে এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করে না। আর আমি যেদিন দিনহাটায় আসার জন্য আমন্ত্রণ

জানিয়েছিলাম সেদিন ওর দম হয়নি। এখন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে নির্বাচন কমিশন অমুক তমুক সব নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন এই সমস্ত কথাবার্তা বলে মানুষকে উত্তেজিত করেন। আর যারা ওকে পতাকা দেখিয়েছিল তারা কেউ তৃণমূলের নয়। যাদের এস আই আরে নাম বাদ গেছে তারা দেখিয়েছে। এটা প্রান্তিক বাজারে যদি আরো ভিতরে যান তাড়লে কালো কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দেবে। নির্বাচন এগিয়ে আসতেই বক্তব্য আর পাল্টা বক্তব্যে গরম হতে শুরু করেছে কোচবিহারের রাজনীতি।

খণ্ডঘোষে সায়নী ঘোষের রোড শো, নবীন বাগের জয়ে আশাবাদী তৃণমূল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ এপ্রিল ঃ বুধবার পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা টানা তিনবারের বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগের সমর্থনে প্রচারে নামলেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী ও সাংসদ সায়নী ঘোষ। এদিন নবীন চন্দ্র বাগকে সঙ্গে নিয়ে খণ্ডঘোষের সিপটা ঢাল থেকে সেহারা বাজার পর্যন্ত একটি বিশাল রোড শো করেন তিনি। রোড শো-তে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা দেবু টুডু সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। রোড শো শেষে সেহারা বাজারে আয়োজিত একটি সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সায়নী ঘোষ বলেন, এখানে মানুষের যে ঢল নেমেছে, তাতেই পরিষ্কার- খণ্ডঘোষে নবীন চন্দ্র বাগের চতুর্থবারের জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ভোটের আগে বিজেপির নেতারা পাখির মতো উড়ে এসে ভালবাসার গান শোনায়, কিন্তু ভোটের পর তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বাংলার মানুষের সুখে-দু ঃখে সবসময় পাশে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই যতই এসআইআর বা এফআইআর হোক- বাংলা মমতারই থাকবে। উল্লেখ্য, খণ্ডঘোষ ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম (ফাগুন) নবীন চন্দ্র বাগকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি তোলেন। এই নিয়ে দলীয় অন্দরে কিছুটা বিতর্কও সৃষ্টি হয়। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই দাবি খারিজ করে দেয়। বিক্ষুব্ধ এই নেতার নিষ্ক্রিয়তা নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে কি না-এই প্রশ্নের জবাবে সায়নী ঘোষ স্পষ্ট জানান, নবীন চন্দ্র বাগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী- এটাই শেষ কথা। এদিন খণ্ডঘোষে সায়নী ঘোষের রোড শোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনসমাগম ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

মধ্য হাওড়ায় জমে উঠেছে ভোটের প্রচার, ডান-বাম সব প্রার্থীই ভোট যুদ্ধে নেমে পড়েছেন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১ এপ্রিল ঃ মধ্য হাওড়ায় জমে উঠেছে ভোটের প্রচার। ডান-বাম সব প্রার্থীই ভোট যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। বুধবার সকালে মধ্য হাওড়ার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়ের সমর্থনে এক জনসংযোগ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রচারে বেরিয়ে ওই এলাকার নাগরিকবৃন্দের কাছে প্রার্থী অরূপ রায় আসন্ন নির্বাচনে তাঁকে বিপুল ভোটে পুনঃ নির্বাচিত করার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে, এর পাশাপাশি অরূপ রায়ের সমর্থনে মঙ্গলবার ৩৪ ও ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'এসআইআর এর নামে নির্বাচন কমিশনের সাধারণ মানুষকে অহেতুক হয়রানি ও ন্যায্য নির্বাচকদের নির্বাচক তালিকা থেকে বিয়োজন করার অনৈতিক অপচেষ্টা'র বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে সভায় বক্তব্য রাখেন অরূপ রায়। অন্যদিকে, বুধবার সকালে মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার মন্ডলের সমর্থনে এক জনসংযোগ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ নং ওয়ার্ডের কালী কুন্ডু লেন পেট্রোল পাম্পের কাছে জমায়েত হয়ে বিজেপি কর্মীরা বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে বর্ণাঢ্য ওই ভোটপ্রচার করেন। পায়ে হেঁটে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী। এদিন সকালে মধ্য হাওড়ার সিপিআইএম প্রার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ মধ্য হাওড়ার ২৫ নং ওয়ার্ডের বোষ্টমপাড়া বাজার, নস্করপাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় পায়ে হেঁটে অলিগলি ঘুরে ভোটের প্রচার করেন। সঙ্গে ছিলেন বহু বাম কর্মী-সমর্থকরা। প্রচারে বেরিয়ে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন প্রার্থী।

‘বিজয় সংকল্প পদযাত্রা’র মাধ্যমে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মুর্শিদাবাদের বিজেপি প্রার্থী গৌরীশংকর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ এপ্রিল ঃ বুধবার সকালে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে ‘বিজয় সংকল্প পদযাত্রা’ করে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। এদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় নাকুরতলা থেকে এসডিও অফিস পর্যন্ত মিছিল করে মনোনয়ন জমা দেন তিনি । বিকেলে বাহাদুরপুর অঞ্চলের সাদেকবাগ, জৈনপুর ও কালকুপে জনসংযোগ সারেন বিজেপি প্রার্থী। ‘বিজয় সংকল্প পদযাত্রা’ করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে গৌরীশংকর ঘোষ বলেন, সারা বছর যাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন, সেই কার্যকর্তারা আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিজয় সংকল্প যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও কর্মীরা ভিড় জমিয়েছেন এখানে। তাঁর কথায়, এই পদযাত্রার মধ্য দিয়েই বাংলায় তৃণমূল সরকারের ‘বিসর্জন’ আর বিজেপি সরকার গঠনের যাত্রা শুরু হল। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় পরিবর্তনের যে আন্দোলন আমরা চালিয়ে আসছি, তৃণমূলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে, এই বিজয় যাত্রা তারই শুভ সূচনা। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও তিরঙ্গা ও বেলুন হাতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির কথা তুলে গৌরীশঙ্কর বলেন, মানুষ

সুস্বাস্থ্য পরিষেবা চায়, মানসম্মত শিক্ষা চায়, চাকরি চায়। তারা আর পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে থাকতে চায় না। কিন্তু তৃণমূল সরকার বিগত ১৫ বছর ধরে মানুষকে ঠকিয়ে এসেছে, চাকরির ব্যবস্থা না করায় বাধ্য হয়ে তাঁরা রাজ্যের বাইরে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছে। তাই সকলে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি থেকে মুক্ত হয়ে বিজেপি সরকারকে সাদরে আহ্বান জানাতে প্রস্তুত তিনি আরও বলেন, আগামী ৪ মে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ওড়িশায় নব প্রতিষ্ঠিত বিজেপি সরকারের মতো এখানেও মে মাসের পর থেকে মা- বোনেদের অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা করে ঢুকবে। কারণ আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই না, মা-বোনেদের সম্মান জানাই এবং রাজ্যের সব মানুষকে পরিষেবা দিতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ সংকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সংকল্পই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাস্তবায়িত করতে চাই আর তার জন্যই আমাদের এই লড়াই, এই বিজয় সংকল্প যাত্রা। প্রসঙ্গত, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়ে হয়েছিলেন গৌরীশংকর ঘোষ গেরুয়া দল এবছরও তাঁকে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে।

সভাশেষে ডাম্পারের সঙ্গে যাত্রিবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, জখম অন্তত ৪৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ এপ্রিল ঃ নবগ্রামে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। জখম কমপক্ষে ৪৫ জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। বুধবার দুপুরে নবগ্রামের পোমিয়া সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ডাম্পারের সঙ্গে যাত্রিবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। যার জেরেই ঘটে দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। তারা সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই আহতদের চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। সূত্রে খবর, ভোলাডাঙা ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা সেরে তৃণমূল সমর্থকদের নিয়ে ফিরছিল বাসটি। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে বাসের। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই খবর দেন পুলিশে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিবপুর টোল প্লাজার অ্যাম্বুলেন্স। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল, যে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। যার জেরে উদ্ধার কাজে কিছুটা দেরি হয়।

পুরুলিয়ার ঘাটবেড়ায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১ এপ্রিল ঃ একদা মাওবাদী উপদ্রুত এলাকা পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানার ঘাটবেড়া গ্রামে বুধবার সকালে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। গ্রামের তিন বাসিন্দার বাড়ির দরজায় লাল কালিতে লেখা প্রাণনাশের হুমকি সংবলিত একাধিক পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। গ্রামের বাসিন্দা হলধর মণ্ডল, লক্ষণ মণ্ডল এবং অম্বুজ মণ্ডলের বাড়ির দরজায় এই পোস্টারগুলি লাগানো ছিল। তবে পোস্টারগুলিতে মাওবাদী শব্দের বদলে মাবাদি লেখা থাকায় বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। পোস্টারগুলিতে এলাকায় অবিলম্বে মদ বিক্রি বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে। যাদের বাড়িতে পোস্টার পড়েছে, তারা জানিয়েছেন যে আগে তারা চোলাই মদের কারবার করলেও বর্তমানে সেই ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে এই পোস্টারগুলি আদৌ মাওবাদীদের দেওয়া কিনা, নাকি কেউ ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে বা এলাকায় আতঙ্ক ছড়াতে মাওবাদীদের নাম ব্যবহার করেছে, তা নিয়ে ধোয়াশা তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলরামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ পোস্টারগুলি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

দুই শিশুর ঝগড়া থেকে রণক্ষেত্রের চেহারা নিলো বারুইপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ১ এপ্রিল ঃ দুই শিশুর ঝগড়াকে ঘিরে এবার রণক্ষেত্র বারুইপুর। মুদি দোকানে খাবার কিনতে গিয়ে দুই শিশুর মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি ঘটে। আর সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মঙ্গলবার রাতেঅগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার মল্লিকপুর এলাকা। আক্রান্ত শিশুদের বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন পরিবারের বড়রাও। অভিযোগের তির প্রতিবেশী একটি পরিবারের দিকে। বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মল্লিকপুর এলাকায় একটি মুদির দোকানে খাবার কিনতে গিয়েছিল দুই শিশু। সেখানেই কোনও একটি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। অভিযোগ, শিশুদের এই বিবাদ মেটানোর বদলে উল্টে এক শিশুর পরিবারের লোকজন চড়াও হয় অন্য শিশুর ওপর। ওই নাবালককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত শিশুর চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করতে ছুটে এলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিপক্ষ পরিবারের সদস্যরা ইঁট, কাঠ, রড এবং পাথর নিয়ে হামলা চালায়। পরিবারের একাধিক সদস্যকে লক্ষ্য করে চলে এলোপাথাড়ি মারধর এমনকি ধারালো অস্ত্র বের করে ভয় দেখানো হয় বলেও দাবি আক্রান্ত পরিবারের। আর এই মারধরের পর ঘটনাটি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বা পুলিশের দ্বারস্থ হলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।বর্তমানে আহতরা বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় ন্যায়বিচারের আশায় বারুইপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আর এই ধরণের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

নির্বাচন কমিশনকে চিঠি রাজ্যের

কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্থরে ফাঁকা থাকা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আই পি এস আধিকারিক কে বসানোর আবেদন জানিয়ে রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যের তরফে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কে লেখা চিঠিতে পদগুলিতে ১২ জন আইপিএস আধিকারিক বসানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে।

পূর্ব রেলের অনন্য উচ্চতা স্পর্শঃ প্রবৃদ্ধি এবং সংযোগের এক মাইলফলক বছর

কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষ পূর্ব রেলের জন্য এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার এক বিশাল উন্নতি দ্বারা চিহ্নিত। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করের গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে, এই জোনটি কেবল তার লক্ষ্যমাত্রাই পূরণ করেনি, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে মৌলিকভাবে পুনর্সংজ্ঞায়িত করেছে। শ্রী দেউস্করের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক পরিষেবার ওপর কৌশলগত ফোকাস পূর্ব রেলকে উৎকর্ষের এক নতুন যুগে চালিত করেছে। এটি নিশ্চিত করেছে যে রেলের পারফরম্যান্সের প্রতিটি দিক-পণ্য পরিবহন থেকে অর্থব্যবস্থা-নিরন্তর উন্নতির প্রতিফলন ঘটায়। এই বছরের পরিসংখ্যানগত সাফল্য এক বিশাল কর্মযজ্ঞ ও সাফল্যের গল্প বলে, যেখানে যাত্রী সংখ্যা পৌঁছেছে অভাবনীয় ১৩২২.৮৪ মিলিয়নে। পরিবহনের ক্ষেত্রে, পূর্ব রেল ১০১.৭২ মিলিয়ন টন পণ্য লোডিং অর্জন করে তাদের লজিস্টিক দক্ষতা প্রমাণ করেছে। জোনটি স্ক্র্যাপ বিক্রির মাধ্যমে ৬০০.১১ কোটি টাকা উপার্জন করে উল্লেখযোগ্য আর্থিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে, যা ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের তুলনায় সামগ্রিক ভাবে ১১.৬২ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। উপাদনশীলতার এই ঊর্ধ্বগতি মেয়াদের শুরুতে গৃহীত শক্তিশালী প্রশাসনিক সংস্কারের দিকটিকেই তুলে ধরে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই বছর বেশ কিছু উচ্চ-প্রোফাইল পরিষেবা চালুর মাধ্যমে এক বিশাল গতি পেয়েছে। পূর্ব রেল ২৪ টি মেলএক্সপ্রেস নতুন ট্রেন চালু করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে ১৪টি অমৃত ভারত এবং ২টি বন্দে ভারত স্লিপার পরিষেবা। এর পাশাপাশি ১০টি প্যাসেঞ্জার এবং ৪৮টি ইএমইউ পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০টি আধুনিক এসি ইএমইউ পরিষেবা। কেবল নতুন লাইন সংযোজনই নয়, পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতাও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে সামগ্রিক কোচিং পাংচুয়ালিটি (সময়ানুবর্তিতা) গত বছরের ৮৩.৫৩ থেকে বেড়ে এই বছর ৮৪.৩০-এ দাঁড়িয়েছে, যা যাত্রীদের নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ০.৭৭ উন্নতি নির্দেশ করে। শ্রী দেউস্করের নেতৃত্বে যাত্রীদের অভিজ্ঞতার মানোন্নয়ন ছিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। দ্রুত যাতায়াত নিশ্চিত করতে ৩২ টি মেলএক্সপ্রেস পরিষেবার গতি ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা করা হয়েছে। এছাড়া ১৬ জোড়া মেলএক্সপ্রেস ট্রেনের ২২টি রেক্ ঐতিহ্যবাহী আইসিএফ থেকে নিরাপদ ও আরামদায়ক এলএইচবি রেক্ রূপান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষের সুবিধার্থে ১১৪ টি মেলএক্সপ্রেস, ১৩টি প্যাসেঞ্জার এবং ৬৬টি ইএমইউ লোকাল ট্রেনে অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করে সংযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে। ভিড় সামলাতে ২০টি ট্রেনে ৬১টি কোচ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিষেবায় অস্থায়ীভাবে ২০৫০ টি কোচ যুক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, রেলওয়ে মৌসুমী ভিড় সামলাতে ৫০৮০ ট্রিপ টিওডি স্পেশাল ট্রেন চালনা করেছে, যার মধ্যে ১৮৯৫টি পূর্ব রেলের এবং ৩১৮৫টি অন্যান্য রেলওয়ের। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ৪২টি লেভেল ক্রসিং গেটে স্লাইডিং বুমের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই উজ্জ্বল মাইলফলকগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, এই বছরের প্রাপ্তিগুলি নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী এবং জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক নির্ধারিত কৌশলগত রোডম্যাপের প্রতিফলন, যার লক্ষ্য পূর্ব রেলকে একটি বিশ্বমানের পরিবহন নেটওয়ার্কে পরিণত করা।

গোলাবাড়িতে গুলি, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১ এপ্রিল ঃ আবার গোলাবাড়িতে চললো গুলি, আতঙ্ক ছড়ালো বিবির বাগান এলাকায, আটক ২। মঙ্গলবার মধ্যরাতে উত্তর হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার বিবির বাগান এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মদ খেয়ে তিনজনের মধ্যে বচসা চলছিল। এবং সেখান থেকে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। ছুটে আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনায় কেউ জখম হয়নি বলেই খবর। কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গতঃ কিছুদিন আগেই গোলাবাড়ি থানার অন্তর্গত পিলখানা এলাকায় গুলি-কাণ্ডে খুনের ঘটনা ঘটেছিল। তার কিছুদিন বাদেই মঙ্গলবার গভীর রাতে ফের গুলি চলার ঘটনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় এলাকায়।

এলএমজে সার্ভিসেস লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৯৩০০০ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৮০৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, চতুর্থ তল,
টেলিফোন ভবন, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেল আইডিঃ admin@lmjgroup.in ওয়েবসাইটঃ https://lmjservices.in/

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের এক **বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম)** আগামী **সোমবার, ২৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সকাল ১০:৩০** ঘটিকায় (ভারতীয় মান সময়) কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় সেই সকল বিষয় বা কার্যসূচি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, যা বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে শেয়ারহোল্ডারদের নিকট ইতিমধ্যে প্রেরিত নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সার্কুলার বা নির্দেশাবলি মেনে, বিশেষ সাধারণ সভার (ইজিএম) নোটিশ এবং তৎসহ ব্যাখ্যাত্মক বিবৃতি (ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি) কোম্পানির সেই সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হবে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি অথবা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-এর নিকট নিবন্ধিত রয়েছে। উল্লিখিত নথিপত্রসমূহ কোম্পানির ওয়েবসাইট https://lmjservices.in/ এবং স্টক এক্সচেঞ্জ- সিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তাসমূহ) নিয়ন্ত্রণবিধি, ২০১৫-এর বিধি ১৭ (১সি), ৪২ ও ৪৭ অনুযায়ী এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে যে, বিশেষ সাধারণ সভার (ইজিএম) উদ্দেশ্যে কোম্পানির ‘সদস্যদের রেজিস্টার’ (সদস্যদের তালিকা) এবং ‘শেয়ার হস্তান্তর বহি’ (শেয়ার হস্তান্তর বহি) আগামী মঙ্গলবার, ২১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে সোমবার, ২৭.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।
কোম্পানি যাতে এমসিএ-এর সার্কুলারসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে পারে এবং ‘কর্পোরেট সুশাসনে সবুজ উদ্যোগ’ (কর্পোরেট শাসনে সবুজ উদ্যোগ)-এ অংশগ্রহণ করতে পারে, সেই লক্ষ্যে সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে-সাধারণ সভার নোটিশ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলি প্রাপ্তির সুবিধার্থে-তাঁরা যেন তাঁদের ইলেকট্রনিক ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের বিপরীতে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানাটি সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-এর নিকট স্থায়ীভাবে নিবন্ধন করে রাখেন।

৪. বিশেষ সাধারণ সভার (ইজিএম) নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি সেই সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি অথবা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-এর নিকট নিবন্ধিত রয়েছে।

৫. ২০২৬ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী, যে সকল সদস্য শেয়ারসমূহ ভৌত (শারীরিক) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (অ-বস্তুগত) আকারে ধারণ করছেন, তাঁরা ইজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত সাধারণ এবং/অথবা বিশেষ বিষয়সমূহের (ব্যবসা) ওপর ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারবেন।

৬. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারার বিধানাবলি এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের আবশ্যকতা) বিধিমালা, ২০১৫-এর ৪২ নং প্রবিধান অনুযায়ী, ইজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহের ‘সদস্যদের রেজিস্টার’ (সদস্যদের তালিকা) এবং ‘শেয়ার হস্তান্তর বহি’ (শেয়ার হস্তান্তর বহি) ২১.০৪.২০২৬ তারিখের মঙ্গলবার থেকে ২৭.০৪.২০২৬ তারিখের সোমবার পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
এল এম জে সার্ভিসেস লিমিটেড
স্বা- সারাঙ্গ জৈন
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৬৮১২১৭২

স্থানঃ দিল্লি
তারিখঃ ০১.০৪.২০২৬

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

চললুন বেড়িয়ে আসি

ভারতে প্রবেশে বড় পরিবর্তন

পাসপোর্ট-ভিসার সঙ্গে বাধ্যতামূলক ডিজিটাল ই-অ্যারাইভাল কার্ড, ইমিগ্রেশনে সময় বাঁচবে ৪০

ভারত ভ্রমণে আসছেন? তাহলে এবার আগে থেকেই প্রস্তুত থাকুন। ১ এপ্রিল থেকে দেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলিতে চালু হচ্ছে এক নতুন ডিজিটাল নিয়ম, যা বদলে দেবে বিদেশি যাত্রীদের প্রবেশ প্রক্রিয়া। এতদিন যেখানে পাসপোর্ট ও ভিসাই ছিল প্রধান নথি, সেখানে এখন থেকে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে একটি বাধ্যতামূলক ডিজিটাল ই-অ্যারাইভাল কার্ড। তবে এই নতুন ব্যবস্থাকে ঝামেলা মনে করার কোনও কারণ নেই-বরং এটি যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ, দ্রুত এবং আধুনিক করে তুলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কাগজের ফর্মের যুগ শেষ- এতদিন বিদেশ থেকে ভারতে আগত যাত্রীদের বিমানে বসেই হাতে কলমে একটি ' বা আগমন ফর্ম পূরণ করতে হত। নাম, পাসপোর্ট নম্বর, ফ্লাইটের তথ্য, ভারতে থাকার ঠিকানা-এই সব তথ্য লিখে জমা দিতে হত ইমিগ্রেশন কাউন্টারে। অনেক সময় ভুলভ্রান্তি, লাইনে দীর্ঘ অপেক্ষা, কিংবা ফর্ম হারানোর মতো সমস্যাও তৈরি হত।

১ এপ্রিল থেকে সেই পুরো প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিজিটাল। অর্থা আর কোনও কাগজে ফর্ম পূরণ নয়-সবকিছু হবে অনলাইনে। সরকারের এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের বিমানবন্দর ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা।

কী এই ই-অ্যারাইভাল কার্ড? ই-অ্যারাইভাল কার্ড হল একটি অনলাইন ফর্ম, যা বিদেশি যাত্রীদের ভারতে আসার আগেই পূরণ করতে হবে। এটি মূলত আগমন সংক্রান্ত তথ্যের একটি ডিজিটাল রেকর্ড, যা ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়াকে দ্রুত এবং সহজ করে তুলবে। যাত্রীরা ভারতে পৌঁছানোর অন্তত ৭২ ঘণ্টা আগে এই ফর্মটি অনলাইনে পূরণ করতে পারবেন। ফর্ম জমা দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই একটি কিউআর কোড জেনারেট হবে, যা মোবাইলে সংরক্ষণ করা যাবে বা প্রয়োজনে প্রিন্ট করে নেওয়া যেতে পারে।

বিমানবন্দরে কীভাবে ব্যবহার করবেন? ভারতে পৌঁছানোর পর ইমিগ্রেশন কাউন্টারে গিয়ে আলাদা করে কোনও কাগজ জমা দিতে হবে না। শুধু মোবাইলে থাকা কিউআর কোডটি স্ক্যান করালেই প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই হয়ে যাবে। ফলে পুরো প্রক্রিয়া অনেকটাই দ্রুত সম্পন্ন হবে। এই ব্যবস্থার ফলে-

লাইনে অপেক্ষার সময় কমবে

ফর্ম পূরণের ঝামেলা থাকবে না

ভুল তথ্য দেওয়ার সম্ভাবনা কমবে

পুরো প্রক্রিয়া হবে আরও স্মার্ট ও কার্যকর

কী কী তথ্য দিতে হবে? ই-অ্যারাইভাল কার্ড পূরণ করতে খুব বেশি জটিল তথ্যের প্রয়োজন নেই। সাধারণ কিছু তথ্যই যথেষ্ট, যেমন-

পাসপোর্টের বিবরণ

ফ্লাইট নম্বর

ভারতে থাকার ঠিকানা

যোগাযোগের তথ্য

সবচেয়ে সুবিধার বিষয় হল, কোনও নথি আলাদা করে আপলোড করতে হবে না। ফলে প্রযুক্তিগত ঝামেলাও কম।

পরিবার একসঙ্গে ফর্ম পূরণ করতে পারবে-এই ব্যবস্থায় আরও একটি বা সুবিধা হল-একটি ফর্মে সর্বোচ্চ পাচজন

পরিবারের সদস্যের তথ্য দেওয়া যাবে। ফলে আলাদা আলাদা করে ফর্ম পূরণের প্রয়োজন হবে না, যা বিশেষ করে পরিবার নিয়ে ভ্রমণকারীদের জন্য খুবই উপকারী। কারা এই নিয়মের আওতায়? এই নতুন নিয়মটি মূলত বিদেশি নাগরিক এবং ওসিআই কার্ডধারীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা ভারতীয় নাগরিক নন কিন্তু ভারতে ভ্রমণ করছেন বা বসবাসের বিশেষ অনুমতি রয়েছে, তাঁদের এই ফর্ম পূরণ করতেই হবে। অন্যদিকে, ভারতীয় নাগরিকদের জন্য স্বস্তির খবর-তাঁদের এই ই-অ্যারাইভাল কার্ড পূরণের প্রয়োজন নেই। ফলে দেশে ফেরা ভারতীয়দের জন্য আগের মতোই প্রক্রিয়া থাকবে। সময় বাঁচবে, সুবিধা বাড়বে-সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষামূলকভাবে এই ডিজিটাল ব্যবস্থাটি চালু করে দেখা গিয়েছে যে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার সময় প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে। অর্থা যাত্রীদের বিমানবন্দর থেকে বেরোতে আগের তুলনায় অনেক কম সময় লাগবে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত আন্তর্জা তিক বিমানবন্দর গুলির জন্য, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী আসা-যাওয়া করেন। ডিজিটাল ভারতের পথে আরও এক ধাপ-ভারতের বিমানবন্দরগুলিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেই আগে থেকেই এই ধরনের ডিজিটাল আগমন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সেই ধারাতেই এবার ভারতও পা বাড়াল। এই পরিবর্তনের ফলে- কাগজের ব্যবহার কমবে (পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ) প্রশাসনিক কাজ সহজ হবে

ডেটা ম্যানেজমেন্ট আরও কার্যকর হবে

যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত হবে

ফর্ম না পূরণ করলে কী হবে? যাত্রীরা যদি আগে থেকে এই ই-অ্যারাইভাল কার্ড পূরণ না করেন, তাহলে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিমানবন্দরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ম্যানুয়ালি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হতে পারে, যা সময়সাপেক্ষ এবং ঝামেলাপূর্ণ। তাই আগেই অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। ভ্রমণকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

যাত্রার অন্তত ২-৩ দিন আগে ফর্ম পূরণ করুন

কিউআর কোড মোবাইলে সেভ রাখুন

প্রয়োজনে প্রিন্ট কপি রাখুন

সঠিক তথ্য দিন, ভুল হলে সমস্যা হতে পারে

পর্যটন শিল্পে ইতিবাচক প্রভাব- বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নতুন ব্যবস্থা ভারতের পর্যটন শিল্পের জন্য একটি বড় ইতিবাচক পদক্ষেপ। সহজ ও দ্রুত ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে এবং তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরও ভালো করবে। ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য। এই ধরনের আধুনিক উদ্যোগ সেই অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

১ এপ্রিল থেকে চালু হওয়া ই-অ্যারাইভাল কার্ড ব্যবস্থা শুধু একটি নতুন নিয়ম নয়-এটি ভারতের ডিজিটাল অগ্রগতির প্রতিফলন। যাত্রীদের সময় বাঁচানো, প্রক্রিয়া সহজ করা এবং আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানো-এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাই আপনি যদি বিদেশ থেকে ভারতে আসার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে পাসপোর্ট ও ভিসার পাশাপাশি এই নতুন ডিজিটাল ধাপটিও মনে রাখুন। সামান্য প্রস্তুতিই আপনার ভ্রমণকে করে তুলতে পারে আরও নির্বিঘ্ন ও আনন্দদায়ক।

পরীক্ষায় ফেল করায় তেলকাজলা স্কুলে ভাঙচুর, অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সরব এসএফআই

সোনামুড়া (ত্রিপুরা), ৩১ মার্চ (হি.স.)ঃ পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে সোনামুড়া মহকুমার

তেলকাজলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াকে কেন্দ্র করে একদল বখাটে ছাত্র স্কুলে চড়াও হয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হেনস্তা করে এবং বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ফলাফল প্রকাশের পর কয়েকজন ছাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং স্কুলের ভিতরে প্রবেশ করে শিক্ষকদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জ।ড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তারা চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর শুরু করে। স্কুলের পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেলাঘর থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৮ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে ছাত্র সংগঠন এসএফআই। মঙ্গলবার এসএফআই সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তেলকাজলা স্কুল পরিদর্শন করে। তাঁদের সঙ্গে সংগঠনের উরমাই অঞ্চল কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি ডেপুটেশন প্রদান করে। তাঁরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সে বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। পাশাপাশি, যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। এসএফআই নেতৃত্বের বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের হিংসাত্মক আচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করতে হলে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সাফল্যের শীর্ষেও শিক্ষার অভাবের আক্ষেপ, স্বীকারোক্তি অক্ষয়ের

মুম্বই, ৩১ মার্চ (হি.স.)ঃ নিজের ফিটনেস ও অভিনয়ের জন্য পরিচিত অভিনেতা অক্ষয় কুমার সম্প্রতি শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবনের এক দুর্বলতার কথা প্রকাশ্যে এনে সকলকে চমকে দিয়েছেন। বিপুল সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, এখনও অনেক সময় তিনি নিজেকে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে দেখেন বলে জানান।রিয়েলিটি শো হুইল অফ ফরচুন-এর এক পর্বে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যে বসলে নিজেকে 'গর্বিত মনে হয়। প্রতিযোগী সোনালির শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশংসা করে তিনি বলেন, আমি খুব বেশি পড়াশোনা করিনি, তাই অনেক সময় তোমাদের মতো মানুষের সামনে নিজেকে ছোট মনে হয়। এখন মনে হয়, যদি পড়াশোনা করতাম।অক্ষয় আরও জানান, পড়াশোনার প্রতি তাঁর আগ্রহ কম থাকলেও তিনি নতুন প্রজন্মকে শিক্ষার গুরুত্ব দিতে বলেন। মজার ছলে তাঁর মন্তব্য, আমার মতো মানুষকে ফলো কোরো না, সোনালির মতো মানুষকে ফলো করো।এছাড়াও তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রী টুইঙ্কল খান্না একজন সফল লেখিকা এবং ইতিমধ্যেই চারটি বই লিখেছেন, অথচ তিনি নিজে একটি বইও সম্পূর্ণ পড়ে উঠতে পারেননি। হাসতে হাসতেই অক্ষয় বলেন, বই খুললেই তাঁর চোখে জল চলে আসে।তবে তাঁর এই স্বীকারোক্তির মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে.একটি বড় বার্তা রছে-সাফল্য যতই আসুক, শিক্ষার মূল্য কখনও কমে না। তাঁর এই সরল ও সৎ বক্তব্য ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে প্রশংসা কুড়িয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে, অক্ষয় কুমারের হাতে রয়েছে একাধিক বড় প্রজেক্ট। বিশেষ করে ' টু দ্য জঙ্গল' ছবিটি নিয়ে যথেষ্ট চর্চা চলছে, যেখানে

সৌদি যুবরাজকে নিয়ে তীব্র কটাক্ষের পর সুর নরম করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

.১ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে আবারও বিতর্কের কেন্দ্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প। একদিকে প্রশংসা, অন্যদিকে তীব্র কটাক্ষ-একই বক্তৃতায় এই দ্বৈত সুরে সৌদি আরবের যুবরাজ মহঃ বিন সালমন-কে ঘিরে তাঁর মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে তুমুল বিতর্ক। ফ্লোরিডায় আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলনে দেওয়া তাঁর বক্তব্য এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয়। ঘটনাটি ঘটে ' ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ' নামের একটি উচ্চপ্রোফাইল সম্মেলনে, যেখানে সৌদি আরবের বিনিয়োগে বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন। সেই মঞ্চেই বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প এমন কিছু মন্তব্য করেন, যা কূটনৈতিক সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করেছে বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক মহলের একাংশ। প্রশংসা থেকে কটাক্ষ-হঠাৎ বদলে গেল সুর-মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও ট্রাম্প প্রকাশ্যে সৌদি যুবরাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তাঁকে প্রকৃত যোদ্ধা বলে উল্লেখ করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু সেই প্রশংসার রেশ কাটতে না কাটতেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে কথা বলতে শুরু করেন তিনি। বক্তৃতার এক পর্যায়ে ট্রাম্প বলেন, সৌদি যুবরাজ নাকি আগে তাঁকে হালকাভাবে নিয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন তিনি একজন ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট। এরপরই তিনি অত্যন্ত বিতর্কিত ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে দাবি করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন যুবরাজ এবং এখন তাঁকে সম্মান দেখাতে হচ্ছে। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সভায় উপস্থিত অনেকেই অস্বস্তিতে প।ড়েন। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ বিরল, বিশেষত যখন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশের শীর্ষ নেতাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়।

অস্বস্তি বুঝে সুর নরম-নিজের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাম্প সুর কিছুটা নরম করেন। তিনি আবারও সৌদি যুবরাজের প্রশংসা করতে শুরু করেন এবং তাঁকে অসাধারণ মানুষ ও দক্ষ নেতা হিসেবে বর্ণনা করেন। বলেন, তাঁর নেতৃত্বে সৌদি আরব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দেশটি তাঁর ওপর গর্বিত। এই আচমকা সুর পরিবর্তন অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি ট্রাম্পের পরিচিত কৌশল- প্রথমে কঠোর বা বিতর্কিত মন্তব্য করে চাপ সৃষ্টি, তারপর প্রশংসার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। পটভূমিতে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা-এই ঘটনার পেছনে যে বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে ইরান-কে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, এবং এর প্রভাব পড়ে গোটা অঞ্চলে। বিশেষ করে ক্ষ্ণস্বত্মএন্ট কণ্ডজ্জব্রট্টিব্জ এই সংঘাতের অন্যতম প্রভাবিত দেশ। নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষায় তারা ক্রমশ আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইরানের মোকাবিলায় সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও কৌশলগত সহায়তা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই ট্রাম্পের মন্তব্যকে অনেকেই রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, অতীতে সৌদি নেতৃত্বের কিছু মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এবং বর্তমান নির্ভরতার পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই এই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন তিনি। মিত্র দেশগুলির প্রসঙ্গও তুললেন ট্রাম্প-বক্তৃতার শেষ অংশে ট্রাম্প শুধু সৌদি আরব নয়, মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশের ভূমিকাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কাতার, ইনাটেড অরাব,বাহরিনন এবং কুয়েত এই দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে

ধর্মনগর উপনির্বাচন ঘিরে কড়া নিরাপত্তা, আস্থা বাড়াতে রোড মার্চ

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৩১ মার্চ (হি.স.)ঃ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে গোটা এলাকায় জোরদার করা হয়েছে.

NAME CHANGE

I, Dhani Bala Das (Old Name) W/O–Haripada Majumder resident of 180 Basak Para , West Kanchanbari , Masauli , Unakoti , Tripura, 799288 do hereby declared that I have changed my name from Dhani Bala Das to Dhanibala Majumder and henceforth I shall be known as Dhanibala Majumder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/ 04/ 2026. My name Dhanibala Majumder & Dhani Bala Das both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kajem Ali (Old Name) S/O–Ekramuhaque resident of Vill-Sawtapara , Po-Hazarpur Nabagram , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Kajem Ali to Seikh Kajem Ali and henceforth I shall be known as Seikh Kajem Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/ 04/ 2026. My name Seikh Kajem Ali & Kajem Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mamani Khatun (Old Name) W/O–Abdul Sk resident of Vill-Imam nagar , Po-Megha Sihara , Ps-Sagardighi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742206 do hereby declared that I have changed my name from Mamani Khatun to Ayesha Bibi and henceforth I shall be known as Ayesha Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/ 03/ 2026. My name Ayesha Bibi & Mamani Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Manarul Islam (Old Name) S/O–Allarakha Mollick resident of Vill & Po-Majhyampur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Manarul Islam to Manarul Islam and henceforth I shall be known as Manarul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/03/2026. My name Manarul Islam & Md Manarul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alinur Seikh (Old Name) S/O–Seikh Kajem Ali resident of Vill-Sawtapara , Po-Hazarpur Nabagram , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Alinur Seikh to Abdul Alim and henceforth I shall be known as Abdul Alim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/ 04/ 2026. My name Abdul Alim & Alinur Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jalesher Singh (Old Name) S/o Nagendar Singh Residing at N0021, S.K Pal Chowdhury Street, Bhadreswar, Chandannagar, District - Hooghly, Pin - 712124, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jaleswar Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 110/2026 Dated 01-04-2026. Jalesher Singh (Old Name) and Jaleswar Singh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Muktar Ali (Old Name) S/o Shaikh Mohammed Sultan Residing at Sunrise Towers, Tower-I, 2nd Floor, Flat-2F, 134B Beliaghata Road, Tangra, P.S. - Narkeldanga, District - Kolkata, Pin -700015, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shaikh Muktar Ni (Now Name) as declared boforo the First Clace Judicial Magistrato Kolkata vido affidavit no 6585 Dated 10-03-2026. Sk Muktar Ali (Old Name) and Shaikh Muktar Ali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Husneara Begum (Old Name) W/o Shaikh Muktar All Residing at Sunrise Towers, Tower-1, 2nd Floor, Flat-2F. 134B Beliaghata Road, Tangra, P.S. - Narkeldanga. District - Kolkata, Pin -700015, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Husneara Begam (New Name) as declared the First Class Judicial Magistrate Kolkata vide affidavit no 6585 Dated 10-03-2026. Husneara Begum (Old Name) and Husneara Begam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anindya Chakrabarti (Old Name) S/o Amal Kumar Chakrabarti Residing at 42/144, New Ballygunge Road, Flat No. 6, Kasba, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Anindya Kumar Chakrabarti (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-03-2026. Anindya Chakrabarti (Old Name) and Anindya Kumar Chakrabarti (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ranajit Roy Chowdhury (Old Name) S/o Panchanan Roy Choudhury Residing at Flat No. 5D, Block-3, Sugam Sudhir Mahamayatala, P.o - Narendrapur, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ranajit Kumar Roy Choudhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Ranajit Roy Chowdhury (Old Name) and Ranajit Kumar Roy Choudhury (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sohrab Khan (Old Name) S/o Rustam Khan Residing at Vill - Baranga, P.o - Depal, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721453, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sarap Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-04-2026. Sohrab Khan (Old Name) and Sarap Khan (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rastam Sk (Old Name) S/o Isahak Sekh Residing at Vill - Khirishtala, P.o - Gandhabaduli, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rostamali Sk (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-04-2026. Rastam Sk (Old Name) and Rostamali Sk (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohal Lal Debnath (Old Name) S/o Chitta Ranjan Debnath Residing at 51 Kishore Pally, D.P Nagar, Belgharia, District - North 24 Parganas, Pin - 700056, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mohan Lal Debnath (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 109/2026 Dated 01-04-2026. Mohal Lal Debnath (Old Name) and Mohan Lal Debnath (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Mjansur Rahaman (old name) S/o- Md Hamzat Ali Biswas residing at Housenagar, Bhabanipur, Farakka, Dist-Murshidabad, Pin-742202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD MJANSUR RAHAMAN to MD MANSUR RAHAMAN and henceforth I shall be known as MD MANSUR RAHAMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/04/2026. MD MJANSUR RAHAMAN (old name) and MD MANSUR RAHAMAN (new name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mahadev Mondal (Old Name) son of Late Nidhiram Mondal Resident of ,Usha Para,Mousal,Champahati,Dist-South 24 Parganas,Pin-743330. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Mahadeb Mondal (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01.04.2026.That Mahadev Mondal (Old Name) and Mahadeb Mondal (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I AJIJUL HAQUE MONDAL S/0 ABDUL MONDAL R/O VILL GOKHURA POTA P/O CHARATOLA P.S CHAPRA NADIA. MY SON RABIUL MONDAL'S PASS PORT AND W.B.B.S.E EDUCATION'S ADMIT CARD MY NEME HAS BEEN RECORDED AS AJIJUL MONDAL. AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 30-3-26 I AJIJUL HAQUE MONDAL AND AJIJUL MONDAL BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS AJIJUL HAQUE MONDAL.

NAME CHANGE

I, SAMIR MONDAL S/o GOBINDA MONDAL residing at Vill-Kalupur Uttarpara, P.O.-Kalupur, P.S.-Bongaon, Dist. North 24 Parganas West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SAMIR MONDAL instead of SAMIR MANDAL and my father's actual name GOBINDA MONDAL instead of GOBINDA MANDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 30/03/2026. SAMIR MONDAL S/o GOBINDA MONDAL and SAMIR MANDAL S/o GOBINDA MANDAL both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GOBINDA MONDAL S/o Lt. KRISHNAPARA MONDAL residing at Vill-Kalupur Uttarpara, P.O.-Kalupur, P.S.-Bongaon, Dist. North 24 Parganas West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name GOBINDA MONDAL instead of GOBINDA MANDAL and my son's actual name SAMIR MONDAL instead of SAMIR MANDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 30/03/2026. That Gobinda Mondal S/o Krishnapada Mondal and Gobinda Mandal S/o Krishnapada Mandal and Mondal Gobinda S/o Krishnapada is one and same identical person having no difference.

NAME CHANGE

I, MEHTAB HOSSEN MIDDYA son of MANNAN MIDDYA (Old Name) residing at Dakhsin Santoshpur PO-Dakhsin Santoshpur, PS-J.B.Pur Dist-Howrah Pin-711404 West Bengal has changed my father's name will be henceforth be known as ABDUL MANNAN MIDDYA (new name)at Notary Public Howrah court West Bengal affidavit no 05/2026 date 09/01/2026. MANNAN MIDDYA (old name) and ABDUL MANNAN MIDDYA (new name) are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Gopal Chandra Roy (Old Name) S/o Late Chittaranjan Roy residing at 41, Bhupendra Nath Road, P.S-Uttarpara, Hooghly PIN-712258 WB have changed and shall henceforth be known as Gopal Roy (New Name) as declare before Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 01.04.26. Gopal Roy (New Name) and Gopal Chandra Roy (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kalloorveetil Mohanan Nambiar(old name) Son of M Narayanan Nambiar, residing at 4G, Anubhav Apt, 49/5 Biren Roy road (East) Rajaram Mohan Roy Road, po-Barisha, Ps-Behala, Kolkata-700008, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as K Mohanan Nambiar (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 30/03/2026. Kalloorveetil Mohanan Nambiar (old name) and K Mohanan Nambiar (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ALIMUDDIN SEKH (old name) S/O - CHADU SEKH residing at VILL & PO - BARA KULBERIA PS - KALIGANJ DIST - NADIA PIN - 741150. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ALIMUDDIN SEKH (old name) to ALIMUDDIN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as ALIMUDDIN SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Krishnagar court on 27/03/202. ALIMUDDIN SK (new name)& ALIMUDDIN SEKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SOLEMAN SEKH (old name) S/O - ALIMUDDIN SEKH residing at VILL & PO - BARA KULBERIA PS - KALIGANJ DIST-NADIA PIN - 741150. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SOLEMAN SEKH (old name) to SOLEMAN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as SOLEMAN SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Krishnagar court on 27/03/2026. SOLEMAN SK (new name)& SOLEMAN SEKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sreedevi Nambiar, Sridevi Nambiar (old name) Wife of K Mohanan Nambiar, residing at 4G, Anubhav Apt, 49/5, Biren Roy road (East) Rajaram Mohan Roy Road, po-Barisha, Ps-Behala, Kolkata-700008, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as P K Sridevi Nambiar (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 30/03/2026. Sreedevi Nambiar, Sridevi Nambiar (old name), and P K Sridevi Nambiar (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mustul Shaikh (Old Name) S/O–Asrafuddin Sekh resident of Vill-Barafkhana , Po-Roshanbagh , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742164 do hereby declared that I have changed my name from Mustul Shaikh to Mustul Sekh and henceforth I shall be known as Mustul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/ 04/2026. My name Mustul Sekh & Mustul Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saiful Islam (Old Name) S/O–Niyakar Mandal resident of Vill-Nischintapur , Po-Baharan , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Saiful Islam to Saiful Islam Mandal and henceforth I shall be known as Saiful Islam Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/ 04/2026. My name Saiful Islam Mandal & Saiful Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kazi Humayan Kebir (Old Name) S/O–Kazi Fazle Ahammad resident of Dakshin Hazam Para , Salar , Murshidabad , West Bengal, Pin-742401 do hereby declared that I have changed my name from Kazi Humayan Kebir to Md Kabir and henceforth I shall be known as Md Kabir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/ 04/ 2026. My name Md Kabir & Kazi Humayan Kebir both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mustul Sk (Old Name) S/O–Asrafuddin Sekh resident of Vill-Barafkhana , Po-Roshanbagh , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742164 do hereby declared that I have changed my name from Mustul Sk to Mustul Sekh and henceforth I shall be known as Mustul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/ 04/2026. My name Mustul Sekh & Mustul Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kabira Khatun , D/O-Lal Mohammad Sekh resident of Vill-Basantapur , Po-Sundarpur , Ps-Bhag wangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135. My name Kabira Bibi recorded in my Driving Licence no. WB 57 20160176513 . My name Kabira Khatun and Kabira Bibi is same person declared by notary public Domkal court on 01/04/2026.

মেমারিতে সায়নী ঘোষের রোডশো

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ যাদবপুরের সাংসদ তথা তৃণমূলের অন্যতম সভানেত্রী সায়নী ঘোষের উপস্থিতিতে আজ মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচার এক অনন্য মাত্রা পায়। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে আয়োজিত এই মেগা রোডশোটি মেমারি চকদিঘী মোড় থেকে শুরু হয়ে বামুনপাড়ায় গিয়ে শেষ হয়, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কার্যত এক জনজোয়ারের সৃষ্টি করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের মেন্টর মহম্মদ ইসমাইল, কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জি এবং মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব। প্রিয. নেত্রীকে একঝলক দেখার জন্য দুপুর থেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন অগণিত মানুষ, যার ফলে প্রার্থীর সমর্থনে এক বিশেষ রাজনৈতিক উন্মাদনা তৈরি হয়। যদিও রোডশো ঘিরে তৃণমূল শিবিরে জয়ের প্রবল আত্মবিশ্বাস দেখা দিয়েছে, তবে অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা ও SIR-এর নিরিখে শেষ পর্যন্ত ভোটের ফলাফল কী হয়, তা জানতে গণনার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে রাজনৈতিক মহলকে।

মালদা থেকে ২০০ বাস যাচ্ছে ভিন রাজ্যে, ৪ এপ্রিল থেকে যাতায়াতে চরম ভোগান্তির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী আবহে এবারে মালদা জেলায় যাত্রী পরিষেবায় বিঘ্নের আশঙ্কা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে মালদা জেলায় যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থায় বড়সড় সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে সারা রাজ্য থেকে প্রায় তিন হাজারের বেশি বাস অসমে পাঠানো হচ্ছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকেই নেওয়া হচ্ছে অধিকাংশ বাস, আর সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাস রয়েছে মালদা জেলা থেকে। জানা গেছে, মালদা থেকে প্রায় ২০০-র বেশি বাস ইতিমধ্যেই অসমের উদ্দেশ্যে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ফলে জেলার বাস পরিষেবায় বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মালদা জেলা দুই বঙ্গের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রুট হওয়ায় প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী এই পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে মালদার গৌড় কন্যা টার্মিনাস থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩৫০টি বাস চলাচল করে। কলকাতা, শিলিগুড়ি সহ জেলার একাধিক রুটে নিয়মিত পরিষেবা চালু রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক বাস তুলে নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই যাত্রী পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা বাড়ছে। মালদা বাস ও মিনিবাস সংগঠনের সভাপতি বিদ্যুৎ বসাক জানিয়েছেন, আগামী ৪ ও ৫ এপ্রিল বাসগুলি অসমের উদ্দেশে রওনা দেবে। না চাইলেও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে বাস দিতে হচ্ছে। ফলে যাত্রী পরিষেবায় সমস্যার সৃষ্টি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এদিকে এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। এক নিত্যযাত্রী গোপাল চক্রবর্তী বলেন, প্রতিদিন শহর ও গ্রামে যাতায়াত করতে হয়। অনেক সময় ট্রেন না পেলে বাসই ভরসা। চিকিৎসার প্রয়োজনে কলকাতায় যেতে হয়। এখন বাস কমে গেলে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হবে। স্বভাবতই, নির্বাচনী আবহে বাসের এই ঘাটতি আগামী কয়েকদিন মালদা জেলার সাধারণ মানুষের যাতায়াতে বড়সড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে যদিও দেখার আগামীতে যাত্রী সুবিধার্থে সুষ্ঠু পরিষেবার ক্ষেত্রে কি বিকল্প উদ্যোগ নেয় প্রশাসন।

হাজির কমিশন নিয়োজিত পুলিশ অবজারভার, করলেন বিভিন্ন বুথে দর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১ এপ্রিল ঃ ভোট প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রথম দফার নির্বাচনের আগে হাতে আর মাত্র সপ্তাহ তিনেক। তার আগে প্রচারে ব্যাপক জোর দিয়েছেন প্রার্থীরা। তার মধ্যেই হাজির কমিশন নিয়োজিত পুলিশ অবজারভার। নির্বাচন কমিশনের পুলিশ অবজার্ভার বি এল মিনা মঙ্গলবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি থানার নিয়ামতপুর

ফাঁড়ির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ামতপুর এলাকার বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করেন। নিয়ামতপুর ধর্মশালা, লছিপুর ব্রহ্মচারী স্কুলসহ একাধিক বুথে তিনি পরিদর্শন করেন। সেই সময় নিয়ামতপুর ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মিহির কুমার দে সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে আগামী ২৩ এপ্রিলের নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য প্রতিটি বুথের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। আর নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এলাকার বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করেছেন পুলিশ অবজারভারও। খতিয়ে দেখেছেন সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বুথের পরিকাঠামো। যাতে নির্বাচনের দিন কোনওরকম অশান্তি না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কর্তারা দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন।

মমতার সভায় অনুপস্থিত অনুব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, নানুর, ১ এপ্রিল ঃ মমতার মুখে 'কেষ্ট' -র নাম শোনা গেলেও, এদিন নানুরের সভামঞ্চে দেখা মিললো না কেষ্টর ওরফে অনুব্রত মণ্ডলের। মমতা বলেন, 'অনেক আগে একটা সময় বীরভূমে এসেছিলাম। তখন রাতে থাকার জায়গা পাচ্ছিলাম। পরে দেখলাম ববি (ফিরহাদ হাকিম), অনুব্রত (মণ্ডল) আমাকে বলল এই রাস্তা দিয়ে গেলেই তারা মায়ের মন্দির। রাতে সেখানেই গেলাম।'' তারপর তারাপীঠের উন্নয়ন। এখন দেখলে চিনতে পারবেন বলেন মমতা। তিনি বলেন, শুধু তারাপীঠ নয়, পাথর চাপুরি, নলহাটেশ্বরী ফুল্লরা সব করে দিয়েছি। আমি করেছি বলবো না। মানুষ করেছে। বুধবার মমতার প্রথম সভাই রয়েছে বীরভূমের নানুরে। নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝির সমর্থনে প্রচারসভা করেন তৃণমূলনেত্রী। আল-আমীন মডেল স্কুল পাপুড়ী মাঠে এই সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নানুরের প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাঝি, হাঁসনের কাজল শেখ, লাভপুরের অভিজিত সিনহা, দুবরাজপুরের নরেশ চন্দ্র বাউড়ি, রামপুরহাটের আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলপুরের চন্দ্রনাথ সিনহা প্রমুখ। এদিন অনুব্রত মণ্ডল কাজল সেখের এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গড়হাজির থাকার ঘটনায় রাজনৈতিক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কারণ জেলায় অনুব্রত মণ্ডলের গুরুত্ব অনেকটাই কমেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সেই একই কারণে কোর কমিটির আরেক সদস্য সুদীপ্ত ঘোষকেও মঞ্চে দেখা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী তার নাম ঘোষণা করলেও তাকে দেখা যায়নি।

সীমান্তে 'নো এন্ট্রি'! জলপাইগুড়িতে কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে এখান দিয়ে যাওয়া আসা করা যাবে না! এই পথ পেরোলেই গুনতে হবে তার মাশুল! কেন? কোথায় এমন নিয়ম? আপনি কি এই পথ ব্যবহার করেন? তা হলে সাবধান হোন এখন থেকেই। ভোট উৎসবের দিনক্ষণ ক্রমশই এগোচ্ছে। আর দিন যত এগোচ্ছে ততই কঠোর যেন হচ্ছে প্রশাসন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় আগাম সতর্কতা জারি করেছে জেলা পুলিশ। জলপাইগুড়ির কাঁটাতারবিহীন প্রায় ১১ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানান, আগামী ২৩ এপ্রিল জেলায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তার আগেই সীমান্ত এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। ভারত-বাংলাদেশ ও ভুটান সীমান্তে দায়িত্বে থাকা বিএসএফ এবং এসএসবি-কে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশও তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ তৎপরতার সঙ্গে করছে। মূলত যেসব এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেই সব স্পর্শকাতর অঞ্চলে অতিরিক্ত টহলদারি চালানো হচ্ছে। দিন-রাত নজর রাখা হচ্ছে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে, যাতে কোনও সন্দেহজনক আনাগোনা, কার্যকলাপ দ্রুত প্রশাসনের নজরে আনা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে, ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে সীমান্তবর্তী সমস্ত যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। এতে করে বাইরের অনুপ্রবেশ বা অশান্তির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে প্রশাসন। জেলার একাধিক সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত পুলিশি নজরদারির ফলে তারা এখন অনেকটাই স্বস্তি বোধ করছেন। প্রশাসনের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থাও বাড়ছে। নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেই এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তাই এই সব এলাকা দিয়ে যাতায়াত করলে ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে সতর্ক হয়ে যান।

নাম বাতিল, সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ এসআইআর-এ কয়েক হাজার ভোটারদের নাম বাতিলের প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে মালদার সুজাপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাতিল তালিকায় নাম থাকা ভোটার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রচুর মহিলাও ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান কালিয়াচক থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে যানবাহন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। এদিকে, ভোটার তালিকায় নাম না থাকার প্রতিবাদে হরিশচন্দ্রপুরেও বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। তালিকায় নাম তোলার দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। বুধবার সকালে মালদার হরিশচন্দ্রপুরের দৌলতপুর এলাকার ঘটনা।

তৃণমূল সুপ্রিমোর মুর্শিদাবাদে সভা শুরুর আগে দু'জায়গায় বড় ধাক্কা তৃণমূলের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির মুর্শিদাবাদ জেলা সফর শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তে রাজ্যের শাসক দলকে বড়সড় ধাক্কা দিলেন ভরতপুরের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক তথা 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভা এলাকায় হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'তে যোগদান করলেন বড়ঞা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূলের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা এসসি-এসটি সেলের সভাপতি ষষ্ঠীচরণ মাল। প্রসঙ্গত আজই তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা রজকের সমর্থনে ডাকবাংলো কিষানমন্ডির মাঠে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। এরপর তাঁর নবগ্রামে আরও একটি নির্বাচনী জনসভা করার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সভার রাখবেন বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় পৌঁছে

ঠিক আগে বড়ঞা ব্লকের পরিচিত তৃণমূল নেতা ষষ্ঠীচরণ মালের দলত্যাগ শাসক দলের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। নওদা বিধানসভা এলাকায় হুমায়ুন কবীরের জনসভায় আজ এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় পৌঁছে গিয়েছেন। এর পাশাপাশি আজকের সভা থেকেই হুমায়ুনের দল এবং মিমের যৌথ নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ষষ্ঠীচরণ মালকে নিজের দলে যোগদান করিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, আমি যখন মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ছিলাম সেই সময় ষষ্ঠীচরণ মাল বড়ঞা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। উনি বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি-এসটি সেলের জেলা সভাপতি পদে রয়েছেন। হুমায়ুন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো যখন বড়ঞায় সভা করছেন ঠিক সেই সময় ষষ্ঠীচরণ মাল আমাদের দলে যোগদান করলেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ষষ্ঠীচরণ মাল আমাদের দলের প্রতীকে বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দলের প্রার্থী প্রতিমা রজকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অন্যদিকে জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আজই তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাধিপতি ঝর্ণা দাস। আজ তাঁর হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন জঙ্গিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ইমরান আলী।

ভেসে যাচ্ছিল দাদু-নাতনি, নুলিয়াদের তৎপরতায় রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১ এপ্রিল ঃ সমুদ্রস্নানের আনন্দ মুহূর্তেই আতঙ্কে বদলে গেল দিঘায়। জোয়ারের প্রবল স্রোতে তলিয়ে যাওয়ার মুখে পড়েছিলেন এক বৃদ্ধ ও তাঁর নাতনি। শেষপর্যন্ত উপস্থিত নুলিয়াদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন দু'জনেই। ঘটনাটি বুধবার সকালে ওল্ড দিঘার ক্ষণিকা ঘাট এলাকায় ঘটে। জানা গেছে, পশ্চিম বর্ধমানের বেলিয়াতোড় থেকে পরিবার-সহ দিঘায় বেড়াতে এসেছিলেন তাঁরা। সকালে সমুদ্র শান্ত থাকায় বৃদ্ধ তাঁর নাতনিকে নিয়ে জলে নামেন। প্রথমে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আচমকা জোয়ারের স্রোত বেড়ে যায়। প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কায় দু'জনেই ভারসাম্য হারিয়ে জলে পড়ে যান এবং স্রোতের টানে ভেসে যেতে শুরু করেন। সৈকতে উপস্থিত পর্যটকরা ঘটনাটি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পানে। সেই সময় দায়িত্বে থাকা নুলিয়ারা দ্রুত পরিস্থিতি বুঝে উদ্ধারকাজে নামেন। দড়ি নিয়ে উত্তাল জলে ঝাঁপ দিয়ে তাঁরা দাদু ও নাতনির কাছে পৌঁছান এবং বেশ কিছুটা দূর থেকে তাঁদের টেনে নিরাপদে তীরে নিয়ে আসেন। উদ্ধারের সময় দু'জনেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং ঢেউয়ের ধাক্কায় অসুস্থ হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এর মাত্র দু'দিন আগেই তালসারির সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল টলিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দিঘার এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে পর্যটক মহলে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জোয়ারের সময় সমুদ্রে নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পর্যটকদের সতর্ক করতে মাইকিং ও নজরদারি আরও জোরদার করা হচ্ছে। পাশাপাশি নুলিয়াদের সংখ্যাও বাড়ানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এই ঘটনার পর আবারও প্রশ্ন উঠছে, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা প্রয়োজন কি না। তবে নুলিয়াদের তৎপরতায় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে এলাকায়।

জোড়া মৃত্যু, উত্তপ্ত রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১ এপ্রিল ঃ এসআইআর সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা এবার মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনল বীরভূমে। ময়ূরেশ্বর ও মল্লারপুরে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্কে দুই ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ময়ূরেশ্বরের কুনুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা ৫৮ বছরের সাদত আলির মৃতদেহ বুধবার সকালে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, সম্প্রতি প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় তাঁর পরিবারে আটজনের নাম বাদ পড়ায় তিনি চরম দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। এর আগে খসড়া তালিকায় তাঁদের নাম 'বিচারাধীন' হিসেবে উল্লেখ ছিল এবং প্রয়োজনীয় নথিও জমা দেওয়া হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় নাম না থাকায় আতঙ্ক আরও বাড়ে। এবার কী হবে? ঘরছাড়া হতে হবে না তো?-এই দুশ্চিন্তাই গ্রাস করেছিল তাঁকে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে তিনি খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেন এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, এই আতঙ্কই তাঁর মৃত্যুর কারণ। একই ঘটনা সামনে এসেছে মল্লারপুরের গৌরবাজার এলাকা থেকেও। সেখানে অর্চনা বিবি নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

এসআইআর বিতর্কে স্বস্তির বার্তা! বাদ পড়া ভোটারদের নাম ফেরাতে বড় উদ্যোগ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ এসআইআরকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে যখন বিক্ষোভ ও উত্তেজনার পারদ চড়ছে, ঠিক সেই সময়ই বাদ পড়া ভোটারদের জন্য

গুরুত্বপূর্ণ আশ্বাস দিল জেলা প্রশাসন। মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের সাতটারি এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে এদিন উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান, এমনকী নির্বাচন আধিকারিকদের ঘিরেও প্রতিবাদ চলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক শেখ আনসার আহমেদ। তিনি জানান, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে একই পরিবারের কারও নাম তালিকায় থাকলেও অন্য কারও নাম বাদ পড়েছে। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রয়োজনীয় নথির ঘাটতি বা তথ্যগত ত্রুটির কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভোটারদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা ফর্ম ৬ পূরণ করে পুনরায় নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করতে পারবেন। বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলা সহায়তা কেন্দ্র, পঞ্চায়েত অফিস কিংবা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়া যাবে। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ট্রাইবুনালে আবেদনের নির্ধারিত ১৫ দিনের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য উচ্চপর্যায়ে চিঠি পাঠানো হবে। এবং কোন কারণে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে, তা স্পষ্টভাবে জানানো হবে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে অনেকটাই স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তবে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বিক্ষোভ আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ভোটার তালিকায় নাম থাকা গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্যতম ভিত্তি। তাই প্রশাসনের এই উদ্যোগ বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

আসানসোলের কালী পাহাড়ি শিব মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর, দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১ এপ্রিল ঃ আসানসোলের কালী পাহাড়ি এলাকায় একটি প্রাচীন মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই মন্দিরে মঙ্গলবার রাতে একদল দুষ্কৃতী হানা দেয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা মন্দিরে প্রবেশ করে মা কালী, ভগবান শিব এবং বজরংবলির প্রতিমাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পান। এই ঘটনা জানাজানি হতেই গোটা এলাকায় ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগার অভিযোগে জনরোষ তৈরি হয়। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনাকে কেবল ভাঙচুর নয়, বরং তাঁদের ধর্মীয় আস্থার ওপর পরিকল্পিত হামলা বলে অভিহিত করেছেন এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসানসোলের রাজনৈতিক পরিবেশও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এরপর তিনি আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি আসানসোল দক্ষিণ থানায় পৌঁছান এবং লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। থানায় থাকাকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বজিত হালদারের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন। দোষীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়সীমার দাবিতে গভীর রাত পর্যন্ত কয়েক'শ বিজেপি কর্মী থানার সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া হলেও বিক্ষোভকারীরা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন। অবশেষে রাত প্রায় ২টো নাগাদ বিজেপি নেতৃত্ব অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেয়। এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর মীনা কুমারী হাঁসদা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে একে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করার চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন। এলাকার শান্তি বজায় রাখার জন্য ওয়ার্ড সভাপতি মনোজ হাজরা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বর্তমানে গোটা ঘটনায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং দোষীদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা সফলভাবে অ্যানুয়াল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কনফারেন্সের আয়োজন

মালিগাঁও, ১ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে নামবারিস্থিত লুইতগড় রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে 'রেলওয়ে অ্যাসোসিয়েশন অফ আইএসএ' (আরএআইএসএ)-এর ৩১তম অ্যানুয়াল ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনাল মেডিক্যাল কনফারেন্স সফলভাবে

আয়োজন ও সম্পন্ন করেছে। 'এভিডেনস বেসড প্র্যাক্টিচ' বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই দুই দিনযোরা অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ সমবেত হয়েছিলেন। কনফারেন্সটির উদ্বোধন করেন রেলওয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার ডাইরেক্টর জেনারেল ডাঃ জগদীশ চন্দ্র, যিনি রেলওয়ে কর্মচারী ও যাত্রীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য মানসম্মত ও তথ্য-নির্ভর চিকিৎসা প্রোটোকলের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এই অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ স্বপ্না বড়ো দৈমারি উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে অলঙ্কৃত করেন যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর অঙ্গীকারকেই বিশেষভাবে তুলে ধরে। বিভিন্ন রেলওয়ে জোন ও শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫০ জন চিকিৎসক এই কনফারেন্সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাইনটিফিক সেক্রেটারি ডাঃ সোমনাথ সাহা সমন্বিত এই অধিবেশনগুলো ক্লিনিক্যাল গবেষণাকে ব্যবহারিক স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োগে পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করেছিল। এই আয়োজনে 'রেলওয়ে সোসাইটি অফ অ্যানেস্থেসিওলজিস্টস'-এর উল্লেখযোগ্য অবদানও পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পেরিঅপারেটিভ সেবা ও পেইন মেনেজম্যান্টের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। মালিগাঁও সেন্ট্রাল হাসপাতালের মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ বি.পি. ডেকা এবং হাসপাতালের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলের নেতৃত্বে, অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আয়োজিত হয়েছিল। তাদের প্রচেষ্টার ফলে মেডিক্যাল প্রফেস্যানালদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে। কনফারেন্সের শেষ পর্বে মালিগাঁওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালের ডাঃ পীযুষ সরকার সকল অংশগ্রহণকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এই আয়োজনে যেসব অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান বিনিময় করা হয়েছে, তা ভারতীয় রেলওয়ে জুড়ে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়, যা এই গুরুত্বপূর্ণ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কনফারেন্সের সফল পরিসমাপ্তি নির্দেশ করে।

শিমলায় উদ্ধার মাদক, গ্রেফতার দুই

শিমলা, ১ এপ্রিল ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলায় মাদক সরবরাহ করতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়ল কুল্লুর দুই যুবক। তাদের কাছ থেকে মোট ১.০৫৫ কিলোগ্রাম মাদক (চরস) উদ্ধার করেছে শিমলা জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি মামলা রুজু করে আদালতে পেশ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বুধবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়াছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বালুগঞ্জ থানার পুলিশ নিয়মিত টহল দিচ্ছিল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর আসে যে, কুল্লু জেলার দুই ব্যক্তি একটি গাড়িতে করে শিমলার টুটু এলাকায় মাদক সরবরাহ করতে এসেছে। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সন্দেহভাজনদের গাড়িটিকে আটক করে। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে গাড়ির ভিতর থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়, যার মধ্যে আলাদা আলাদা প্যাকেটে রাখা মোট ১.০৫৫ কিলোগ্রাম মাদক (চরস) পাওয়া যায়। গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তি-কমলেশ কুমার (৩৫) ও ইন্দ্রজিত (২৮), দু'জনেই কুল্লু জেলার বাসিন্দা। ঘটনাস্থল থেকেই তাদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকের উৎস ও সম্ভাব্য সরবরাহ চক্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। পুলিশের অনুমান, এর সঙ্গে বড় কোনও মাদক পাচার চক্র জড়িত থাকতে পারে। সেই দিকটি মাথায় রেখে তদন্ত চালানো হচ্ছে। পুলিশ সুপার গৌরব সিং জানিয়েছেন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে।

SHORT NOTICE
INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 22/Q of 2025-26
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. Location:- Chandrakona Road Girls High School, Patna HS Vivakanada School, Dherua CRPF Camp, Monoharpur Raja Ramchandra Vidyaniketon (H.S), Sundarar High School (H.S.), Barisha High School, Maa Gouri Devi College of Education, Bogchhari B.ED collage, Supa Pur Suri High School, Keshiary Govt. College. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last dt. application: 03.04.2026 upto 01.30 P.M. Last dt. permission: 03.04.2026 upto 02.00 P.M. Last dt. Of receiving quotation: 03.04.2026 upto 03.30 P.M. Dt. of Opening: 03.04.2026 at 04.00 P.M.

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

LOST DOCUMENT

- I, Sayan Bhattacharjee son of Kanchan Bhattacharjee residing at 36/5,Pasupati Bhattacharjee Road,Kolkata-700041 have lost my original Certificate of Competency (CoC).
- Grade: Marine Engineer Officer Class IV
- CoC Number: 95Z-35623
- Issued By: Directorate General of Shipping, Government of India
- Date of Issue: 22/09/2022
- The document was lost on or around 18th March 2026 near Behala, Kolkata.A Police Report/FIR has been filed at Behala Police Station, Kolkata, vide GD/ FIR No. 1833 dated 18/03/2026.
- Anyone finding the same is requested to kindly return it to the address mentioned above or contact +91 9073499355 .If found, it is of no use to anyone else and misuse is a punishable offense.

SHORT NOTICE
INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 21/Q of 2025-26
N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. Location:- Dhamcha High School, Metyal High School, Khalina High Scghool, Mohanpur High School (H.S.), Keshpur Sukumar Sengupta Mahavidyalaya, Chandrakona Road Girls High School, Patna HS Vivakanada School, Jalsara Ramkrishna High School (HS). Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last dt. application: 03.04.2026 upto 01.30 P.M. Last dt. permission: 03.04.2026 upto 02.00 P.M. Last dt. Of receiving quotation: 03.04.2026 upto 03.30 P.M. Dt. of Opening: 03.04.2026 at 04.00 P.M.

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮/০৪/২০২৬ তারিখে ১১:০০ টা। বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: **টেন্ডার নোটিশ নম্বর: এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৫_২৬_২৭; কাজের নাম:** আদ্রা ডিভিশনে এসএসই (পি.ওয়ে)/আদ্রা ইস্টের এখতিয়ারভুক্ত ইয়ার্ড উন্নয়ন সংক্রান্ত এসএন্ডটি কাজ; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ১,৯৯,১২,৩০১.৮০; **(PR- 07)**

Govt. of West Bengal.

Short Notice Quotation Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works.

NIQ Corrigendum

Name of Works will be read as : Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 2 nos. Nischintapur RD High School and Bagaria Kalika Adarsha Vidya Mandir under Kulpi PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. . (**Tender Ref: NIQ No. 112/Q of S24PED of 2025-26)** Instead of :- Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Nischintapur RD High School under Kulpi PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 112/Q of S24PED of 2025-26)**
All the other information will remain same. Date of Permission: : 27.03.2026 Upto 01.00 P.M. Bid Submission closing: 29.03.2026 Upto 01.30 P.M. Bid opening Date: 29.03.2026 after 02.00 P.M.

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পুরুলিয়া, থানা- পুরুলিয়া মফঃ, হুটমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকালীন সিদপুর মৌজার মধ্যে (১৫৪ নং) R.S. 1746 নং প্লটের বাইদ শ্রেণি জমির পরিমাণ 35 ডেঃ মালিক শ্রী মিহির গঁরাই পিতা- হাকিম গঁরাই উক্ত জমি বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তি বদ্ধ হইয়াছে। এই জমি সম্পর্কে কাহারো কোন প্রকার আইনগত জর ও আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। অন্যথায় কোন প্রকার দাবী গ্রাহ্যনীয় হবে না।

মিহির গঁরাই
পোঃ - হুটমুড়া, জেলা-পুরুলিয়া
ফোন নং-৮৯৭২৭৩৯৮৯৭

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
CIN: L01132WB1990PLC048991
রেজি.অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩ তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বর ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নম্বর ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ **enquiry@norbentea.com** ওয়েবসাইটঃ **www.norbentea.com**

ভৌত শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

SEBI-এর ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং. HO/38/13/11/(2)2026-MIRSD-PODA/ 3750/ 2026 অনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে ক্রয় বা বিক্রয়কৃত ভৌত সিকিউরিটিজ -এর হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট)-এর জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত আরেকটি 'বিশেষ উইন্ডো' খোলা হয়েছে। এই সুযোগের আওতায় সেইসব আবেদনগুলোও অন্তর্ভুক্ত হবে, যা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, ফেরত পাঠানো হয়েছিল কিংবা প্রক্রিয়াজাত করা হয়নি। বিস্তারিত তথ্যের জন্য, বিনিয়োগকারীরা **https://tinyurl.com/ 449cbkam** লিঙ্কে উপলব্ধ **SEBI**-এর সার্কুলারটি দেখতে পারেন। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, শুধুমাত্র সেইসব আবেদনগুলোই এই বিশেষ উইন্ডোর অধীনে বিবেচনার যোগ্য বলে গণ্য হবে, যা মূল সিকিউরিটিজ সনদ(সমূহ), ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে সম্পাদিত হস্তান্তর দলিল এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ জমা দেওয়া হবে।
যেসব শেয়ারহোল্ডার এই বিশেষ সুযোগটি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্টের (RTA) সাথে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেনঃ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩ লেক গার্ডেনস, ১ম তল,কলকাতা-৭০০০৪৫, টেলিফোন নম্বর- ০৩৩-৪০৭২ ৪০৫১ ইমেইল- **mcsstare@diffmail.com**।

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড এর পক্ষে,
স্বা /- নম্রতা দাস
কোম্পানী সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১.০৪.২০২৬

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN: L01132WB1893PLC000742
রেজি.অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩ তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বর ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নম্বর ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ **info@tonganitea.com** ওয়েবসাইটঃ **www.tonganitea.com**

ভৌত শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

SEBI-এর ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং. HO/38/13/11/(2)2026-MIRSD-POD/ I/ 3750/ 2026 অনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে ক্রয় বা বিক্রয়কৃত ভৌত সিকিউরিটিজ -এর হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট)-এর জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত আরেকটি 'বিশেষ উইন্ডো' খোলা হয়েছে। এই সুযোগের আওতায় সেইসব আবেদনগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, ফেরত পাঠানো হয়েছিল কিংবা প্রক্রিয়াজাত করা হয়নি। বিস্তারিত তথ্যের জন্য, বিনিয়োগকারীরা **https://tinyurl.com/ 449cbkam** লিঙ্কে উপলব্ধ **SEBI**-এর সার্কুলারটি দেখতে পারেন। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, শুধুমাত্র সেইসব আবেদনগুলোই এই বিশেষ উইন্ডোর অধীনে বিবেচনার যোগ্য বলে গণ্য হবে, যা মূল সিকিউরিটিজ সনদ(সমূহ), ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে সম্পাদিত হস্তান্তর দলিল এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ জমা দেওয়া হবে।
যেসব শেয়ারহোল্ডার এই বিশেষ সুযোগটি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্টের (RTA) সাথে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেনঃ নিশ টেকনোলজিস প্রা. লি., ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তলা, কক্ষ নং ৭এ ও ৭বি, কলকাতা-৭০০ ০১৭, টেলিফোন নং ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬ /১৭/১৮, ইমেইলঃ **nichetechpl@nichetechpl.com**।

টোঙ্গানি টি কোম্পানী লিমিটেড এর পক্ষে,
স্বা /- অরিন্দম রায়চৌধুরী
কোম্পানী সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১.০৪.২০২৬

আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে সেরা ভারতই

ব্যাটারদের তালিকায় প্রথম ও দুইয়ে অভিষেক ও ঈশান

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১ এপ্রিলঃ টি-২০ আন্তর্জাতিকে ব্যাটারদের তালিকায় এক ও দুই নম্বর স্থান ধরে রাখলেন অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষান। অন্যদিকে র‍্যাঙ্কিংয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি হল কিউয়ি ব্যাটার কনর এস্টারহুইজানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিষেক টি-২০ সিরিজে ২০০ উপর রান করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে ৩৯ নম্বরে আছেন তিনি। অন্যদিকে, কিউয়ি উইকেটরক্ষক টিম রবিনসন আছেন ৩২ নম্বরে। অন্যদিকে, ইংরেজ ব্যাটার জস বাটলার র‍্যাঙ্কিংয়ে আছেন নয় নম্বরে। টিম সেইফার্ট আছেন আট নম্বরে। ছয় নম্বরে আছেন ভারতের তিলক বর্মা। সাতে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। বোলারদের তালিকায় এক নম্বরে আছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। দুইয়ে ভারতের বরুণ চক্রবর্তী। পাঁচে আছেন জসপ্রীত বুমরা। অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষে আছেন জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। দুইয়ে ভারতের

হার্দিক পাণ্ডিয়া। অভিষেক ও ঈশানের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র চার। ৮৭৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অভিষেক। ৮৭১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ঈশান। এদিকে, বড় ধাক্কার মুখে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন তারকা ক্রিকেটার। ২০২৬-২৭ মরশুমের তালিকা প্রকাশিত করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সেখানে বেশ কয়েকটি বড় নাম নেই। আগস্ট থেকে পরের এক বছরের মধ্যে ২০টি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া। সামনে এতগুলো টেস্ট থাকায়, টেস্ট বিশেষজ্ঞদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল ছাড়াও তরুণ ব্যাটার স্যাম কনস্টাস ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ২১ জনের প্লেয়ারদের তালিকায় জায়গা পায়নি। ৩১ বছরের ওপেনার জেক ওয়েদারাল্ডকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখা হয়েছে। গত বছরের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ম্যাট শর্ট। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় কয়েকটা চমক রয়েছে। তালিকায় জায়গা পাননি ফাস্ট বোলার ঝাই রিচার্ডসনও। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলি বলেন, ''পরের ১২ মাসে আমাদের প্রচুর টেস্ট খেলতে হবে। বিভিন্ন কন্ডিশনে খেলার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। সেটা মাথায় রেখে তালিকা পেশ করা হয়েছে।'' আগস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জোড়া টেস্টের সিরিজ দিয়ে শুরু। এরপর তিনটে একদিনের ম্যাচ খেলতে জিম্বাবোয়েতে যাবে দল।

‘আমার ধারেকাছে কেউ আছে...’

নির্বাচকদের চ্যালেঞ্জ শামির!

নিজস্ব প্রতিবেদন

জাতীয় দলে বেশ কয়েক বছর ধরেই সুযোগ হচ্ছে না মহম্মদ শামির। ভাল বোলিং করলেও মেলেনি জায়গা। এবার মুখ খুললেন শামি। সরাসরি নির্বাচকদের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন এই বঙ্গ পেসার। তাঁর মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ফর্মের নিরিখে তাঁর আশেপাশে কেউ নেই। বুধবার আইপিএলে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামমার আগেই নিজের বিষয়ে এই উক্তি শামির। একটি পডকাস্টে এসে শামি প্রশ্ন তোলেন, ''কেন আমাকে এখনও জাতীয় দলে ভাবা হচ্ছে না? আমি মনে করি না, পরিসংখ্যান সবসময় জরুরি। যদি কারও ফর্ম থাকে, তাহলে পরিসংখ্যান দিয়ে কী হবে? আমার পরিসংখ্যান দেখুন। আইপিএল দেখুন। আমার ধারেকাছে কোনও বোলার রয়েছে? এরপরেও আমি জাতীয় দলে নেই। শেষ ৫৬ বছরে ১৩০ উইকেট পেয়েছি। আর কী করতে হবে আমাকে?'' খুব একটা ভুল বলেননি তিনি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৭ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। আইপিএলেও শেষ ৫ বছরে ৭০ এর বেশি উইকেট পেয়েছেন শামি। ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার হয়ে ৬৭ উইকেট পাওয়ার পরেও জাতীয় দলে তাঁকে ব্রাত্য করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কিন্তু তাঁর থেকে ভাল বোলার হিসেবে উঠে আসছেন বুমরা, অর্শদীপ বা হর্ষিত রানারা। গতবছর শেষবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন শামি। তারপর থেকেই সুযোগ হয়নি তাঁর। এই মুহূর্তে দেশের হয়ে খেলছেন বুমরা, সিরাজ, অর্শদীপ সিংরা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে হর্ষিত রানা চোটের কারণে দলের বাইরে চলে গেলেও দলে জায়গা হয়নি শামির। নিজের অবসর নিয়েও অকপট শামি। বললেন, ''অবসর বিষয়টা ব্যক্তিগত। যেদিন ঘুম থেকে উঠে ক্রিকেটকে একঘেয়ে লাগবে, সেই দিন অবসর ঘোষণা করে দেব। তবে এখনও, সেরকম কিছু মনে হয়নি।''

লেভানডফস্কিদের আশা মাড়িয়ে বিশ্বকাপে সুইডেন

সংবাদ সংস্থা, স্টকহম, ১ এপ্রিলঃ ঘরের মাঠে মঙ্গলবার রাতে ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ের প্লে অফের ফাইনালে ৩-২ গোলে জিতেছে সুইডেন। এক আসর পর বিশ্বকাপে খেলবে সুইডেন। দুই আসর পর বিশ্ব মঞ্চে দেখা যাবে না রবের্ত লেভানডফস্কির পোল্যান্ডকে। ১৯তম মিনিটে অ্যান্থনি এলাঙ্গার গোলে এগিয়ে যায় সুইডেন। ৩৩তম মিনিটে পোল্যান্ডকে সমতায় ফেরান নিকোলা জালেভস্কি। ৪৪তম মিনিটে আয়োজকরা আবার এগিয়ে যায় গুস্তাফের গোলে। ৫৫তম মিনিটে স্কোরলাইন ২-২ করেন কারোল। অতিরিক্ত সময়ের দিকে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল ম্যাচ, তখনই ৮৮তম মিনিটে সুইডেনকে তৃতীয় দফায় এগিয়ে নেন ইয়োকেরেশ। তাদের এক খেলোয়াড়ের শট পোল্যান্ড গোলরক্ষক ঠেকানোর পর, আরেকজনের শট পোস্টে লাগে, ফিরতি বল কাছ থেকে জালে পাঠান আর্সেনাল ফরোয়ার্ড। উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা স্টেডিয়াম। আরেক প্লে অফ ফাইনালে ইউরোপের সবচেয়ে ছোট দেশ কসোভোকে তাদের মাঠে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের টিকেট পেয়েছে তুরস্ক।

বার্সেলোনায় ধারহীন স্পেনকে রুখে দিল মিশর

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ১ এপ্রিলঃ বার্সেলোনায় মঙ্গলবার রাতে প্রীতি ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। এই ফলে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান হারাবে স্প্যানিশরা। তিন দিন আগে সার্বিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া স্পেন এদিন ৬০ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৬টি শট নেয়, যদিও এর মাত্র ছয়টি লক্ষ্যে থাকে। আর মিশরের চার শটের একটিই লক্ষ্যে ছিল। ২৯তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো মিশর। তবে ভাগ্য সহায় হয় স্পেনের ওমার মার্মুশের ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট পোস্টে বাধা পায়। লামিনে ইয়ামাল ও দানি ওলমোসহ পাঁচজনকে বিরতির পর আর মাঠে নামাননি স্পেন কোচ। সতেজ ফুটবলারদের আগমনে দলটি স্বরূপে ফেরার আভাস দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ভালো একটা সুযোগও পান ফেররান টরেস, যদিও গোলরক্ষক বরাবর দুর্বল শট নিয়ে হতাশ করেন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। পরের কয়েক মিনিটে দলটি আরও কয়েকটি সুযোগ তৈরি করে কিন্তু পেদ্রি-ফের্মিন লোপেসরা পারেননি সফল হতে। ৮৪তম মিনিটে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হামদি ফাথি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় মিশর। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি ২০১০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিল জাপান

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১ এপ্রিলঃ লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে চার দিনের মধ্যে আরেকবার হতাশাজনক ফুটবল খেলল আয়োজকরা। প্রীতি ম্যাচে তাদেরকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিল জাপান। বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে শেষ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে একটিও জিততে পারল না টমাস টুখেলের দল। গত শুক্রবার এই মাঠেই উরুগুয়ের সঙ্গে ১-১ ড্র করে তারা। অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণের চেষ্টায় থাকলেও, লক্ষ্যে শট রাখতে পারছিল না ইংল্যান্ড। এর মাঝে ২৩তম মিনিটে ছোট্ট এক ভুল করে বসেন কোল পামার এবং সেখান থেকে পিছিয়ে পড়ে তারা। চেলসি উইঙ্গারের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে প্রতি-আক্রমণে ওঠে সফরকারীরা এবং সতীর্থের পাস ডি-বক্সে পেয়ে প্লেসিং শটে দলকে এগিয়ে নেন মিতোমা। গোলের জন্য জাপানের এটাই ছিল প্রথম শট। সময়ের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ধার আরও কমে আসে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবার গোলও খেতে বসেছিল তারা। তবে এই যাত্রায় রিতসু দোয়ানের শট আটকে ব্যবধান বাড়তে দেননি জর্ডান পিকফোর্ড। কেইনের শূন্যতায় ইংল্যান্ড কোচ ‘ফলস নাইন’ হিসেবে যাকে খেলান, সেই ফিল ফোডেন উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেননি। তাকে ও পামারসহ ৫৯তম মিনিটে একসঙ্গে চারটি পরিবর্তন করেন টুখেল। বাকি সময়ে গোলের জন্য আরও অনেকবার শট ঠিকই নেয় ইংল্যান্ড কিন্তু খুব কম সময়ই প্রতিপক্ষকে সত্যিকারের পরীক্ষায় ফেলতে পেরেছে তারা। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারির একাংশের নিজেদের সমর্থকদের থেকেই কটাক্ষ শুনতে হয় ইংল্যান্ড দলকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চারবারের দেখায় এই প্রথম জিততে পারল জাপান। আর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের চার নম্বর দলটি টমাস টুখেলের কোচিংয়ে ১২ ম্যাচে দ্বিতীয় হারের তেতো স্বাদ পেল।

ক্রোয়েশিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে জয়ে ফিরল ব্রাজিল

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ১ এপ্রিলঃ ভারতীয় সময় বুধবার সকালে শুরু হওয়া ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে ব্রাজিল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্রাজিলকে এগিয়ে নেন দানিলো। ক্রোয়েশিয়ার লভরো মায়ের সমতা ফেরানোর পর সফল স্পট কিকে দেশের হয়ে নিজের প্রথম গোল করেন ইগো চিয়াগো। যোগ করা সময়ে দলের তৃতীয় গোলটি করেন গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। ম্যাচের শুরুতে ছিল ফাউলের ছড়াছড়ি। প্রথম ১১ মিনিটে হয় ১১টি ফাউল। এরপর ধীরে ধীরে কমতে থাকে ফাউলের সংখ্যা। গতিময় ফুটবলে জমে ওঠে ম্যাচ। ১৯তম মিনিটে ম্যাচের প্রথম ভালো সুযোগ পান দানিলো। ভিনিসিউস জুনিয়রের কাটব্যাকে তার গতিময় শট চমৎকার রিফ্লেক্সে কোনোমতে ফেরান ক্রোয়েশিয়া গোলরক্ষক দমিনিক লিভাকোভিচ। ৩৬তম মিনিটে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন জোয়াও পেদ্রো। তবে এবারও

দুর্দান্ত সেভে ব্রাজিলকে হতাশ করেন লিভাকোভিচ। পাঁচ মিনিট পর ঝাঁপিয়ে তিনি ব্যর্থ করে দেন জোয়াও পেদ্রোর গতিময় শট। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে লুকা মদ্রিচের ফ্রি কিকে সুযোগ এসে যায় লুক ভুসকোভিচের সামনে। তার হেড দারুণ রিফ্লেক্সে ক্রসবারের উপর দিয়ে পাঠান ব্রাজিল গোলরক্ষক বেন্তো। গতিময় পাল্টা আক্রমণে পরের মিনিটে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। পায়ের কারিকুরি ও গতিতে ক্রোয়েশিয়ার তিনজনকে এড়িয়ে চমৎকার কাট ব্যাকে ভিনিসিউস খুঁজে নেন দানিলোকে। পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে বাকিটা অনায়াসে সারেন দানিলো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ব্রাজিলকে বেশ চেপে ধরে ক্রোয়েশিয়া। ৫৭তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে আন্দ্রেই ক্রামারিচের গতিময় শট ঠেকান বেন্তো। ৭৪তম মিনিটে ভুসকোভিচের শট যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে। ১০ মিনিট পর ম্যাচে সমতা ফেরান মায়ের। তনি ফ্রুকের উঁচু করে বাড়ানো বল ক্লিয়ার করতে পারেননি ব্রাজিলের কেউ। সুযোগ কাজে লাগিয়ে জাল খুঁজে নেন মায়ের। ক্রোয়াটদের উচ্ছ্বাস অবশ্য বেশিক্ষণ টেকেনি। ৮৮তম মিনিটে সফল স্পট কিকে দলকে ফের এগিয়ে নেন চিয়াগো। ডি বক্সে এন্দ্রিককে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় ব্রাজিল। সমতা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টায় যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আরেকটি গোল হজম করে ক্রোয়েশিয়া। প্রতি আক্রমণে এন্দ্রিকের কাছ থেকে বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন আর্সেনাল ফরোয়ার্ড মার্তিনেল্লি। ফ্রান্সের বিপক্ষে আগের ম্যাচে হারের পর এই জয়ে স্বস্তি নিয়েই আন্তর্জাতিক বিরতি শেষ করল ব্রাজিল।

মেসি-আলভারেজের গোলে জাম্বিয়াকে সহজেই হারাল আর্জেন্টিনা

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ১ এপ্রিলঃ বুয়েনস আইরেসে ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে শুরু হওয়া ম্যাচে ৫-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। আলভারেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান মেসি। আর্জেন্টিনায় নিজের শেষ ম্যাচে পেনাল্টি থেকে দলের তৃতীয় গোলটি করেন নিকোলাস ওতামেন্দি। ম্যাচের অন্তিত সময়ে জালের দেখা পান তরুণ মিডফিল্ডার জাল খুঁজে নেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এটি মেসির ১১৬তম গোল। ১৪৩ গোল করে তার উপরে আছেন কেবল ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। বিরতির পরপরই স্কোরলাইন ৩-০ করেন ওতামেন্দি। ডি বক্সে থিয়াগো আলমাদা ডি বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। নিজে শট না নিয়ে দীর্ঘ দিনের সতীর্থ ওতামেন্দিকে শট নিতে দেন মেসি।

ভালেন্তিন বার্কো। অন্য গোলটি আত্মঘাতী। শুরুতেই গোল হজমের পর পুরোপুরি রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে জাম্বিয়া। বল দখলে রেখে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে আর্জেন্টিনা। তবে লম্বা সময় তাদের ঠেকিয়ে রাখে আফ্রিকার দলটি। ৪১তম মিনিটে মেসির চমৎকার পাসে সুযোগ পান আলভারেজ। কিন্তু না তিনি ঠিকঠাক গোলের জন্য শট নেন, না কোনো সতীর্থকে লক্ষ্য করে ক্রস করেন। নষ্ট হয় দারুণ সুযোগ। শুরুর একাদশে ফেরা মেসি ৪৪তম মিনিটে চমৎকার গোলে ব্যবধান বাড়ান। ডি বক্সে বল পেয়ে পায়ের কারিকুরিতে ঘিরে থাকা খেলোয়াড়দের এড়িয়ে খুঁজে নেন আলেক্সিস মাক আলিস্তেরকে। বল ফিরে পেয়ে চমৎকার আড়াআড়ি শটে ৫০তম মিনিটে ঠান্ডা মাথায় সফল স্পট কিকে দেশের হয়ে নিজের অষ্টম গোলটি করেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার। ৬৫তম মিনিটে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন এনসো ফার্নান্দেজ। চেলসি মিডফিল্ডারের বাঁকানো গতিময় শট ঝাঁপিয়ে ফেরান জাম্বিয়া গোলরক্ষক। দুই মিনিট পরেই ব্যবধান আরও বাড়ায় আর্জেন্টিনা। আলমাদার শট ঠেকানোর চেষ্টায় বা বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জালেই পাঠিয়ে দেন ডমিনিক চান্ডা। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে জালের দেখা পান বার্কো। নিকো গন্সালেসের ফ্লিকে বল পেয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে অনায়াসে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজের প্রথম গোলটি করেন ২১ বছর বয়সী মিডফিল্ডার। ম্যাচের সমাপ্তিও হয় সেখানে।

৪০ বছর পর বিশ্বকাপে ইরাক

সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো, ১ এপ্রিলঃ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় শেষে বাকি ছিল এই একটি জায়গা। ফুটবল দুনিয়ার নজর ছিল এই আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে। সেই লড়াইয়ে বলিভিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ দল হিসেবে এবারের বিশবকাপে জায়গা নিশ্চিত করল ইরাক। আগে একবারই বিশ্বকাপ খেলতে পেরেছিল তারা, ১৯৮৬ আসরে মেক্সিকোয়। এবার সেই মেক্সিকোতেই বাছাইয়ের শেষ ধাপ জিতে ৪০ বছর পর বিশ্বমঞ্চে ফিরছে ‘লায়ন্স অব মেসোপটেমিয়া’ নামে খ্যাত দলটি। মেক্সিকোর মন্তেরেইতে ভারতীয় সময় বুধবার সকালের ম্যাচটিতে দশম মিনিটে ইরাক এগিয়ে যায় আলি আল-মাহাদির গোলে। বলিভিয়া সমতায় ফেরে প্রথমার্ধেই। ৫৩তম মিনিটে আয়মেন হুসেইন আবার এগিয়ে দেন ইরাককে। সেই গোলই শেষ পর্যন্ত দলকে নিয়ে যায় বিশ্ব আসরে। ইরাককে দিয়ে চূড়ান্ত হলো এবারের বিশ্বকাপের ৪৮ দল। সেখানে এশিয়ার প্রতিনিধি থাকছে ৯টি। বিশ্বকাপে ‘আই’ গ্রুপে ইরাকের সঙ্গী ফ্রান্স, সেনেগাল ও নরওয়ে। এই ম্যাচটি খুব আকর্ষণীয় কিছু নয়। ম্যাচ জিতলেও খুব চোখাধাঁধানো ফুটবল খেলতে পারেনি ইরাক। তবে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে দুই দলের মানসিকতা। প্রথম থেকেই ইরাকের ফুটবলারদের মনে হয়েছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলের প্রতিটি লড়াইয়ে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন তারা। এমনভাবে নিজেদের মেলে ধরছিলেন তারা, যেন প্রতিটি বলই তাদের শেষ সুযোগ। অসাধারণ ফুটবল না দেখিয়েও দৃঢ়তা, তাড়না এবং

কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছে এবং অল্প তৈরি করেই সেগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে শেষ ম্যাচে ব্রাজিলকে হারিয়ে আন্তমহাদশীয় প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছিল বলিভিয়া। প্লে-অফ সেমি-ফাইনালে সুরিনামকে হারিয়ে শেষ ধাপে এলেও আসল ম্যাচটিতে তারা ছিলেন মলিন। ম্যাচজুড়ে খুব বেশি সুযোগ তারা তৈরি করতে পারেনি। শেষ দিকে কয়েকটি কর্নার আদায় করলেও বড় হুমকি গড়ে তুলতে পারেনি। ম্যাচের পর ইরাকের কোচ গ্রাহাম আর্নল্ডও প্রশংসা করলেন দলের মানসিকতার। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের অস্থিরতার সময়ে দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেও দারুণ তৃপ্ত কোচ। ''ফুটবলারদের অবশ্যই অভিনন্দন জানাই, তারা সত্যিকারের ইরাকি মানসিকতা নিয়ে খেলেছে, লড়াই করেছে এবং জীবন বাজি রেখেছে। এ কারণেই আমরা ম্যাচটি জিতেছি। বলিভিয়াকে পুরো কৃতিত্ব দিতেই হবে, কারণ তারা ভালো খেলেছে। আমাদের জয় সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র দুর্দান্ত রক্ষণভাগের কারণে, যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখেছিল, যেমনটা আমি আগেই বলেছি এবং আমরা ক্রসগুলোও খুব ভালোভাবে প্রতিহত করেছি। আমি খুশি যে আমরা ৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষকে আনন্দ দিতে পেরেছি, বিশেষ করে এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটছে তার পরিপ্রেক্ষিতে...।''

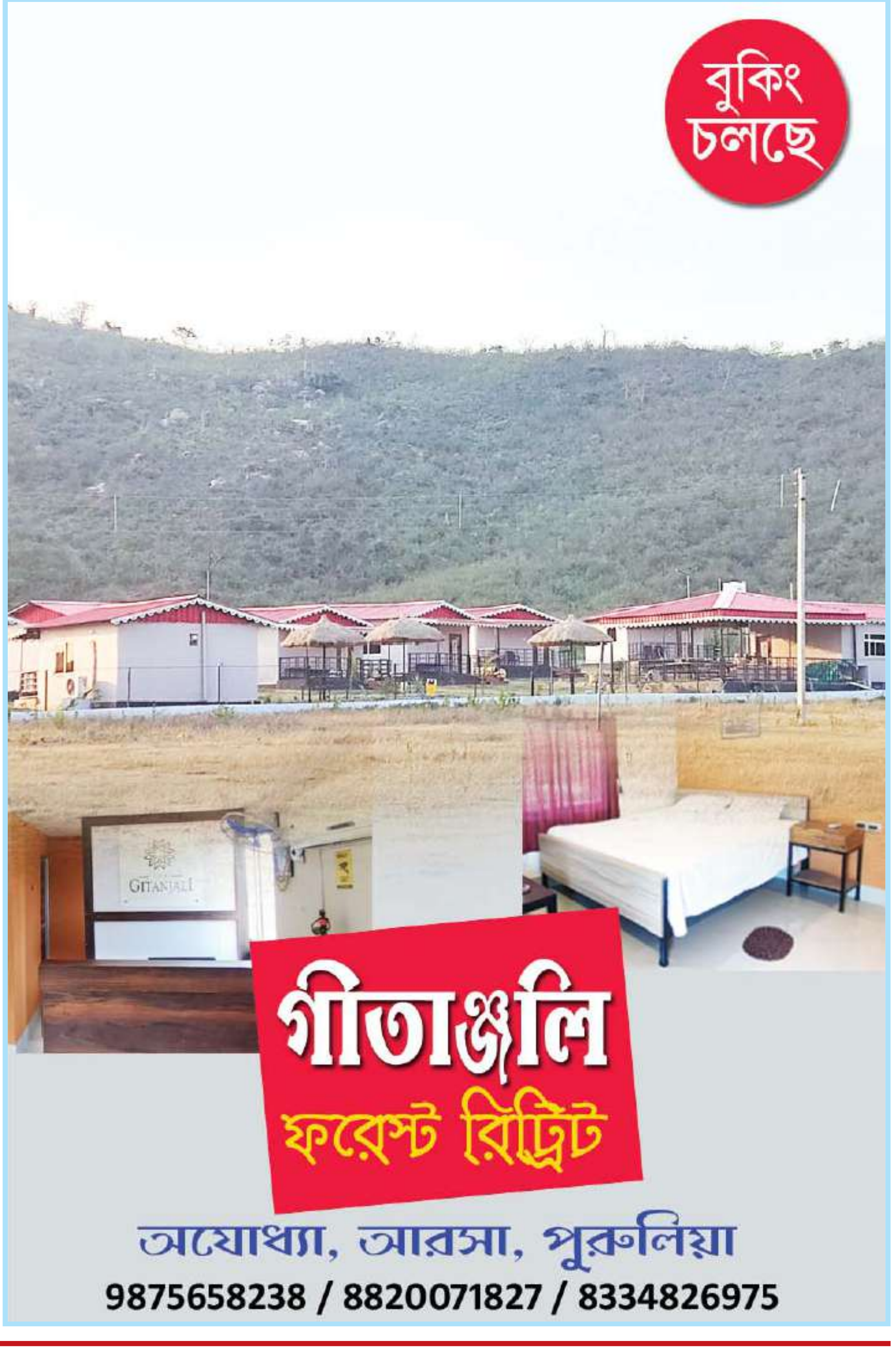

ফের স্বপ্নভঙ্গ ইতালির, বিশ্বকাপে বসনিয়া

ম্যাচ জুড়ে আক্রমণে আধিপত্য করে অসংখ্য সুযোগ পেল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। একের পর এক সেভ করে তাদের হতাশ করলেন জানলুইজি দোন্নারুম্মা। শুরুতে পাওয়া লিড ধরে রাখতে না পারলেও, অনেকটা সময় একজন কম নিয়ে খেলে ম্যাচ টাইব্রেকারে টেনে নিল ইতালি। সেখানে পেরে উঠল না তারা। বিশ্বকাপে ফেরার অপেক্ষা এবারও ঘুচল না চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের।

সংবাদ সংস্থা, জেনিকা, ১ এপ্রিলঃ ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ ফাইনালে টাইব্রেকারে ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিল বসনিয়া। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ১-১ সমতা ছিল। বসনিয়ার মাঠে মঙ্গলবার রাতে মোইজে কিনের গোলে এগিয়ে যাওয়া ইতালি প্রথমার্ধের শেষ দিকে ১০ জনের দলে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে হারিস তাবাকোভিচের গোলে সমতা টানে আয়োজকরা। টাইব্রেকারে ইতালির প্রথম শট উড়িয়ে মারেন এসপোসিতো, ব্রায়ান ক্রিস্তান্তের শট লাগে ক্রসবারে। বসনিয়ার প্রথম চার শটে সবাই পান জালের দেখা। ইতালি সবশেষ বিশ্বকাপ জেতে ২০০৬ সালে। পরের দুই আসরে তারা বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকে। ২০১৮ থেকে টানা তিন আসরে দর্শক হয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। এই তিনবারই প্লে অফে হেরেছে তারা। বসনিয়া বিশ্বকাপে খেলবে ১২ বছর পর। এর আগে একবারই বিশ্বকাপে খেলেছিল তারা, ২০১৪ সালে। ইউরোপের আরেক প্লে অফ ফাইনালে ডেনমার্ককে টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের টিকেট পেয়েছে চেক রিপাবলিক। নির্ধারিত সময়ে ১-১ ও অতিরিক্ত সময়ে ২-২ ছিল স্কোরলাইন। ম্যাচে প্রায় ৬৫ শতাংশ বল দখলে

রেখে গোলের জন্য ৩০টি শট নিয়ে ১১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বসনিয়া। ১০টি সেভ করেন দোন্নারুম্মা। ইতালির ৯ শটের কেবল তিনটি লক্ষ্যে ছিল। প্রতিপক্ষের ভুলে সুযোগ কাজে লাগিয়ে পঞ্চদশ মিনিটে এগিয়ে যায় ইতালি। সতীর্থের ব্যাক-পাস পেয়ে বসনিয়ার গোলরক্ষক বল তুলে দেন ইতালির নিকোলো বারেল্লার পায়ে। এই মিডফিল্ডারের পাসে বক্সের বাইরে থেকে শটে বল জালে পাঠান ফরোয়ার্ড কিন। শুরু থেকেই বসনিয়া সুযোগ তৈরি করতে থাকে একের পর এক। কিন্তু ফিনিশিংয়ের দুর্বলতা আর দোন্নারুম্মার দৃঢ়তায় বারবার হতাশ হয় তাদের। ৪১তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ আসে তাদের সামনে। বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া মেমিককে বক্সের বাইরে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ইতালির ডিফেন্ডার আলেস্সান্দ্রো বাস্তোনি। প্রথমার্ধে যেখানে গোলের জন্য ইতালির দুই শটের দুটি ছিল লক্ষ্যে, সেখানে বসনিয়ার ১৩ শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল। ৬০তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পান কিন। মাঝমাঠ থেকে বল ধরে এগিয়ে যান তিনি। গোলরক্ষকও এগিয়ে আসেন। কিন্তু ওয়ান-অন-ওয়ানে উড়িয়ে মারেন ২৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ৭৯তম মিনিটে সমতায় ফেরে বসনিয়া। ডান দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে দূরের পোস্টে এদিন জেকোর প্রচেষ্টা দোন্নারুম্মা ফিরিয়ে দিলেও, কাছ থেকে জালে পাঠান হারিস তাবাকোভিচ। ৯০ মিনিটের বাকি সময়ে ও অতিরিক্ত সময়ে সুযোগ পায় দুই দলই, কিন্তু স্কোরলাইনে আর পরিবর্তন আসেনি। এরপর পেনাল্টি শুট আউটে বসনিয়ার বাজিমাত আর ইতালির একরাশ হতাশা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com